গো-চিকিৎসা।

কর্ণেল জে, এইচ, বি, হ্যালেন্ সাহেব

"MANUAL OF THE CATTLE DISEASES IN INDIA"

নামক গ্রন্থের অনুবাদ।

শ্রীদিবাকর দে, জি. বি. ভি. সি,

লেকচারার, বেঙ্গল ভেটারিনারি কলেজ,—

কর্ত্তৃক অনূদিত।

কলিকাতা।

প্রেসিডেন্সী জেল যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত।

১৯০৫ সাল।

Indian Price, Annas 4; English Price, 4½d.

গ্রন্থকারের নিবেদন।

"MANUAL of the more deadly forms of Cattle Disease in India" নামক পুস্তকের প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণ শ্রীযুক্ত কর্ণেল জে, এইচ্, বি, হ্যালেন সাহেব বাহাদুর কর্ত্তৃক রচিত ও ১৮৭১ ও ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। তাহার অনেকাংশ পরিবর্ত্তিত করিয়া ও অনেক নূতন বিষয় সন্নিবেশিত করিয়া শ্রীযুক্ত ক্যাপ্টেন জি, কে, ওয়াকার সাহেব সম্প্রতি তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত করিয়াছেন।

বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া আমি এই পুস্তকের বঙ্গানুবাদ করিলাম। ইংরাজী-ভাষানভিজ্ঞ জনসাধারণের অনেকেই এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানি হইতে গোজাতির প্রতিপালন সম্বন্ধে কতকগুলি অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে পারিবেন,—এরূপ আশা করা যাইতে পারে। এই পুস্তকে মেষ-মহিষ-ছাগাদি পশুর চিকিৎসা বর্ণিত থাকিলেও প্রধানতঃ গোজাতির রক্ষার্থই ইহা লিখিত হইয়াছে,—এজন্য 'গো-চিকিৎসা" এই সাধারণ নামেই ইহাকে অভিহিত করা হইল।

পরিশেষে মাননীয় শ্রীযুক্ত মেজর ফ্রান্সিস রেমণ্ড সাহেব বাহাদুরের নিকট যে শিক্ষা ও উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়াছি সেজন্য তাঁহার সমীপে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি।

বেঙ্গল ভেটারিনারি
কলেজ ;
২১ জানুয়ারি ১৯০৫।

শ্রী দিবাকর দে।

উপক্রমণিকা।

যতদিন গোজাতি রীতিমত যত্ন ও আহার পায়, ততদিন প্রায় তাহাদিগকে রোগাক্রান্ত হইতে দেখা যায় না। অতিরিক্ত কিম্বা অনুপযুক্ত আহার, অৰ্দ্ধাশন অথবা উপবাসাদি দ্বারা তাহারা ক্রমশঃ ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া রোগাক্রান্ত হইয়া থাকে।

এই ক্ষুদ্র পুস্তকে যে সকল রোগের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই প্রতীকার-যোগ্য। ইহাতে যে সকল ব্যবস্থা বিহিত হইয়াছে, তদনুযায়ী কার্য্য করিলে লোকে সম্পূর্ণরূপে না হউক, বহুপরিমাণে অকাল মৃত্যু হইতে গোজাতিকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে।

গোজাতির কতকগুলি রোগ সংক্রামক; অবশিষ্ট সমস্তই অযত্ন ও আহারের ত্রুটিতে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

যখন অধিকাংশ রোগের কারণ বিশদরূপে নির্দ্দিষ্ট আছে এবং ইচ্ছা করিলেই লোকে যখন তাহার প্রতিবিধান করিতে পারে, তখন গৃহস্থের নিজের দোষেই যে পালিত পশু রোগাক্রান্ত হয়,—এরূপ বিবেচনা অন্যায় নহে।

অনাবৃষ্টি, বন্যা অথবা দৈব-দুর্ব্বিপাকে সময়ে সময়ে গবাদির মরক উপস্থিত হয়, এই জন্য পূর্ব্ব হইতেই শুষ্ক ঘাস ও বিচালি সংগ্রহ করিয়া রাখা বিশেষ প্রয়োজন। যে কোন কারণে মরকের সম্ভাবনা উপস্থিত হইলেই, লোকে যদি আবশ্যকমত অথবা প্রচুর পরিমাণে খাদ্য সংগ্রহ করিয়া রাখে, ও গবাদিকে উত্তম গোয়ালঘরে রাখিয়া তথায় নিয়মিতরূপে আহারাদি দেয়, তাহা হইলে তাহাদের পীড়া নিবারিত হইবার সম্ভাবনা।

বৎসরের অনেক সময় গবাদি পশুদিগকে গোয়ালঘরে আশ্রয় দেওয়া আবশ্যক। যাহাতে তাহারা গ্রীষ্মের প্রখর রৌদ্র, বর্ষার, অজস্র

বারি বর্ষণ, এবং দারুণ শীতের প্রকোপ হইতে রক্ষা পাইতে পারে এরূপ ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

অত্যন্ত বৃষ্টির সময় অনাবৃত স্থানে, জলময় স্থানে, গ্রীষ্ম প্রধান দেশের মধ্যাহ্ন সূর্য্যের প্রখর কিরণতলে অথবা শীতকালের রাত্রির দারুণ শীতে ও হিমে গোজাতিকে রাখিলে তাহারা কখনই সুস্থ থাকিতে পারে না।

গোয়াল ঘরের চতুঃপার্শ্বস্থ সমতল ক্ষেত্র হইতে উচ্চ স্থানে গোশালা নির্ম্মাণ করা উচিত। উহাতে মূত্রাদি নির্গমনের জন্য রীতিমত পয়ঃপ্রণালী, এবং বৃষ্টি ও রৌদ্র নিবারণের জন্য যথোপযুক্ত গৃহের ছাদ থাকা আবশ্যক; রাত্রির হিম ও শীতল বায়ু যাহাতে তাহাদের গায়ে না লাগিতে পারে তদুপযুক্ত গৃহের প্রাচীর দেওয়াও একান্ত আবশ্যক। যাহাতে গোশালায় প্রচুর পরিমাণে আলোক প্রবেশ করিতে পারে, এরূপ ভাবে জানালা রাখিতে হইবে, এবং অক্লেশে যাতায়াতের জন্য দ্বার রাখা উচিত। এতদ্ব্যতীত নীচে দিয়া বিশুদ্ধ বায়ু প্রবেশের জন্য ও উপর দিয়া দূষিত বায়ু বহির্গমনের জন্য বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

গোশালা ও তাহার চতুঃপার্শ্বস্থ ভূমি পরিষ্কৃত পরিচ্ছিন্ন রাখা উচিত, এবং মূত্র ও গোময় প্রভৃতি যথা নিয়মে স্থানান্তরিত করা কর্ত্তব্য।

এ দেশে গোজাতিকে সর্ব্বদা দূষিত জল পান করিতে হয়, যেহেতু এখানে বিশুদ্ধ জলের নিতান্ত অভাব। এই সকল বিশৃঙ্খলা হইতে যে নানাবিধ রোগ সমুৎপন্ন হইবে, তাহা আর বিচিত্র কি ?

প্রথম পরিচ্ছেদ।

গো-মেষাদির সংক্রামক রোগ।

ভারতবর্ষে গরু ও ভেড়ার সাধারণতঃ সংক্রামক রোগ সকলের বিবরণ ও তত্তৎ রোগের প্রতিবিধানের তালিকা।

প্রধান প্রধান সংক্রামক রোগগুলির নাম নিম্নে লিখিত হইল ঃ—

১। গোবসন্ত বা পশ্চিমা।

২। এঁসো রোগ বা পা ও মুখ-সংক্রান্ত রোগ।

৩। গলা ফুলো।

৪। তড়কা।

৫। বাদলা।

৬। ফুসফুস ও তাহার আবরণ ঝিল্লীর প্রদাহ।

৭। ভেড়ার বসন্ত।

উল্লিখিত রোগ সকল ভারতবর্ষের অধিকাংশ প্রদেশে দেখিতে পাওয়া যায়। ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে এই সকল রোগ ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের স্থান বিশেষে এই সকল রোগের চলিত নামের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

গলা ফুলো, তড়কা ও বাদলা রোগের মধ্যে অনেকগুলি লক্ষণে পরস্পর মিল আছে। এই ত্রিবিধ রোগই অল্পকাল স্থায়ী; সচরাচর ২৪ ঘণ্টা হইতে চারি দিনের মধ্যে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

ইহার প্রত্যেকটিতেই মৃত্যু সংখ্যা অত্যন্ত অধিক, খুব কম হইলেও প্রায় শতকরা ৮০টার মৃত্যু ঘটে, আক্রান্ত পশুমাত্রেরই মৃত্যু ঘটাও আশ্চর্য্য নয়।

এঁসো রোগ বা পা ও মুখ সংক্রান্ত রোগ অত্যন্ত সংক্রামক কিন্তু ইহা প্রায়ই মারাত্মক হয় না। যত্নপূর্ব্বক চিকিৎসা করিলে আক্রান্ত পশুদিগের মধ্যে শতকরা ২।১ টির অধিক মারা যায় না।

ফুসফুস ও তাহার আবরক ঝিল্লীর প্রদাহ অত্যন্ত সংক্রামক রোগ, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের দেশীয় লোকের ইহা সংক্রামক বলিয়া ধারণা নাই। ইহা অজ্ঞাতসারে পশুদিগের শরীরে প্রবেশ করে এবং ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায়।

এই রোগাক্রান্ত হইয়া পশুগুলি শীর্ণ হইতে থাকে, কিন্তু প্রায় এক মাস হইতে তিন মাস পর্য্যন্ত বা তাহারও অধিক কাল জীবিত থাকে।

ইহা স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, এই সকল রোগ যে কেবল স্বজাতীয় পশুর মধ্যে একটী হইতে অন্যটিতে সংক্রামিত হইয়া থাকে, এমন নহে; যে সকল লোক এই সকল সংক্রামকরোগাক্রান্ত পশুদিগের সেবা শুশ্রূষা করে তাহাদিগের সংস্পর্শ হইতে সুস্থকায় পশুদিগেরও রোগ জন্মিতে পারে। অথবা এই সকল রোগাক্রান্ত পশুদ্বারা ব্যবহৃত খাদ্য বা জলের সহিত এই রোগের বীজ এক স্থান বা এক পশু হইতে অন্য পশুতে বা অন্য স্থানে সংক্রমিত হইতে পারে।

অধিকন্তু এই সকল রোগাক্রান্ত পশু যে গোয়াল বা যে স্থানে থাকে সেই স্থান পীড়িত পশুর চক্ষু মুখ ও নাক হইতে নির্গত ক্লেদ ও মল মূত্রাদি দ্বারা দূষিত হইয়া যায়। এবং এঁসো রোগে পা ও মুখ হইতে নির্গত ক্লেদও পূর্ব্ববৎ বিষাক্ত।

গৃহপালিতই হউক আর বন্যই হউক রোমন্থনকারী পশুগণের মধ্যেই বসন্ত রোগ হইয়া থাকে; কিন্তু গোজাতীয় পশুরই এই রোগে আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা অধিক।

ছাগলদিগের বসন্ত হইলে তাহারা প্রায় বাঁচে না। মেষেরা কখনও কখনও ইহাতে আক্রান্ত হয়, কিন্তু তাহাদিগের এই রোগ প্রায়ই সামান্যরূপ হইয়া থাকে; তথাপি স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে একটী পীড়িত মেষ সমস্ত পালকে রোগাক্রান্ত করিয়া ফেলিতে পারে।

মহিষদিগের মধ্যেই সচরাচর গলা ফুলা রোগ উৎপন্ন হইতে দেখা যায়, কিন্তু গোমেষাদিও অনেক সময় ইহাতে আক্রান্ত হয়।

এঁসো রোগ।—গৃহপালিত পশু পক্ষীর অধিকাংশেরই এই রোগ হইতে দেখা যায়। এই রোগাক্রান্ত গাভীর দুগ্ধ পান করিয়া লোকের মুখে স্ফোটক হইয়াছে এরূপ অনেক ঘটনার কথা উল্লিখিত আছে।

তড়কা রোগ জন্তুমাত্রকেই আক্রমণ করে, মানুষও এই রোগের হাত হইতে মুক্তি পায় না। এই রোগে মৃত জীবের দেহ স্পর্শ করা অতিশয় বিপজ্জনক, সেই হেতু বিশেষ রূপ সতর্ক থাকা আবশ্যক।

এই সকল রোগ বিশেষতঃ গোবসন্ত ও এঁসো রোগ ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র সকল সময় অল্প বিস্তর দেখিতে পাওয়া যায়; উপস্থিত না থাকিলেও যে কোন সময়ে ইহা প্রাদুর্ভূত হইতে পারে। সেই হেতু এই সকল রোগ নিবারণের জন্য বা যদি এই সকল রোগ পশুদিগের মধ্যে সহসা আবির্ভূত হয় তাহা হইলে অন্ততঃ যাহাতে তাহা বিস্তৃত হইতে না পারে তদ্বিষয়ে পূর্ব্ব হইতেই সর্ব্বদা বিশেষ সাবধান থাকা উচিত।

নিম্নলিখিত নিয়মগুলি গোমেষাদি রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত ব্যক্তিগণের রীতিমত পালন করা কর্ত্তব্য :—

(১) যখন হাট হইতে গোমেষাদি ক্রয় করা হয়, তখন তথায় উহারা ছোঁয়াচে রোগের বীজ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে এইরূপ মনে করিতে হইবে। যেহেতু হাটে নানা স্থান হইতে গোমেষাদি আনীত হইয়া থাকে, ঐ সকল স্থানের কোন না কোন একটীতে যে গোবসন্ত বা এঁসো রোগ বা উভয় রোগই কিছু পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল বা তখনও বিদ্যমান আছে এরূপ মনে করা অযৌক্তিক নহে।

(২) গরু বা ভেড়াদিগকে স্থানান্তরিত করিবার সময় পথিমধ্যে উহাদিগকে অন্য গরু বা ভেড়ার সহিত মিশিতে দেওয়া উচিত নহে, এবং রাত্রে কোনও সরাইয়ে বা

তাহার নিকটে রাখা উচিত নহে। কারণ রোগাক্রান্ত গরু বা ভেড়ার দ্বারা ঐ স্থান তখনই বা কিছু পূর্ব্বে দূষিত হইয়া থাকিতে পারে। দিবাভাগে তাহাদিগকে আস্তে আস্তে ও ছায়ায় ছায়ায় লইয়া যাওয়া উচিত। ২৪ ঘণ্টায় ৫।৬ ক্রোশের অধিক তাহাদিগকে চলিতে দেওয়া উচিত নয়। ইহার মধ্যেও মাঝে তাহাদিগকে জলপান করান ও পেট ভরিয়া খাওয়ান আবশ্যক।

(৩) যখন হাট বা অন্য স্থান হইতে গোমেষাদি ক্রয় করা হয় তখন তাহাদিগকে ক্রেতার বাটীতে আনিয়া এক স্থানে পৃথক্ করিয়া রাখা আবশ্যক, এবং চরিবার সময় যাহাতে ইহারা গোয়ালের গরু ভেড়ার সহিত না মিশে এইরূপ করা উচিত। ইহারা কোন সংক্রামক রোগ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে কি না, ইহার প্রমাণ পাইবার জন্য অন্ততঃ এক মাস হইতে তিন মাস পর্য্যন্ত তাহাদিগকে পৃথক্ করিয়া রাখা উচিত। (২০ ও ২১ নং নিয়ম দ্রষ্টব্য)।

ঐ সময়ে নূতন আনীত গোগণকে প্রাতে ও সন্ধ্যায় যত্নপূর্ব্বক দেখা উচিত এবং যদি উপরোল্লিখিত কোন রোগ তাহাদের মধ্যে দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে ঐ পীড়িত পশুদিগকে তৎক্ষণাৎ এরূপ ভাবে পৃথক্ রাখা আবশ্যক যেন তাহারা গোয়ালের পশুগণের সহিত কোন রূপে না মিশিতে পারে; এবং গোয়ালের পশুগুলিকে ছোট ছোট দলে বিভক্ত করিয়া কিছু দূরে দূরে রাখা আবশ্যক। তিন মাস কাল মধ্যে যদি তাহাদের কোনও পীড়া না হয় তাহা হইলে অন্যান্য গরুর সহিত উহাদিগকে নিরাপদে খাইতে দেওয়া ও থাকিতে দেওয়া যাইতে পারে।

(৪) যখন গরু পথ হাঁটিতে থাকে বা এক প্রদেশ হইতে অন্য প্রদেশে গমন করে তখন উহাদের সংক্রামক রোগের বীজ সংস্পর্শে পীড়াগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

সে জন্য বাটী আসিলে তাহাদিগকে ভাল করিয়া পরীক্ষা করা উচিত, এবং যদি উহারা কোন সংক্রামক রোগগ্রস্ত প্রদেশ দিয়া আসিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাদিগকে কিছু কাল পৃথক্ ভাবে রাখিতে হইবে। (২০ ও ২১ নং নিয়ম দ্রষ্টব্য)।

(৫) যখন গরু ও ভেড়ার মধ্যে কোন সংক্রামক রোগ হয় বা কোন প্রকার সংক্রামক রোগ হইয়াছে বলিয়া সন্দেহ হয়, তখন সর্ব্বাগ্রে ঐ পীড়িত পশুকে সুস্থ পশুগণ হইতে পৃথক্ করিয়া রাখা কর্ত্তব্য।

(৬) সকল পশুগণকে যত্ন পূর্ব্বক পরীক্ষা করিয়া দেখিবে, এবং পীড়ার অল্প মাত্র লক্ষণ দেখিলেই পশু চিকিৎসালয়ে পাঠাইয়া দিবে।

(৭) নীরোগ পশুগুলিকে অনেকগুলি ভাগে বিভক্ত করিবে, ও স্থান সংকুলান অনুযায়ী যতদূর সম্ভব হয় তত কম করিয়া প্রত্যেক দল গঠিত করিতে হইবে। এই প্রকার ভাগ করিয়া, পরস্পরের মধ্যে যথেষ্ট স্থান ব্যবধান রাখিয়া পৃথক্ করিয়া রাখিবে এবং পীড়িত পশুর বাতাস যেন তাহাদের গায়ে না লাগে এরূপ স্থানে তাহাদিগকে স্থাপন করিবে। প্রত্যেক দলটীকে সর্ব্বদা পরীক্ষা করিয়া দেখিবে, এবং কোনও পশু অল্পমাত্র পীড়িত হইলেই তৎক্ষণাৎ তাহাকে স্থানান্তরিত করিবে। সাধ্যমত এই উপায় অবলম্বন করিলে, অল্প দিনের মধ্যে এই পীড়া হয়ত কেবল দুই একটী দলের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যাইবে, এবং তৎক্ষণাৎ পীড়িত পশুকে পশু চিকিৎসালয়ে পাঠাইয়া দিলে পালের মধ্যে এই রোগের বিস্তার হওয়া বন্ধ হইয়া যাইবে। প্রত্যেক দল পৃথক

পৃথক্ করিয়া রাখিবার পর কিম্বা রোগাক্রান্ত দলের সর্ব্বশেষ পশুটীকে স্থানান্তরিত করিবার পর তিন মাস কাল অবধি প্রত্যেক দলকে অন্যান্য পশু হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ ভাবে স্থাপন করা কর্ত্তব্য (২০ ও ২১ নং নিয়ম দ্রষ্টব্য)।

(৮) পীড়িত পশু রক্ষা করিবার চিকিৎসালয়ের চতুর্দ্দিকে কঠিন করিয়া বেড়া দেওয়া আবশ্যক এবং কিছু দূরে স্থাপন করা কর্ত্তব্য। পীড়িত পশু ও তাহাদের শুশ্রূষাকারীগণকে এই স্থান পরিত্যাগ করিয়া কিছুতেই অন্যত্র যাইতে দিবে না। পীড়িত পশু ও তাহাদের পরিচারকগণের নিমিত্ত খাদ্য ও পানীয় লইয়া যাওয়ায় ক্ষতি নাই, কিন্তু এই চিকিৎসালয় হইতে কোনও খাদ্য, পানীয়, খড়কুটা প্রভৃতি আবর্জ্জনা, বা কোনও কাপড় অন্য স্থানে লইয়া যাওয়া উচিত নহে। এই চিকিৎসালয়ে কুকুরদের যাইতে আসিতে দেওয়া উচিত নহে, কারণ তাহারা সুস্থ পশু রাখিবার স্থানে সংক্রামক রোগের বীজ লইয়া যাইতে পারে।

(৯) চিকিৎসালয়ের খড়কুটা প্রভৃতি শুষ্ক আবর্জ্জনা ইহার সীমার মধ্যেই পুড়াইয়া ফেলা আবশ্যক, এবং মল মূত্রাদি ও অন্যান্য আর্দ্র আবর্জ্জনা গোয়াল ঘর হইতে সর্ব্বদা পরিষ্কার করিয়া চিকিৎসালয়ের জমির মধ্যে গর্ত্ত করিয়া প্রোথিত করিবে। গর্ত্তগুলি চারি হাত বা তাহার অধিক পরিমাণে গভীর করিতে হইবে এবং তাহাদের চতুর্দ্দিকস্থ সমতল ভূমির উপরিভাগ হইতে দুই ফুট বাদ দিয়া অবশিষ্টাংশ চিকিৎসালয়ের আর্দ্র খড়কুটা প্রভৃতি আবর্জ্জনা ও মল মূত্রাদি দ্বারা পূর্ণ

করিয়া তাহার উপর চূর্ণ ও উত্তম নূতন মৃত্তিকা দিয়া গর্ত্ত পূর্ণ করিবে।

(১০) চিকিৎসালয়ের গোয়াল ঘর, প্রাচীর ও দেয়াল প্রভৃতি সর্ব্বদা ঝাঁটা দিয়া ও ধৌত করিয়া অতি উত্তমরূপে পরিষ্কার করিবে, এবং প্রতিবার পরিষ্কার করিবার পর "ম্যাগডুগাল" সাহেব কৃত সংক্রামক পীড়া নাশক গুঁড়া বা রোগের বীজ নাশক ঐ প্রকার অন্য কোন ঔষধ কিম্বা চূর্ণ, ভস্ম অথবা শুষ্ক মৃত্তিকা মেজে ও জমির উপর প্রচুর পরিমাণে ছড়াইয়া দিবে; এবং কাষ্ঠ নির্ম্মিত দ্রব্যাদি ও প্রাচীর সকল প্রথমে ধৌত করিয়া পরে কলিচূণ দ্বারা লিপ্ত করিবে।

(১১) চিকিৎসালয়ে উত্তমরূপ বায়ু সঞ্চলন আবশ্যক। চিকিৎসালয়ের গৃহে প্রত্যহ এক ঘণ্টা কাল গন্ধকের ধূম দেওয়া আবশ্যক। এই সময় দ্বার ও গবাক্ষসমূহ বন্ধ করিয়া রাখিবে কিন্তু বায়ু সঞ্চলনের পথ মুক্ত রাখিবে।

(১২) বৎসরের যে সময় মশক ও মাছির প্রাদুর্ভাব অত্যন্ত প্রবল হয় এবং পশুগণের পক্ষে অতিশয় কষ্টদায়ক হইয়া উঠে সেই সময় গৃহের যে দিক হইতে বায়ু সঞ্চলন হইতে থাকে, সেই দিকের দ্বারের সম্মুখে সর্ব্বদা শুষ্ক খড় ঘুঁটে প্রভৃতি প্রজ্জ্বলিত করা উত্তম পরামর্শ। মশক মক্ষিকা প্রভৃতি প্রায়ই রোগ বিস্তার করিবার প্রধান কারণ।

(১৩) পীড়িত পশুদিগকে বিশেষরূপে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতে হইবে এবং ভাতের পাতলা মাড় ও সবুজ তাজা ঘাস খাইতে দিবে। আর সুস্থ পশুদিগকে কোমল ও রেচক খাদ্য খাইতে দিবে যেহেতু কঠিন শুষ্ক খাদ্য খাইলে পশুদিগের রোগ অতি কঠিন হয় এবং

রেচক খাদ্য খাইলে তাহাদের পীড়া অপেক্ষাকৃত কম কঠিন হইয়া থাকে।

(১৪) যখন গোমেষাদির মধ্যে এই সকল সংক্রামক রোগ আবির্ভূত হয় তখন রোগাক্রান্ত দলের পশুদিগের মধ্যে সর্ব্বশেষ রোগ ঘটনার পর তিন মাস কাল অতীত হইবার পূর্ব্বে সুস্থ পশুদিগের সহিত তাহাদিগকে একত্র বিচরণ করিতে দিবে না (২০ ও ২১ নিয়ম দ্রষ্টব্য)।

(১৫) যে সকল পশু আরোগ্য হয় তাহাদিগকে চিকিৎসালয় হইতে স্থানান্তরিত করিবার পূর্ব্বে গরম জল ও সাবান দিয়া উত্তম রূপে ধৌত করিবে। যদি কার্ব্বলিক্ এসিড পাওয়া যায় তাহা হইলে গরম জলের প্রতি গ্যালনে (৫ সের) এক মদ্য গ্লাস পরিমাণ উক্ত এসিড মিশাইয়া লইবে।

(১৬) যদি সম্ভব হয় তাহা হইলে যে সকল পশু সংক্রামক রোগে মরিয়া যায় তাহাদিগের মৃত দেহ, যে স্থানে তাহাদের মৃত্যু ঘটে সেখানে সম্পূর্ণরূপে পোড়াইয়া ফেলিতে হইবে। উপকরণের অভাবে যদ্যপি ইহা সম্ভবপর হইয়া না উঠে তাহা হইলে তাহাদের মৃত দেহ অন্ততঃ দুই হাত মাটীর নিম্নে প্রোথিত করিবে।

(১৭) যে সমস্ত পশু সংক্রামক রোগে মারা যায় তাহাদের চর্ম্ম ঐ মৃত দেহের সহিত নষ্ট করিবে। যদি মৃত দেহ প্রোথিত করিতে হয় তাহা হইলে ছুরিকা দ্বারা ঐ চর্ম্ম ছিন্ন ভিন্ন করিয়া মৃত দেহের সহিত মৃত্তিকা মধ্যে প্রোথিত করা উত্তম পরামর্শ।

(১৮) সংক্রামক রোগাক্রান্ত পশুদিগকে যে গোয়ালে বা যে জমিতে রাখা হইয়াছিল, তাহার মাটী তুলিয়া ফেলিয়া অন্য স্থানে প্রোথিত করিবে এবং তথাকার নিম্নস্থ মৃত্তিকা উত্তমরূপে খনন করিয়া উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দিবে; এবং নূতন মৃত্তিকা দ্বারা পুনরায় মেজে প্রস্তুত করিবে। যদ্যপি গোয়ালঘর ইষ্টক বা প্রস্তর নির্ম্মিত হয় তাহা হইলে উত্তম রূপে চাঁচিয়া ধুইয়া ফেলিবে এবং গুঁড়া চূণ বা কার্ব্বলিক এসিড দ্বারা তাহার সংক্রামক দোষ বিনষ্ট করিবে (ভারতবর্ষীয় পশুদিগের সংক্রামক রোগ সমিতির বিবরণ দ্রষ্টব্য ১৮৭০— ১১ পৃষ্ঠা)।

(১৯) সংক্রামক পশু কর্ত্তৃক ব্যবহৃত গাড়ীর জোয়াল ও অন্যান্য বংশাদি ও তাহাদের সাজসজ্জা, জীন, লাগাম, রশি প্রভৃতি সংক্রামক দোষ নাশক পদার্থ দ্বারা ধুইয়া ফেলিবে, জীনের ভিতরকার পুরাতন আবরণ ও গদি পুড়াইয়া ফেলিবে।

(২০) গোবসন্ত, গলাফুলো, তড়্কা, বাদ্‌লা ও এঁসো রোগের সংক্রামক বীজ শরীরে প্রবেশ করিবার পরে এবং বাহিরে প্রকাশ হইবার পূর্ব্বে শরীরের মধ্যে রোগ যে অবস্থায় ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে তাহার স্থিতিকাল ২৮ দিনের মধ্যে। অতএব যে পশুর শরীরে এই সকল রোগের সংক্রামক বীজ প্রবেশ করিয়াছে বলিয়া বোধ হয়, তাহাকে একমাস কাল সম্পূর্ণ পৃথক্ করিয়া রাখিবার উপদেশ দেওয়া হইয়া থাকে।

(২১) ফুস্‌ফুস্ যন্ত্র ও তাহার আবরক চর্ম্মের সংক্রামক পীড়ার বীজ শরীরে প্রবেশ করিবার পরে এবং বাহিরে এই রোগের লক্ষণ সকল প্রকাশ হইবার পূর্ব্বে শরীরের

মধ্যে ইহার ক্রমশঃ বৃদ্ধির কাল দুই সপ্তাহ হইতে ছয় সপ্তাহ পর্য্যন্ত স্থায়ী হইয়া থাকে ; কিন্তু সচরাচর সকল স্থানে ১০ দিন হইতে তিনমাস বা তদূর্দ্ধ কাল পর্য্যন্ত হইতে দেখা গিয়াছে। অতএব যে সকল পশু এই রোগের সংস্পর্শে আসে তাহাদিগকে অন্ততঃ তিনমাস কাল পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ পৃথক্ করিয়া রাখিতে হইবে।

দ্রষ্টব্য—সংক্রামক রোগ হইলে সকল স্থলেই উপরোক্ত নিয়মগুলি প্রতিপালন করা বিশেষ আবশ্যক। কিন্তু রোগ নিবারণের জন্য যে টিকা দিবার ব্যবস্থা উদ্ভাবিত হইয়াছে তদ্দ্বারা সকলস্থলেই উহাদিগের লক্ষণ পরিবর্ত্তন করিয়া অপেক্ষাকৃত কম কষ্টদায়ক করা যাইতে পারে। সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকারে রোগের বিষদোষ বিনাশ করা অত্যাবশ্যক, কিন্তু যদি কোন রোগের আক্রমণ হইতে পশুদিগের নিষ্কৃতি পাইবার উপায় পূর্ব্ব হইতেই অবলম্বিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাদিগকে পৃথক্ করণের নিয়ম প্রণালী স্থলবিশেষে শিথিল করা যাইতে পারে।

পশু চিকিৎসকের পরামর্শ পাওয়া সম্ভব হইলে সর্ব্বদা তাহা লইতে হইবে এবং রোগ নিবারক টিকা দিতে হইবে। এই বিষয়ে অধিক জানিতে হইলে এই সকল পীড়া যে যে অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে তাহা দেখা কর্ত্তব্য।

গোবসন্তের স্থানীয় বিভিন্ন নাম।

নাম।	জেলা।	প্রদেশ।
অন্দর-কি-মাতা ...	......	পঞ্জাব।
ব্যাধ ...	ছোটনাগপুর ...	বঙ্গ।
বেদুন ...	আগ্রা ...	সংযুক্ত-প্রদেশ।
ভাউ ...	......	মান্দ্রাজ।
ভবানী ...	বেনারস	সংযুক্ত-প্রদেশ।
ভূল ...	......	বোম্বাই।
ভুলকান্দ্য ...	নাসিক	ঐ
বসন্ত ...	......	নিম্ন-বঙ্গ।
বুদ্ধা অজ্জর ...	......	মান্দ্রাজ।
বুদ্ধা-ভ্রাও ...	......	ঐ
বুড়া-অজ্জর ...	......	ঐ
বড়া-দুক ...	মিরাট	সংযুক্ত-প্রদেশ।
বুড়া-রোগ ...	ঐ ...	ঐ
বুড়া-পেরা ...	চট্টগ্রাম ...	বঙ্গ।
বড়রি ...	লাহোর ...	পঞ্জাব।
চেচাক্ ...	পাটনা ...	বঙ্গ।
চেন্দিয়া ...	কানাড়া ...	বোম্বাই।

গোবসন্তের স্থানীয় বিভিন্ন নাম

নাম।	জেলা।	প্রদেশ।
চেন্দুর্গ ...	কানাড়া ...	বোম্বাই।
চেরা ...	মিরাট ...	সংযুক্ত-প্রদেশ।
ছে ...	রায়পুর ...	মধ্য-প্রদেশ।
চিরহুয়া ...	সুলতানপুর ...	সংযুক্ত-প্রদেশ।
চিৎকা ...	রোহিলখণ্ড ...	ঐ
চিত্রা ...	সুলতানপুর ...	ঐ
চূনীয়া ...	......	তিব্বত।
দাবা ...	......	পঞ্জাব।
দকুনা ...	পাটনা ...	নিম্ন-বঙ্গ।
দেবী ...	এলাহাবাদ ...	সংযুক্ত-প্রদেশ।
দেবী-কি-কুরিয়া ...	উনাও ...	ঐ
দৈভী ...	কোলাবা ...	বোম্বাই।
ধেস ...	রাজসাহী ...	নিম্ন-বঙ্গ।

গোবসন্তের স্থানীয় বিভিন্ন নাম।

নাম	জেলা।	প্রদেশ।
দোদ্দারোগ ...	......	মান্দ্রাজ।
দক্ষিণা ...	......	নিম্ন-বঙ্গ
ক্লোকো	......	ভুটান।
ফোসরা ...	....	নিম্ন-বঙ্গ।
গর্কৌনা ...	লক্ষ্ণৌ ...	সংযুক্ত-প্রদেশ।
গোবসন্ত ...	ছোটনাগপুর ...	নিম্ন-বঙ্গ।
গুগলানী ...	......	ঐ
গুটী ...	......	ঐ
গোথান শীতলা ...	কানপুর ...	সংযুক্ত-প্রদেশ।
হাবলি ...	নাসিক ...	বোম্বাই।
হেড়িবেড়ি ...	ধারবার ...	ঐ
হিরেইব্যানি ...	ঐ ...	ঐ
হাজা ...	ছোটনাগপুর ...	বঙ্গ।
হাওলিয়া ...	নাসিক ...	বোম্বাই।
ইসাল ...	প্রতাপগড় ...	অযোধ্যা।
জহানি ...	আসাম ...	বঙ্গ।
জোরান ...	চট্টগ্রাম ...	ঐ

গোবসন্তের স্থানীয় বিভিন্ন নাম।

নাম।	জেলা।	প্রদেশ।
জগদম্বা ...	সাওতাল-পরগণা ...	বঙ্গ।
কুদিনাও ..	......	মান্দ্রাজ।
লাহোসা ...	সম্বলপুর ...	মধ্য-প্রদেশ।
মহামাই ...	মীরাট ...	সংযুক্ত-প্রদেশ।
মাথ-ক-নিকসর ...	পাটনা ...	বঙ্গ।
মা ...	হিসার ...	পঞ্জাব।
মহামাঈ ...	সম্বলপুর ...	মধ্য-প্রদেশ।
মৈন্দ্ব ...	মীরাট ...	সংযুক্ত-প্রদেশ।
মাই ...	ঐ ...	বোম্বাই।
মানিব্যানি ...	বেলগাঁও ...	ঐ
মান ...	কুমায়ুন ...	সংযুক্ত-প্রদেশ।
মন্নুয়ান ...	অমৃতসর ...	পঞ্জাব।
মরাই ...	......	মধ্য-প্রদেশ।
মাতা ...	......	নিম্ন-বঙ্গ।
মোঘ ...	......	পঞ্জাব।
মোথ ...	লুধিয়ানা ...	ঐ
মহারোগ ...	কানাড়া ...	বোম্বাই।

গোবসন্তের স্থানীয় বিভিন্ন নাম।

নাম।	জেলা।	প্রদেশ।
মুখ পসুঙ্গ ...	......	বোম্বাই।
মাতা রোগ ...	......	ঐ
মৈয়াঙ্ক ...	আসাম ...	বঙ্গ।
মুর এবং মুরাই ...	ঐ ...	ঐ
মুষল্যা ...	কোলাবা ...	বোম্বাই।
মৌর ...	আসাম ...	বঙ্গ।
মৌয়া ...	ঐ ...	ঐ
মৌয়ার ...	ঐ ...	ঐ
মৌয়াঃ ...	হিসার ...	পঞ্জাব।
মুঃ-পোসেগা ...	......	বঙ্গ।
মুড়ী ...	গুজরণবলা ...	পঞ্জাব।
নারী ...	......	নিম্ন-বঙ্গ।
নের্বিনব্যানি ...	বেলগাঁও ...	বোম্বাই।
নেওয়াবী ...	অম্বালা ...	পঞ্জাব।
নরুদপোয়া ...	রত্নঘেরাই ...	বোম্বাই।
পাঞ্জাসোতা ...	ছোটনাগপুর ...	বঙ্গ।
পৈত চুলনা ...	......	সংযুক্ত-প্রদেশ।
পতকুনা ...	......	মধ্য-প্রদেশ।

গোবসন্তের স্থানীয় বিভিন্ন নাম।

নাম।	জেলা।	প্রদেশ।
পেডামুসারোগাম্ ...	......	মান্দ্রাজ।
পির ...	লাহোর ...	পঞ্জাব।
পোরিয়ানভু ...	......	মান্দ্রাজ।
পেরানগা ...	আসাম ...	বঙ্গ।
পিয়া ...	রুটনগেরি ...	বোম্বাই।
ফোর্য়্যা ...	......	ঐ
পোকনা ...	ফিজাবাদ ...	সংযুক্ত-প্রদেশ।
পকনাল-কি বেমারি ...	পাহারপুর ...	ঐ
পকটা ...	সুলতানপুর ...	ঐ
পম্নগা ...	পাটনা ...	বঙ্গ।
পাটকী ...	সাতারা ...	বোম্বাই।
পশ্চিমা ...	......	নিম্ন-বঙ্গ।
পিটচিনাউ ...	......	মান্দ্রাজ।
রেজ্ ...	খিরি ...	সংযুক্ত-প্রদেশ।
রুমডো ...	সুরাট ...	বোম্বাই।
সরাকু ...	......	মান্দ্রাজ।
সিলি ...	সুরাট ...	বোম্বাই।

গোবসন্তের স্থানীয় বিভিন্ন নাম।

নাম।	জেলা।	প্রদেশ।
সিওর ...	সিকারপুর ...	সিন্ধ।
সির ...	মিরাট ...	সংযুক্ত-প্রদেশ।
সিলা ...	কুচবিহার, পাটনা ...	বঙ্গ।
সিরপান ...	নাসিক ...	বোম্বাই।
সিমলা ...	......	নিম্ন-বঙ্গ।
সিরাক ...	হিসার ...	পঞ্জাব।
শীতলা ...	ফিরোজপুর ...	বঙ্গ।
সিক্রু ...	সিকারপুর ...	সিন্ধু।
সিয়াল ...	মুলটান ...	পঞ্জাব।
টাকুরুনি ...	উড়িষ্যা ...	বঙ্গ।
তুকাম ...	......	মান্দ্রাজ।
উঞ্চলিয়া ...	সুরাট ...	বোম্বাই।
উম্ময় ...	......	মান্দ্রাজ।
ভাবা ...	মুলতান ...	পঞ্জাব।
ভ- ...	লাহোর ...	ঐ
ভেয়ার ...	ঐ ...	ঐ
ভাম্মুরি ...	......	মান্দ্রাজ।

গোবসন্তের স্থানীয় বিভিন্ন নাম।

নাম।	জেলা।	প্রদেশ।
ভিডান ...	মিরাট ...	সংযুক্ত-প্রদেশ।
ভেঁকাই ...	......	মান্দ্রাজ।
ওয়া ...	......	সংযুক্ত-প্রদেশ।
ওয়ারিকারেগ ...	সোলাপুর ...	বোম্বাই।
ইয়োর ...	......	সিকিম এবং নেপাল।
ঝামুট ...	রাওয়ালপিণ্ডি ...	পঞ্জাব।

স্থানভেদে এঁসো রোগের বিভিন্ন নাম।

নাম।	জেলা।	প্রদেশ।
এঁসো ...	ঢাকা ...	নিম্ন-বঙ্গ।
বাদলা ...	ঐ ...	ঐ
বাঘের ...	কুচবিহার ...	বঙ্গ।
বৈকরা ...	......	মধ্য-প্রদেশ।
বাতান ...	......	নিম্ন-বঙ্গ।
বাইজ্বর ...	উটাকামণ্ড ...	মান্দ্রাজ।
ভোরা ...	......	মধ্য-প্রদেশ।

স্থানভেদে এ সো রোগের বিভিন্ন নাম

নাম।	জেলা।	প্রদেশ।
বিক্রা ...	কুমায়ুন ...	সংযুক্ত-প্রদেশ।
বাদলখুর ...	......	নিম্ন-বঙ্গ।
বুক্কা ...	হিসার ...	পঞ্জাব।
চামালসিয়া ...	কিষণগঞ্জ ...	নিম্ন-বঙ্গ।
চাপচাপিয়া ...	ভাগলপুর ...	বঙ্গদেশ।
চাউমুসিয়া ...	ঐ ...	ঐ
চোবা ...	......	ঐ
চুপচুপিয়া ...	কুচবিহার ...	ঐ
চুপকা ...	রোহিলখণ্ড ...	সংযুক্ত-প্রদেশ।
চুপক্কাঃ ...	আসাম ...	বঙ্গদেশ।
ডুক্কা ...	কুমায়ুন ...	ঐ
ঘুরথুর ...	অযোধ্যা ...	সংযুক্ত-প্রদেশ।
গোরফুটা ...	নরসিংহপুর ...	মধ্য-প্রদেশ।
কালজর ...	উটাকামণ্ড ...	মান্দ্রাজ।
কাং ...	গোরক্ষপুর ...	সংযুক্ত-প্রদেশ।
খাং ...	......	ঐ
খুর ...	......	নিম্ন-বঙ্গ।

স্থানভেদে এঁসো রোগের বিভিন্ন নাম।

নাম।	জেলা।	প্রদেশ।
খুরা ...	......	নিম্ন-বঙ্গ।
খুরলা ...	... ...	ঐ
খুরা নিয়া ...	......	ঐ
খুরাটাই ...	কুচবিহার ...	বঙ্গদেশ।
খুরেন্ট ...	ঐ ...	ঐ
খুরিকুট্টা ...	আসাম ...	ঐ
খুরপাক্কা ...	ঐ ...	ঐ
খুরপাকা ...	এটোয়া ...	সংযুক্ত-প্রদেশ।
খুরাগ মুরাগ ...	......	পঞ্জাব।
খুরটা ...	... ..	সংযুক্ত-প্রদেশ।
খুরবা ...	আমেদনগর ...	বোম্বাই।
কুরখুট ...	কোলাবা ...	ঐ
খুরা পিরা ...	......	নিম্ন-বঙ্গ।
খুরি ...	দিনাজপুর ...	ঐ
খুচা ...	......	সিকিম।
খুরকাটা ...	হামিরপুর ...	সংযুক্ত-প্রদেশ।
খুরচুন ...	সুরাট ...	বোম্বাই।

স্থানভেদে এ সো রোগের বিভিন্ন নাম।

নাম।	জেলা।	প্রদেশ।
খুরমুণ্ড ম্যোবাসো ...	সুরাট ...	বোম্বাই।
খুরওয়াসা ...	পঞ্চমহাল ...	ঐ
খুচেটা ...	কুমায়ুন ...	নিম্ন-বঙ্গ।
কাঞ্জালা ...	ভাগলপুর ...	সং বঙ্গ।
কুমকুর ...	......	সংযুক্ত-প্রদেশ।
কাজোয়া ...	......	ঐ
কুটচা ...	......	নিম্ন-বঙ্গ।
লাগারোগা ...	সুরাট	বোম্বাই।
লাগ ...	কোলাবা	ঐ
লাল ...	সোলাপুর ...	ঐ
লারো ...	......	পঞ্জাব।
মহারা ...	......	বোম্বাই।
মুখুর ...	......	পঞ্জাব।
মুংখী ..	আম্বালা ...	ঐ

স্থানভেদে অর্শো রোগের বিভিন্ন নাম।

নাম।	জেলা।	প্রদেশ।
মুপাং ...	... ...	মান্দ্রাজ।
মোয়সা ...	আমেদাবাদ ...	বোম্বাই।
পাক্কা ...	আগরা ...	সংযুক্ত-প্রদেশ।
পয়রা ...	অমৃতসর ...	পঞ্জাব।
পাঠুয়া ...	উড়িষ্যা ...	বঙ্গ-প্রদেশ।
রোর ...	মিরাট ...	পঞ্জাব।
সিড্ ...	ঐ ...	ঐ
সুবাকার ...	আসাম ...	বঙ্গ।
সুবাকার বিনিওর ...	ঐ ...	ঐ
সামারু ...	সিওয়ান, সিন্ধু ...	বোম্বাই।
টাবাকা ...	... ...	উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ।
খেগা ...	... ...	মধ্য প্রদেশ।
উকরাও ...	মিরাট ...	সংযুক্ত-প্রদেশ।

ভারতবর্ষের স্থানভেদে গলাফুলা রোগের ভিন্ন ভিন্ন নাম।

নাম।	জেলা।	প্রদেশ।
অত্রো ...	পঞ্চমহাল ...	বোম্বাই।
এরা উচালু ...	......	মান্দ্রাজ।
গলাফুলা ...	ত্রিপুরা ..	বঙ্গ।
গলঘটু ...	.....	সংযুক্ত-প্রদেশ ও পঞ্জাব।
গথোরবান ...	উনাও .	সংযুক্ত-প্রদেশ।
ঘারারবা ...	আগরা ..	ঐ
গোত্তবা	....	পঞ্জাব।
ঝাকারা	....	উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ।
রুওমত্তিরাম ...	.....	মান্দ্রাজ।

স্থানভেদে ভড্‌কা রোগের বিভিন্ন নাম।

নাম।	জেলা।	প্রদেশ।
অন্দেপান ...	......	মান্দ্রাজ।
অভ্রি ...	পঞ্চমহাল ...	বোম্বাই।
দাগরা		বঙ্গ।

স্থানভেদে ভড়্কা রোগের বিভিন্ন নাম।

নাম।		জেলা।		প্রদেশ।
দরকা	...		......	বঙ্গ।
গলাভাঙ্গা	...		......	ঐ
গলাকণ্টকি		বাঁকুড়া	...	ঐ
গারি	...		......	পঞ্জাব।
গিরগিটিসা	...		......	বঙ্গ।
গুলদিয়া	...	হিসার	...	পঞ্জাব।
হুবাব	...	ঐ	...	ঐ
জগতিসার	...		...	বঙ্গ।
খুরদোয়া	...		......	সংযুক্ত-প্রদেশ।
ওড়্র	...	সুরাট্	...	বোম্বাই।
পশ্চিমা	...		......	বঙ্গ।
পিচৌনভূ	...		......	মান্দ্রাজ।
সমলা	...		......	মধ্য-প্রদেশ।
সুট	...		...	......
থম্মা	...		......	মান্দ্রাজ।
ওয়াবায়ি বেথার	...		......	বেলুচিস্থান, পঞ্জাব।
গিলটি	...		......	বঙ্গ।
ঘনটি	...		......	ঐ

স্থানভেদে বাদলা রোগের বিভিন্ন নাম।

নাম।	জেলা।	প্রদেশ।
অম্ব্রো ...	পঞ্চমহাল ...	বোম্বাই।
বাদলা ...	......	বঙ্গ।
বাদলাম ...	......	ঐ
বাঘি ...	.....	সংযুক্ত-প্রদেশ।
চুপারিনভো ...	ইয়ারকন্দ ...	মান্দ্রাজ।
গারভুয়া ...	উনাও ...	ঐ
গারঢুয়া ...	ঐ ...	ঐ
গুরখা	রায়বেরিলী ...	ঐ
গ্লোলি ...	......	পঞ্জাব, বেলুচিস্থান।
গুটিয়া ...	লক্ষ্ণৌ ...	সংযুক্ত-প্রদেশ।
যাহারবাট ...	......	বঙ্গ।
যাং ...	......	ঐ
যুরি ...	......	ঐ
মোরুলাভিয়েডি ...	......	মান্দ্রাজ।
ওড্রো ...	সুরাট ...	বোম্বাই।
বাদাইনই ...	......	মান্দ্রাজ।
পালিয়া ...	আগরা ...	সংযুক্ত-প্রদেশ।

স্থানভেদে বাদলা রোগের বিভিন্ন নাম

নাম।	জেলা।	প্রদেশ।
পাভিপেরি ...	......	বঙ্গ।
পাকপোকাই ...	......	ঐ
সামলা ...	......	মধ্য-প্রদেশ

দ্বিতীয় অধ্যায়।

গোবসন্ত বা গুটি

নাম—বসন্ত (বাঙ্গালা) গুটি চিচক (উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ) মাতুয়ান, শিতলা (পঞ্জাব) মাতা, পিচিনাত (বোম্বাই) পেয়া (মান্দ্রাজ) ইত্যাদি।

ভারতবর্ষে এই রোগ যে নামে অভিহিত হইয়া থাকে তাহা ঠিক নহে। প্রথম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

প্রকৃতি—গোবসন্ত টাইফয়েড জাতীয় এক প্রকার সংক্রামক রোগ। যত প্রকার সংক্রামক রোগের বিষয় জানা আছে তন্মধ্যে ইহাই প্রধান। রক্ত এবং শরীরের অন্যান্য পদার্থে স্থায়ী এক প্রকার বিশেষ বিষ হইতে ইহার উৎপত্তি হয়। এই রোগে চতুর্থ পাকস্থলীতে এবং অন্ত্রে, বিশেষ ভাবে ক্ষত দেখিতে পাওয়া যায়।

এই রোগের সংক্রামক বীজ শরীরে প্রবেশ করিবার পর এবং লক্ষণ সকল বাহিরে প্রকাশ হইবার পূর্ব্বে যে সময় অতিবাহিত হয় তাহা তিন হইতে সাত দিন পর্য্যন্ত।

লক্ষণ—এই রোগের প্রথম লক্ষণ শরীরের উত্তাপ বৃদ্ধি; এই উত্তাপ তাপমান যন্ত্রদ্বারা পরীক্ষা করা যাইতে পারে। সাধারণ লোকে যে সকল লক্ষণ দেখিতে পাইবে তাহা রোগের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা অনুসারে তিনটী ভাগে বিভাগ করা যাইতে পারে, যথা—১ম অবস্থা—প্রথম অবস্থায় শরীরের জড়তা জন্মে ও কম্প হয়; গাত্রের লোম সকল খাড়া হইয়া উঠে; মুখ গরম হয়; মুখের ভিতরকার অংশ রক্তাধিক্য বশতঃ লাল বর্ণ হয়; অল্পক্ষণ স্থায়ী শুষ্ক কাশী হইয়া থাকে; কর্ণদ্বয় ঝুলিয়া পড়ে; কোষ্ঠ প্রায় বদ্ধ থাকে এবং মলে আম বা শ্লেষ্মা লাগিয়া থাকে; ক্ষুধা কিয়ৎ পরিমাণে কম হয়; পিপাসা প্রায়ই অধিক হয়; সমস্ত শরীরে বিশেষতঃ পৃষ্ঠের স্কন্ধের ও পশ্চাৎ ভাগের মাংস পেশী সকল মধ্যে মধ্যে কাঁপিয়া বা চমকিয়া উঠে; পিঠের শিরদাঁড়া বাঁকিয়া যায় এবং চারিপদ একত্র থাকে; রোমন্থন কার্য্য (জাবর কাটা) ধীরে ধীরে এবং থাকিয়া থাকিয়া সম্পন্ন হয়; দাঁত কিড় মিড় করে; হাই উঠে; পিঠের শিরদাঁড়া টিপিলে বেদনা অনুভব করে এবং নাড়ীর গতি দ্রুত হইয়া থাকে।

২য় অবস্থা—এই অবস্থায় মুখ, কাণ, শিং, পা এবং শরীরের অন্যান্য স্থানের উত্তাপ কম বেশী হয় অর্থাৎ কখনও বা শীতল হয় কখনও বা গরম হয়, শ্বাস প্রশ্বাস অত্যন্ত ঘন ঘন হইয়া থাকে, অগ্নিমান্দ্য হয়, জাবর কাটা একেবারে বন্ধ হয়, চক্ষু হইতে অল্প অল্প ক্লেদ বাহির হইতে থাকে, পিঠের শিরদাঁড়া টিপিলে বেদনা পুর্ব্বাপেক্ষা অধিক বোধ করে; পশ্চাৎ দিকে মাথা ফিরাইয়া শুইয়া থাকে, জ্বর বৃদ্ধি হয়, পিপাসা অধিক—গিলিতে কষ্ট হয়; মাংসপেশী সকলের কম্প বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়, নাড়ী অত্যন্ত দ্রুতগামী হয়, কিন্তু সমান ভাবে চলে না; নড়িতে কষ্ট বোধ হয়, দাঁতের মাড়ি এবং মুখের অভ্যন্তর ভাগও অত্যন্ত লাল হয়; জিহ্বা অপরিষ্কৃত এবং তুলা দ্বারা আবৃতবৎ দেখায়, কোষ্ঠ অত্যন্ত বদ্ধ থাকে, মল আম ও রক্তযুক্ত হয়; মলদ্বার ও যোনির অভ্যন্তরস্থ চর্ম্ম অত্যন্ত রক্তবর্ণ ও শুষ্ক থাকে; মলত্যাগের সময় বেগ দেয় বা কোঁৎ পাড়ে এবং কখনও কখনও মলদ্বার ও যোনি বাহির হইয়া পড়ে।

৩য় অবস্থা—এই অবস্থা উপস্থিত হইলে চোক নাক ও মুখ দিয়া অধিক পরিমাণে অত্যন্ত চট্‌চটে ক্লেদ নির্গত হয়, মুখে অত্যন্ত দুর্গন্ধ হয়; দাঁতের মাড়িতে ও মুখের কোণে এবং মুখের অভ্যন্তরে, উর্দ্ধ ভাগে, নিম্নভাগে, ও জিহ্বায় এবং কখনও কখনও নাকের ভিতর ও চক্ষুর পাতার নীচে ক্ষত হইয়া থাকে, ঐ ক্ষত অল্প বা অধিক পরিমাণে হল্‌দে রঙের আবরণে আবৃত থাকে। সম্মুখের ছেদনকারী দাঁতগুলি আলগা হইয়া যায়; এই সময় হইতে মলত্যাগ আরম্ভ হইয়া থাকে। মল প্রথমতঃ রক্ত ও আমযুক্ত ছোট ছোট কঠিন গুট্‌লে; পরে জলবৎ মল এবং তৎপরে আমরক্ত ও পচা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশযুক্ত কেবল মাত্র তরল মল নির্গত হয় এবং তাহাতে অত্যন্ত দুর্গন্ধ থাকে। কখন কখন চর্ম্মের নিম্নে বায়ু সঞ্চিত হইয়া ফুলিয়া উঠে। রোগী অত্যন্ত নিস্তেজ হয়, সর্ব্বদাই পিপাসা বোধ করে, কিন্তু গিলিবার কষ্ট পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক বাড়িয়া থাকে, এবং পরে কাশী হয়, ও চর্ম্ম, শিং, মুখ, কাণ, পা ক্রমশঃ শীতল হইয়া যায়। গাভী গর্ভবতী থাকিলে সচরাচর গর্ভস্রাব হইয়া থাকে। এই অবস্থায় রোগী শুইয়া থাকে তাহার উঠিবার সামর্থ্য থাকে না এবং গোঁয়াইতে থাকে; অতি কষ্টে শ্বাস প্রশ্বাস ফেলে, এবং ঘোঁৎ ঘোঁৎ করিয়া শব্দ করে। অজ্ঞাতসারে তরল রক্ত দাস্ত হইতে থাকে, নাড়ী পাওয়া যায় না এবং সচরাচর দুই হইতে ছয় দিনের মধ্যে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। কখনও কখনও গলার নিম্নভাগে, পালানে, কুঁচ্‌কীতে, ঘাড়ে এবং পাঁজরায় চর্ম্মের উপর বসন্তের গুটি দৃষ্ট হয়; কিন্তু এই গুটি হওয়া লক্ষণটী যে সর্ব্বদাই দেখিতে পাওয়া যায় এমন নহে।

গ্রীষ্মকালে যে সকল পশুর বসন্ত হয়, তাহাদের শরীরেই সচরাচর এই গুটি লক্ষিত হইয়া থাকে। বসন্তের এই সকল গুটি বাহির হওয়া সুলক্ষণ বলিয়া বিবেচনা করা হয়; কারণ প্রচুর পরিমাণে গুটি বাহির হইলে প্রায়ই রক্তামাশয়ের লক্ষণ সকল দেখা যায় না, এবং রোগও প্রায়ই উপশমিত হইয়া থাকে। যখন চর্ম্মে কোন গুটি বাহির হয় না এবং

ভয়ানক রক্তামাশয়ের লক্ষণ সকল দেখিতে পাওয়া যায়, তখন প্রায়ই মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। কোন কোন দেশে এই রোগকে যে এক প্রকার বসন্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে, তাহা বড় অসঙ্গত নহে। যখন চর্ম্মের উপর গুটি স্পষ্ট লক্ষিত হয় তখন তাহারা ইহাকে "মাতা" বলিয়া থাকে, এবং যখন পাকস্থলী ও অন্ত্র সকল আক্রান্ত হইয়া রক্ত ও আম নির্গত হয় তখন ইহাকে "অন্দর-কা-মাতা" বা ভিতরের পীড়া বলিয়া থাকে। কোন কোন স্থলে বিশেষতঃ যখন রোগ অত্যন্ত শীঘ্র শীঘ্র বৃদ্ধি পাইতে থাকে, বিকারের লক্ষণ সকল দেখা যায় ও ঐ পশু অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া এদিক ওদিক ছুটাছুটী করিতে থাকে, অবশেষে অসাড় ভাবে পড়িয়া থাকে, পরে মরিয়া যায়।

এই রোগের বিশেষ লক্ষণগুলি এই—চক্ষু, নাসিকা এবং মুখ হইতে এক প্রকার পিচ্ছিল ক্লেদ নির্গত হয়, দাঁতের মাড়ির ও মুখের ভিতরের অন্যান্য অংশের ছাল উঠিয়া যায় ও ঘা হয় এবং রক্তামাশয়ের ন্যায় মল নির্গত হয়। ইহা ব্যতীত কখন কখনও চর্ম্মে বসন্তের গুটি বাহির হইতে দেখা গিয়া থাকে। তথাপি স্মরণ রাখিতে হইবে যে এই সকল লক্ষণ যে সকল সময়েই দেখা যায় এমন নহে, তবে এই সকল লক্ষণের মধ্যে কতকগুলি সর্ব্বদা দৃষ্ট হয়।

রোগের স্থিতিকাল—এই রোগের স্থিতি কাল ২৪ ঘণ্টা হইতে ১২ বা ১৬ দিন পর্য্যন্ত হইতে পারে, কিন্তু সচরাচর ৩ দিন হইতে ৯ দিন পর্য্যন্ত হইয়া থাকে।

চিকিৎসা —প্রথমেই বলা যাইতে পারে যে এই রোগের চিকিৎসায় ঔষধাদি অতি অল্পমাত্রই ফলদায়ক হয়। ভারতবর্ষে যে কখনও কখনও চিকিৎসা কার্য্যকারী হইতে দেখা যায়, ইহার কারণ এই যে এই রোগ আমাদের দেশজাত এবং এখানে ইহা প্রায়ই সামান্য আকারে দেখা দেয়। গ্রেটব্রিটেন ও ইউরোপের অধিকাংশ দেশে এই রোগের চিকিৎসা প্রায়ই ফলপ্রদ হয় না। তাহার কারণ এ রোগ সে সকল দেশজাত নহে

এবং ইহা তথায় সর্ব্বদা অত্যন্ত সাংঘাতিক আকারে আবির্ভূত হইয়া থাকে। সে সকল দেশে এই রোগ দেখা যাইলে ইহা দমন করিতে এবং ইহার বিস্তার নিবারণ করিতে তৎক্ষণাৎ অত্যন্ত কঠোর প্রণালী অবলম্বন করা হয়। ভারতবর্ষে এই রোগ সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকায় বিশেষ কঠোর প্রণালী অবলম্বন করার সুবিধা হয় না। কিন্তু ইহার বিস্তার নিবারণ করিতে হইলে সংক্রামক-রোগ-নিবারণ বিষয়ক অধ্যায়োক্ত নিয়মাবলী বিশেষ রূপে পালন করিতে হইবে। যে সকল পীড়া নিবারক টিকা দিবার উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে গোবসন্ত টিকা তাহাদের মধ্যে অন্যতম। এই টিকা দেওয়া অতিশয় ফলপ্রদ এবং ইহার জন্য রাজদ্বারে সর্ব্বদা আবেদন করা উচিত, যে হেতু পশুগণকে একবার এই টিকা দিলে, তাহাদিগকে বসন্ত রোগের পুনরাক্রমণ হইতে রক্ষা করা যায়; এবং ঐ রোগাক্রান্ত পশুগণের সহিত অন্য পশু একত্র মিশিলে তাহাদের আর কোন ক্ষতি হয় না।

গোবসন্তের টিকা দিবার প্রথা নানা প্রকার। কিন্তু ভারতবর্ষে সচরাচর যে প্রথা অবলম্বন করা হয়, তাহাতে পশুদিগের কোন অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না, এবং টিকা দিবার স্থানে সামান্য একটু ফোলা ব্যতীত জ্বর কিম্বা অন্য কোন লক্ষণ প্রকাশ পায় না। এই সময়ে পশু-দিগকে কার্য্য হইতে বিরত রাখিবার আবশ্যক নাই এবং গর্ভবতী গাভীকেও টিকা দিলে তাহার গর্ভস্রাবের কোন সম্ভাবনা নাই। টিকা দেওয়া হইলেও রোগের আক্রমণ হইতে মুক্ত থাকার সম্ভাবনা অধিক কাল স্থায়ী হয় না, কিন্তু ইহা আশু ফলপ্রদ। বিষ দোষ নাশক ঔষধদ্বারা এই রোগের বিষাক্ত বীজ বিনষ্ট করিবার আনুষঙ্গিক উপায়গুলি অবলম্বন করিলে ইহার আক্র-মণ হইতে অনেক দিন পশুগুলিকে মুক্ত রাখা যায়। পীড়িত পশু অন্যান্য যে সকল পশুর সংস্পর্শে আসে তাহাদিগকেও টিকা দেওয়া কর্ত্তব্য, নতুবা যে সকল পশুর টিকা দেওয়া হয় নাই তাহারা একে একে আক্রান্ত হইলে এই রোগ সমান ভাবে চলিতে থাকে এবং এই রোগনিবারক টিকাও তত ফলপ্রদ হয় না।

টিকা দেওয়া পশুকে পীড়িত পশুর সহিত যথেচ্ছ মিশিতে দেওয়া যাইতে পারে। ইহাতে লোকের এই এক সুবিধা হয় যে, যে সকল পশুর টিকা দেওয়া হয় নাই সেগুলিকে আর পৃথক্ করিয়া রাখিতে হয় না। যে সকল পশুর টিকা দেওয়া হয় নাই তাহাদেরও কতকগুলির মধ্যে ঐ রোগের লক্ষণ প্রকাশ হওয়া সম্ভব। কিন্তু টিকা দিবার ফলে এই লক্ষণগুলি বিশেষ গুরুতর হইতে পারে না, আর যে পশুতে এই পীড়ার লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইবে, সেটীর চিরকালের জন্য এই রোগ হইতে মুক্ত থাকার খুব সম্ভাবনা। পশুদিগকে এই রোগ হইতে স্থায়ী ভাবে মুক্ত রাখার জন্য আর এক প্রকার টিকা দিবার প্রথা আছে। ইহাতে তাহাদের এই রোগের সামান্য আক্রমণ সহ্য করিতে হয়, এবং অতি অল্প দিন মাত্র রোগে ভুগিতে হয়, কিন্তু অতিশয় সাবধানে ও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ইহার নির্ণয় করিতে হয়, নতুবা সাংঘাতিক ফল ঘটিতে পারে।

এই রোগাক্রান্ত পশুদিগের চিকিৎসা করিতে হইলে ভালরূপ লালন পালন ও উপযুক্ত পথ্য দ্বারা যাহাতে পীড়িত পশুর বল রক্ষা হয় সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। সচরাচর প্রথম অবস্থায় যে কোষ্ঠ বদ্ধ হইয়া থাকে তাহা দূর করিবার জন্য লবণাক্ত মৃদু বিরেচক অল্প মাত্রায় খাওয়াইতে হইবে। "লবণ" বা এপ্সম সল্ট দেড় আউন্স হইতে তিন আউন্স পর্য্যন্ত দিবসে একবার বা দুইবার খাওয়াইবে। যে পর্য্যন্ত না দাস্ত হয় ততক্ষণ ইহা ঐরূপ ভাবে ব্যবহার করিবে। কদাপি প্রবল বিরেচক ঔষধ প্রয়োগ করিবে না; কারণ ইহাতে অনিষ্ট ঘটিতে পারে। কোন কোন স্থলে প্রত্যহ এক হইতে দুই ড্রাম পরিমাণে কুইনাইন ব্যবহার করিলে উপকার হইতে পারে।

রোগের দ্বিতীয় অবস্থায় যখন ২৪ ঘণ্টার অধিক কাল পেটের পীড়া হইয়াছে, দেখা যায়, তখন পরিশিষ্টের ১৩ নং লিখিত ব্যবস্থামত ধারক ঔষধ, প্রতিবার এক ঘণ্টা অন্তর, মলত্যাগ বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত প্রয়োগ করিবে।

যথেষ্ট পরিমাণ কাপড়াদির দ্বারা আবরিত করিয়া পশুর শরীর গরম রাখিতে হইবে।

পথ্য—চাউল উত্তমরূপে সিদ্ধ করিয়া ঘন ভাতের মাড় প্রস্তুত করিবে, পশুকে ঐ মাড় খাইতে দিবে। রোগের প্রথম অবস্থায় যে পর্য্যন্ত কোষ্ঠবদ্ধ থাকে সে পর্য্যন্ত জল খাইতে দিবে, কিন্তু যখন মল নিঃসরণ হইতে থাকে তখন অল্প মাত্রায় মধ্যে মধ্যে জল খাইতে দিতে পারা যায়। এই অবস্থার ভাতের মাড় খাইতে দেওয়াই যুক্তি সঙ্গত এবং যতদূর সম্ভব জল খাইতে না দিয়া ইহার দ্বারাই পীড়িত পশুর তৃষ্ণা দূর করা বিধেয়।

দাস্ত বন্ধ হইলে ঔষধ খাওয়ান বন্ধ করিতে হইবে। পশুটীর যত্ন পূর্ব্বক সেবা শুশ্রূষা করা আবশ্যক এবং উহাকে ভাতের মাড় ও অল্প অল্প সবুজ তাজা ঘাস, লুসার্ণ বা অন্য প্রকার কচি কচি সবুজ গাছগাছড়া ইত্যাদি খাদ্য দ্রব্য খাইতে দিবে। ভাতের মাড়ের সহিত অল্প পরিমাণে লবণ দেওয়া যাইতে পারে, কিম্বা ইচ্ছা করিলেই চাটিতে পারে এরূপ স্থলে ঐ পশুটীর নিকট খানিক লবণ রাখিয়া দিবে। বসন্ত রোগ হইতে আরোগ্য লাভ করিতেছে এরূপ গবাদিকে কোনও প্রকার কঠিন শুষ্ক বা আঁশযুক্ত খাদ্য খাইতে দিবে না, কারণ ঐরূপ খাদ্য সে সময়ে উপযুক্ত রূপ জীর্ণ হয় না, এবং ইহাতে অজীর্ণ বা পাকস্থলী ও অন্ত্রের অন্যান্য গোলযোগ হইতে পারে, অথবা পুনরায় বসন্ত রোগ হইতে পারে।

মেষ ও ছাগলের বসন্ত হইতে পারে কিন্তু সংক্রামক রোগের বীজের সংস্পর্শে আসিলে গরু বাছুরের এই রোগ শীঘ্র আক্রান্ত হইবার যত অধিক সম্ভাবনা, মেষ ও ছাগলের তত অধিক সম্ভাবনা নাই। তথাপি স্মরণ রাখিতে হইবে যে মেষ ও ছাগলেরা যদিও এই রোগে আক্রান্ত না হইতে পারে, তথাপি তাহারা এক গরুর দল হইতে অন্য গরুর দলে এই সংক্রামক রোগের বীজ লইয়া যাইতে পারে।

গরু ও বাছুরের ন্যায় মেষ ও ছাগলাদিকে টিকা দিয়া বসন্ত হইতে রক্ষা করা যায়। উপরোক্ত চিকিৎসা প্রণালী তাহাদিগের জন্যও

প্রযুক্ত হইয়া থাকে। গরুর জন্য যে পরিমাণ ঔষধ ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহার একষষ্ঠাংশ পরিমাণ উহাদিগকে খাওয়াইবে।

মৃত দেহের লক্ষণ।— এই লক্ষণ সকল রোগের স্থিতিকাল অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রকাশিত হয়, এবং রোগের প্রাবল্য বা অন্য অবস্থার উপর নির্ভর করে। যে স্থলে রোগ প্রবল ভাব ধারণ করে এবং অতি সত্বর মারাত্মক হইয়া উঠে সে স্থলে মুখের, কণ্ঠের ও গলার নলীর এবং শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী নামক আভ্যন্তরিক পটহ বা চর্ম্ম, রক্তাধিক্য বশতঃ লাল বর্ণ ও স্ফীত হইতে দেখা যায়। গরুর চতুর্থ পাকস্থলীর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে অতিশয় রক্তাধিক্য হয় এবং ইহা ঘোর লাল বর্ণ ও স্থানে স্থানে কাল বর্ণ দেখায়।

অন্ত্র মধ্যে সর্ব্বত্র রক্তাধিক্য সূচক কৃষ্ণবর্ণ দাগ দৃষ্টিগোচর হয় এবং শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উপরিভাগ আটাবিশিষ্ট রক্ত বর্ণ রসে আবৃত থাকে। যে স্থলে রোগের গতি তেমন দ্রুত হয় না এবং মুখে ক্ষত দৃষ্ট হয় তথায় মৃতাবস্থার লক্ষণগুলি স্পষ্ট প্রকাশ পায়। বস্তুতঃ পাকস্থলীর সকল অংশই রোগের চিহ্ন ধারণ করে।

দাঁতের মাড়ি এবং মুখের ও গলার নলীর ভিতরকার সকল অংশই ক্ষত বিক্ষত ও নালীঘা পূর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। গলার নলী ও শ্বাস নলীর ঊর্দ্ধ অংশ প্রায়ই রক্তাধিক্য হেতু লাল বর্ণ দেখায় ও কখন কখন নালী ঘা সংযুক্ত থাকে।

ফুসফুসে রক্তাধিক্য দেখা যায় ও উহারা বায়ু কর্তৃক প্রসারিত হয়।

হৃদযন্ত্রের অভ্যন্তরে কখন কখন রক্তাধিক্য থাকে ও প্রায়ই রক্ত নির্গমচিহ্ন সকল দৃষ্ট হয়। বসন্ত রোগের প্রধান প্রধান ও বিশেষ লক্ষণগুলি গরুর চতুর্থ পাকস্থলীতে ও অন্ত্রে দেখা যায়।

পাইলোরাস্ নামক ছিদ্রে ও তাহার সন্নিকটস্থ ভাঁজ গুলিতে সচরাচর নালী ঘা দৃষ্ট হয়। কখন কখন ঐ স্থানের প্রদাহ হেতু রস নির্গত হইয়া এক প্রকার কৃত্রিম জালবৎ ত্বক্ বা চর্ম্ম জমিয়া থাকে, ইহা ছাড়াইয়া ফেলা যায়। ক্ষুদ্র অন্ত্রের প্রথমাংশ প্রায় চতুর্থ পাকস্থলীর ন্যায়

অবস্থাপন্ন হয়। অন্ত্রের অবশিষ্টাংশে রক্ত সংস্থান চিহ্ন লক্ষিত হয় এবং পেয়ারস্ প্যাচ নামক কতকগুলি গ্ল্যাণ্ড (গ্রন্থি বা কণ্ঠ) আছে উহারাও স্ফীত ও উত্থিত হইয়া থাকে এবং প্রায়ই পূর্ব্বোক্ত রূপ নিঃসৃত পদার্থে আবৃত থাকে। বৃহৎ অন্ত্রেও অল্প বিস্তর রক্ত সংস্থান ও রক্ত নির্গম চিহ্ন সকল দৃষ্ট হয়। রেকৃটাম নামক বৃহৎ অন্ত্রের যে অংশ আছে তাহাতেও রক্ত সংস্থান হওয়ায় উহা উজ্জ্বলতর রক্তবর্ণ দেখায়, এবং সচরাচর ইহাতে রক্ত সংস্থানের রেখা গুলি লম্বালম্বি ভাবে থাকে।

যকৃৎ প্রায় অত্যন্ত ভঙ্গপ্রবণ হয় এবং কখন কখন ইহাতেও রক্তাধিক্য দেখা যায় পিত্তাশয়ের শৈষ্মিক ঝিল্লীতে প্রায় নালী ঘা দেখা যায়, এবং ইহাতে বিন্দু বিন্দু নিঃসৃত পদার্থ জমিয়া থাকে।

তৃতীয় অধ্যায়

এঁসো রোগ বা পা ও মুখ সংক্রান্ত রোগ।

ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এই রোগ ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হয়। সাধারণ নামগুলি নিম্নে লিখিত হইল।—

বাঙ্গালার দক্ষিণ অংশে এঁসো; উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে খুরপাকা; পঞ্জাবে মানখুর; বোম্বাইয়ে খুরুয়া এবং মান্দ্রাজে মুপাঁ। ইহাঁর অন্যান্য নাম প্রথম অধ্যায়ে পাওয়া যাইবে।

প্রকৃতি—ইহা এক প্রকার সংক্রামক জ্বর এবং ইহাতে গরুর মুখে পায়ে এবং পালানে ফুস্কুড়ির গুটি বাহির হয়; কখন বা কেবল মাত্র মুখে একরূপ গুটি হইয়া থাকে; কখন বা পায়ে বাহির হইয়া থাকে। কোন কোন স্থলে প্রথমে পায়ে এবং কোন কোন স্থলে প্রথমে মুখে গুটি বাহির হইয়া থাকে। এই রোগ গরু, ভেড়া, ছাগল, শূকর এবং পক্ষীদিগকেও আক্রমণ করে। এই রোগাক্রান্ত গাভীর দুগ্ধ পান করিয়া কখন কখন মনুষ্যেরাও এই রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে। ইহা ভারতবর্ষের সকল অংশে প্রায়ই অল্প বিস্তর দেখিতে পাওয়া যায়।

পশুগণ জীবিত কালের মধ্যে অনেকবার এই রোগে আক্রান্ত হইতে পারে।

কারণ—ইহা সর্ব্বদা সংক্রামকবীজ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। কোন কোন স্থলে এই সংক্রামক বীজ কোথা হইতে আইসে তাহা ঠিক করা কঠিন। সচরাচর পশুরাই ইহা একস্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া গিয়া থাকে কিন্তু বিভিন্ন পশু বা মনুষ্যেরাও ইহার বিস্তারের কারণ হইতে পারে; যে স্থানে রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে তথা হইতে খড় কুটা ইত্যাদি পশুদিগের খাদ্য দ্বারাও এই রোগের বীজ আনীত হইতে পারে।

পরীক্ষা দ্বারা স্থির হইয়াছে যে এই রোগের সংক্রামকবীজ শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইবার পর এবং বাহিরে রোগ লক্ষণ প্রকাশ হইবার পূর্ব্বে ২০ ঘন্টা হইতে দুই দিন পর্য্যন্ত সময় অতিবাহিত হয়; কিন্তু সচরাচর ৩৬ ঘন্টার মধ্যে রোগ লক্ষণ সকল প্রকাশ হইয়া থাকে।

রোগ লক্ষণ—প্রথমেই কম্পের লক্ষণ দৃষ্ট হয় তৎপরে জ্বর আসে ও মুখ শিঙ এবং পা গরম হইয়া উঠে, আর ঠোঁটে ঠোঁটে লাগিয়া এক প্রকার শব্দ হয়, এবং মুখ দিয়া লালা নিঃসৃত হইতে থাকে। ইহার পর মুখে ও পায়ে এবং গাভী হইলে পালান ও স্তনের বাঁটে ফুস্কুড়ির ন্যায় গুটি দেখা যায়। এই সকল গুটি দেখিতে সীমের বীচির ন্যায়। কখনও নাকের ভিতরের ঝিল্লীতেও ঐরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোস্কা বা ফুস্কুড়ি দেখা যায়। উহারা আঠার হইতে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে ফাটিয়া যায় এবং সেই স্থলে লাল বেদনাযুক্ত দাগ থাকে। এই দাগগুলি হয় শীঘ্র শীঘ্র আরাম হয়, নতুবা ঘায়ে পরিণত হয়। মুখের মধ্যে প্রধানতঃ জিহ্বাতেই ঐরূপ হইয়া থাকে; কিন্তু কোন কোন স্থলে দাঁতের গোড়ায় বা মাড়িতে ও মুখের ভিতরের উপরিভাগে ও গালের ভিতরেও ঐরূপ ফুস্কুড়ি বাহির হয়। পায়ের যে স্থলে চর্ম্ম ও খুর সংলগ্ন আছে তথায় ও খুরের মধ্যভাগে ঐরূপ ফুস্কুড়ি হইয়া থাকে। মুখের ভিতর অত্যন্ত বেদনা হয় এবং জ্বর থাকায় পশুটী কিছুই খায় না। পশুটীর যে পায়ে রোগ হয় সে পায়ে খোঁড়াইতে থাকে।

যদি বলদের ঐ পীড়া হয় এবং তাহার উপর তাহাকে কার্য্যে নিযুক্ত রাখা হয় তাহা হইলে উপরোক্ত লক্ষণগুলি গুরুতররূপে প্রকাশিত হয়, পা ফুলিয়া উঠে, খুরগুলি প্রায় খসিয়া পড়ে, এবং কখনও কখনও পায়ে ফোড়া হইয়া থাকে।

যখন পালানে ও বাঁটে ফুস্কুড়ি হয় তখন ঐ সকল স্থান ফুলিয়া উঠে ও উভয় স্থানেই বেদনা হয়।

এই রোগাক্রান্ত গাভীর দুগ্ধ বাছুরে খাইলে তাহারও এই রোগ হয়।

দোহনকালে গয়লার হস্ত কর্ত্তৃক বাঁটের ফুস্কুড়িযুক্ত স্থান চাপ পাওয়াতে দুগ্ধবতী গাভীর পালানে অত্যন্ত বেদনা হয়; দুগ্ধ দোহন না করিলে ঐ পালান ফুলিয়া উঠে ও উহার প্রদাহ জন্মে।

যে হাত দিয়া রোগাক্রান্ত গাভীর পালান দোহন করা হয়, তাহা দুগ্ধ দোহন করিবার পর উত্তমরূপে ধোওয়া না হইলে পরবর্ত্তী সুস্থ গাভী দোহন কালে ঐ সংক্রামক রোগের বীজ তাহাতেও লাগিয়া যাইতে পারে; তাহাতে সেই পশুও এই রোগাক্রান্ত হইয়া পড়ে।

মেষদিগের এই রোগ হইলে উপরোল্লিখিত লক্ষণ সকল সমান ভাবে দৃষ্ট হয়, কিন্তু তাহাদের পায়েই সচরাচর এই রোগ অধিক হয়। মেষেরা এই রোগাক্রান্ত হইলে তাহাদের শরীরের অবস্থা পরিবর্ত্তিত হয়।

যখন শূকরদিগের এই রোগ হয়, তাহাদের পায়ে অতিশয় বেদনা হয় এবং অনেক সময় তাহাদের খুর খসিয়া পড়ে। তাহারা অনবরত গলা সরু করিয়া কর্কশভাবে উচ্চ চীৎকারে বেদনা প্রকাশ করে।

কখন কখন গোবসন্তের সহিত এই রোগের ভুল হইয়া থাকে। কিন্তু ভারতবর্ষে যে এঁসো রোগ দেখিতে পাওয়া যায় দাস্ত হওয়া তাহার লক্ষণ নহে। পক্ষান্তরে বসন্ত রোগে পেটের অসুখ ও রক্তামাশয় সর্ব্বদা উপস্থিত থাকে, আর বসন্ত রোগে গরুর পায়ে কোন রোগ হয় না।

কোন পশুর এক সময়েই বসন্ত ও এঁসো রোগ উভয়ই বর্ত্তমান থাকা সম্ভব, কিন্তু এরূপ ঘটনা প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না।

রোগাক্রান্ত পশুকে উপযুক্ত যত্ন করিলে জ্বরের লক্ষণ সকল তিন চারিদিনের মধ্যে অন্তর্হিত হয়, এবং দশ, পনর দিনের মধ্যে শরীরের অবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন না হইয়া পশুটী আরোগ্য লাভ করিতে পারে। কিন্তু পীড়িত পশু উপযুক্ত যত্ন না পাইলে এবং পীড়িত বলদকে কার্য্যে নিযুক্ত রাখিলে তাহাদের জ্বর গুরুতর হইয়া উঠে, ক্ষুধা কমিয়া যায় এবং খুর ও পায়ের মধ্যে ঘা বিস্তৃত হইয়া খুর খসিয়া যাইতে পারে, পা অত্যন্ত ফুলিয়া উঠে, উহাতে ফোড়া হয়, এবং দশ বার দিনের মধ্যে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

ইউরোপের গাভীগুলি আকারে বৃহৎ এবং ভারে অধিক হওয়ায় তাহারা এদেশস্থ অপেক্ষাকৃত হালকা গাভীদিগের অপেক্ষা এই রোগে অধিক কষ্ট পাইয়া থাকে।

কোন কোন স্থলে কখন কখন এই রোগ প্রবল ভাব ধারণ করে: কখনও বা সেরূপ হয় না।

ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে এই পীড়া প্রবল ভাব ধারণ করিলে তথায় আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু সংখ্যা শতকরা প্রায় পঞ্চাশটী পর্য্যন্ত হইতে দেখা গিয়াছে। ভারতবর্ষে মৃত্যু সংখ্যা দুই তিনটীর বেশী হওয়া উচিত নহে, যেহেতু সামান্য রূপ যত্ন করিলে কোন পশুই এই রোগে প্রায় মারা যায় না।

চিকিৎসা—পীড়িত পশুকে গোয়ালের মধ্যে ছায়ায় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবে। ঐ গোয়াল ঘরের মেজে বিশেষরূপ পরিষ্কার রাখা ও গোয়াল ঘরের মধ্যে যাহাতে বিশুদ্ধ বায়ু গমনাগমন করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। দিবসের মধ্যে দুই তিন বার গরম জল দিয়া প্রথমে মুখ ধোয়াইয়া দিয়া পরে ১৮ বা ১৯ নং ব্যবস্থা মত ঔষধ দ্বারা মুখ প্রক্ষালন করাইবে।

সকল স্থান হইতে বিশেষতঃ ক্ষুরের মধ্যভাগ হইতে সমস্ত ময়লা যত্নপূর্ব্বক পরিষ্কার করিয়া প্রত্যহ দুইবার গরম জল দিয়া পা ধোয়াইয়া

দিবে ও সেক দিবে এবং ২৬ বা ২৯ নং ব্যবস্থানুযায়ে ঔষধ দিয়া বস্ত্রাদি দ্বারা ঐ ক্ষত স্থান বিধিমত বাঁধিয়া রাখিবে।

গরুর পালানে বাঁটে ও অন্যান্য অংশে ঘা হইলে ঐ সকল স্থান পরিষ্কার করিয়া সর্ব্বদা ধোয়াইয়া দিবে এবং ঔষধাদি লাগাইয়া বাঁধিয়া রাখিবে; এইরূপ করিলে ঐ সকল ঘায়ে মাছি না বসিতে পাওয়ায় পোকা পড়িতে পারিবে না।

অধিক জ্বর থাকিলে ৫ বা ৬ নং ব্যবস্থামত ঔষধ দিবসে দুইবার করিয়া খাওয়াইবে।

দুর্ব্বা বা কচি লুসার্ণ ঘাসের ন্যায় কোমল তাজা ঘাস খাইতে দিবে এবং পাতলা ভাতের মাড় যথেষ্ট পরিমাণে খাইতে দিবে, উহার সহিত দিনের মধ্যে একবার দুই তিন আউন্স পরিমাণ চিটাগুড় ও এক আউন্স পরিমাণ লবণ মিশ্রিত করা যাইতে পারে।

আমাদের দেশে সাধারণ লোকে এই রোগাক্রান্ত পশুগুলিকে পায়ের গোড়ালী পর্য্যন্ত জলে বা কাদায় ডুবাইয়া রাখে, ইহাতে ঘায়ে মাছি বসিতে পায় না কিন্তু বালি ও কাদা কখন কখন লোম ও ক্ষুরের মধ্যে ক্ষত বা ফাটা স্থানে প্রবেশ করিয়া থাকে তাহাতে ক্ষুর খসিয়া পড়িতে পারে।

সংক্রামক রোগের বীজ হইতে এই পীড়ার উৎপত্তি হইয়া থাকে, অতএব প্রথম অধ্যায়ে লিখিত সংক্রামক রোগ নিবারণের উপায়গুলি অবলম্বন করা উচিত এবং যাহাতে ঐ সকল নিয়ম সম্যক্ প্রতিপালিত হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্ন রাখা একান্ত কর্ত্তব্য।

চতুর্থ অধ্যায়।

গলাফুলা।

নাম।—গলাফুলা (বাঙ্গালা); ঘরঘোরা (উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ); গলঘটু (পঞ্জাব ও বেলুচিস্থান); আড়বি (বোম্বাই)। তড়্কা ও বাদলা

রোগের লক্ষণ সকল প্রায় এই রোগের লক্ষণের ন্যায় বলিয়া উহাদের সহিত প্রায়ই এই রোগের ভুল হইয়া থাকে।

রোগের প্রকৃতি ও কারণ—ইহা একটী রক্ত দুষ্টি জনিত অতিশয় সাংঘাতিক সংক্রামক রোগ। প্রধানতঃ এই রোগ মহিষগণকে আক্রমণ করিয়া থাকে। কিন্তু গবাদি পশুগণও ইহা হইতে নিষ্কৃতি পায় না; শূকরেরাও কখন কখন এই রোগে আক্রান্ত হয়। অশ্ব ও গর্দ্দভ এই পীড়ায় মারা যায় এরূপ শুনিতে পাওয়া যায়।

এই রোগ প্রধানতঃ বর্ষাকালেই প্রাদুর্ভূত হয়। কিন্তু বৎসরের অন্যান্য ঋতুতেও দেখা গিয়া থাকে। বড়দিনের পরবর্ত্তী বৃষ্টির পরে ইহার বিশেষ প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হইয়া থাকে।

যে সকল নিম্ন প্রদেশ মধ্যে মধ্যে বন্যার জলে প্লাবিত হয়, তথায় ইহার প্রাদুর্ভাব অধিকতর হইয়া থাকে।

অধিক বয়স্ক পশুগণ অপেক্ষা অল্প বয়স্কগণই প্রায় এই রোগে আক্রান্ত হয়।

ভারতবর্ষে এই রোগ সচরাচর যেরূপ হইয়া থাকে তাহার বিশেষ লক্ষণ এই:—

গলায় একটী বড় ফোলা দেখিতে পাওয়া যায়, শ্বাস প্রশ্বাস ফেলিতে কষ্ট বোধ হয় এবং কয়েক ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। ইহা ব্যতীত আর এক প্রকার "গলা ফুলা" রোগ আছে, তাহাতে প্রধানতঃ ফুকের ব্যারামই হইয়া থাকে, ফুসফুস ও তাহার আবরক ঝিল্লীর প্রদাহ উপস্থিত হয় এবং কখন কখন ইহার সহিত অন্ত্রের মধ্যভাগেও প্রদাহ জন্মিয়া থাকে। এই প্রকার লক্ষণযুক্ত রোগ ভারতবর্ষে সচরাচর দেখা যায় না।

রোগ লক্ষণ—এই পীড়ার সহিত জ্বর অত্যন্ত প্রবল হয় এবং সচরাচর গলায় কিঞ্চিৎ স্থান অধিকার করিয়া একটী স্ফীতি লক্ষিত হয়, জিহ্বা ফুলিয়া উঠে ও লালা পড়িতে থাকে, গিলিতে ও শ্বাস প্রশ্বাস

ফেলিতে কষ্ট হয়; নাসিকার ও চক্ষের পাতায় শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী ঘোর রক্ত বর্ণ ধারণ করে। এই সকল স্থানের ফোলা শীঘ্র শীঘ্র বাড়িতে থাকে এবং পশুটী তখন নিশ্বাস প্রশ্বাস ফেলিতে ও গিলিতে অধিকতর কষ্ট অনুভব করে। নিশ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে গলার ভিতরে ঘড় ঘড় শব্দ অনেক দূর হইতে শুনা যায়।

নাসিকা হইতে এক প্রকার হরিদ্রাবর্ণ পিচ্ছিল রস বা স্রেদ নির্গত হইতে দেখা যায়।

গলা হইতে বুক পর্য্যন্ত সচরাচর ঐ ফোলা বিস্তৃত হয় এবং নিশ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হইয়া মৃত্যু ঘটে।

এই রোগে ফোলা স্থানটী কঠিন উত্তপ্ত ও বেদনা যুক্ত হইয়া থাকে এবং উহাতে কিঞ্চিৎ জোরে চাপ দিলে কড় কড় করিয়া শব্দ হয় না, এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

কোনও কোনও স্থলে গলা ব্যতীত মুখ এবং পায়েও ফুলা দেখা গিয়া থাকে। কখন কখন প্রস্রাব রক্তবর্ণ এবং মল তরল ও রক্তমিশ্রিত হইয়া থাকে।

এই রোগের স্থিতিকাল ২।৩ ঘণ্টা হইতে ২।৩ দিবস পর্য্যন্ত; যে সকল পশু তিন দিবসের অধিক কাল জীবিত থাকে তাহারা প্রায় আরোগ্য লাভ করে।

দশ দিবসের মধ্যেই এই রোগের প্রাদুর্ভাব প্রায় শেষ হইয়া আইসে এবং যে সকল পশু পীড়িত হয়, তাহাদের মধ্যে শতকরা ৮০টী এমন কি সকল গুলিই মারা যাইতে পারে।

মৃতাবস্থার লক্ষণ— ফোলা স্থান কিয়ৎপরিমাণে কঠিন হইয়া থাকে; কিন্তু তাহাতে অঙ্গুলি দ্বারা চাপ দিলে কড় কড় করিয়া শব্দ হয় না। ইহা কাটিলে দেখা যায় যে ইহার ভিতরে ধূসর ও হরিদ্রা বর্ণ মিশ্রিত এক প্রকার আটা বিশিষ্ট পদার্থ আছে; তাহার মধ্যে মধ্যে কৃষ্ণবর্ণ ও রক্তবর্ণ অংশ সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। গলায় এই রোগ জন্মিলে জিহ্বার গোড়া ফুলিয়া থাকে এবং জিহ্বায় ও মুখের পশ্চাদ্ভাগে ঘোর রক্তবর্ণ অংশ

সকল দৃষ্ট হয়। গলায় সমস্ত অংশই অতিশয় ফুলিয়া উঠে ও জল ভরা হয়, চতুঃপার্শ্বস্থ ও সন্নিকটস্থ বিচিগুলি ফুলিয়া উঠে এবং রক্তস্রাবে আবৃত থাকে। শ্বাস নালী ও ফুসফুসে রক্তবর্ণ তরল গাজলাযুক্ত পদার্থ দৃষ্ট হয় এবং ফুসফুসে রক্তাধিক্য হইয়া থাকে।

হৃদ্‌যন্ত্র কোমল হয় এবং ইহার গহ্বরে অল্প পরিমাণ ঈষৎ জমাট বা তরল রক্ত থাকে। মেংটের উপর রক্তের বর্ণ প্রায় সর্ব্বদা স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে। প্লীহা স্বাভাবিক আয়তনের ও স্বাভাবিক আকারের থাকে। চতুর্থ পাকস্থলীতে ও অন্ত্রে রক্তাক্ত পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়। এবং ইহাদের গাত্রে সচরাচর রক্তস্রাব জনিত লাল চিহ্ন দৃষ্টিগোচর হয়।

রোগ নির্ণয়—এই পীড়ার সহিত "তড়কা" ও "বাদলা" রোগের ভুল হইতে পারে, সে জন্য যে যে অধ্যায়ে ঐ সকল রোগের বিষয় লিখিত হইয়াছে তাহা পাঠ করা কর্ত্তব্য। এই রোগ বুকে হইলে "ফুসফুস ও তাহার আবরক ঝিল্লীর প্রদাহ" রোগের সহিত ভুল হইতে পারে কিন্তু শেষোক্ত পীড়াটি কেবল মাত্র বুকেই আবদ্ধ থাকে এবং ইহার স্থিতিকাল অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ। শেষোক্ত রোগের পূর্ণ বিবরণ সপ্তম অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

চিকিৎসা—এই রোগ এত শীঘ্র বৃদ্ধি পায় যে ঔষধ দ্বারা ইহার চিকিৎসা করিতে হইলে কিছু মাত্র বিলম্ব করা উচিত নহে, কিন্তু চিকিৎসা যে বিশেষ ফলদায়ক হয় না তাহা এক প্রকার বলা যাইতে পারে। এই রোগ নিবারক টিকা শীঘ্রই উদ্ভাবিত হইবে এরূপ আশা করা যায়।

রোগ যদি প্রথম অবস্থায় দেখা যায় এবং পশুটি যদি গিলিতে বিশেষ কষ্ট বোধ না করে তাহা হইলে এমন ভাবে একটী জোলাপ দিবে, যাহা নিশ্চয়ই কার্য্যকারী হয় (১ম বা ২য় নং ব্যবস্থা দ্রষ্টব্য)।

আভ্যন্তরিক রোগের বীজনাশক ঔষধ খাওয়াইতে হইবে। দুই কোয়ার্ট জলে এক আউন্স কার্ব্বলিক এসিড বা ফিনাইল ব্যবহারে কোন কোন স্থলে এই চিকিৎসায় বিশেষ ফল হয়। স্থানীয় ফোলার চিকিৎসার্থ একটী লোহার শিক পোড়াইয়া লালবর্ণ হইলে তাহার দ্বারা ঐ ফুলার উপর দাগ দিবে, কিন্তু সাবধান হইতে হইবে, যেন দাগ দিবার সময় অধিক

গম্ভীর ভাবে পুড়িয়া না যায় অন্যথা পুঁজ হইতে পারে। লোশন দিয়া মুখ সর্ব্বদা ধোয়াইয়া দিবে (১৮ নং ব্যবস্থা দ্রষ্টব্য)।

অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর মলদ্বারে গরম জলের পিচকারি দিবে, ভাতের পাতলা মাড়ের সহিত কিঞ্চিৎ লবণ মিশাইয়া ঐ পশুকে পান করিতে দিবে এবং ইহার সহিত একটী উত্তেজক ঔষধ মিশাইয়া দিবে। (৭ নং ব্যবস্থা দ্রষ্টব্য)।

ঔষধ খাওয়াইবার সময় যাহাতে রোগির দম আটকাইয়া না যায় তদ্বিষয়ে বিশেষ সাবধান হওয়া আবশ্যক। কারণ এ অবস্থায় গিলিতে গেলে রোগির অত্যন্ত কষ্ট হইয়া থাকে।

যখন শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হইয়া রোগির মৃত্যু সম্ভাবনা উপস্থিত হয় তখন অস্ত্রবিদ্ পশু চিকিৎসকেরা গলার মধ্যস্থলে শ্বাসনালীতে ছিদ্র করিয়া দিয়া থাকেন। ইহাতে পীড়িত পশুটী সেই ছিদ্র দিয়া নিশ্বাস প্রশ্বাস ফেলিতে পারে এবং কোন কোন স্থলে এই উপায়ে গরুর জীবন রক্ষা হইয়া থাকে।

প্রথমে যখন পালের মধ্যে কোন একটা গরুর এই রোগ হয় তৎক্ষণাৎ অন্যান্য সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাবের সময় যে সকল উপায় অবলম্বন করিতে ও যে যে বিষয়ে সাবধান হইতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে তৎসমুদয় অবলম্বন করিতে হইবে। (১ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

এরূপ জানা গিয়াছে যে বৎসরের মধ্যে কোন কোন কালে কোন কোন চরিবার মাঠে এই পীড়ার উৎপত্তি হইয়া থাকে। সেইগুলি পরিত্যাগ করা উচিত।

৬ষ্ঠ অধ্যায়।

তড়্কা।

নাম।—তড়্কা, পশ্চিমা (বাঙ্গালা); খকদোওয়া (উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ); গারিসুঠ (পঞ্জাব); ওদ্রো (বোম্বাই) ইত্যাদি।

রোগের প্রকৃতি—ইহা একটী রক্ত সম্বন্ধীয় বিশেষ সংক্রামক রোগ। হঠাৎ আক্রমণ এবং অনেক সময় হঠাৎ মৃত্যু ইহার লক্ষণ। এই রোগ পশুদিগকে যে আক্রমণ করে, বহুকাল পূর্ব্ব হইতে লোকের ইহা জানা আছে। বৎসরের সর্ব্ব সময়ে ও প্রায় সর্ব্ব দেশে বিশেষ জলময় স্যাঁতসেঁতে ভূমিতে ইহা প্রায় প্রাদুর্ভূত হয়। এক স্থানে ইহা বৎসর বৎসর হইয়া থাকে এবং দূষিত জল নিষ্ক্রমণের পয়ঃপ্রণালী বা ড্রেনের সুবন্দোবস্ত থাকিলে ইহার বারংবার আবির্ভাবের সম্ভাবনা কিয়ৎপরিমাণে কম হয়। বৃহৎকায় পশুগণের মধ্যে অশ্ব, গো, মহিষ, মেষ, ছাগল, হরিণ ও উষ্ট্রগণ এই রোগের সংস্পর্শে আসিলে আক্রান্ত হইবার অধিক সম্ভাবনা। এই রোগ যাবতীয় পশু কোন কোন পক্ষী এবং মনুষ্যগণকেও আক্রমণ করিয়া থাকে।

কুকুর ও শূকরদিগের সহজে এই রোগ হয় না।

রোগের কারণ—এক প্রকার বিশেষ কীটাণু শরীর মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়া অতি শীঘ্র সংখ্যায় বর্দ্ধিত হইতে থাকে এবং এই রোগের সৃষ্টি করে। চর্ম্মে সামান্য ক্ষত থাকিলে তাহার মধ্য দিয়া, পানীয় জলের সহিত; কখন বা নিশ্বাস টানিবার সময় বায়ুর সহিত এই জাতীয় কীটাণু শরীর মধ্যে প্রবেশ লাভ করে। এই কীটাণু বীজের বিষ অধিক কাল স্থায়িভাবে থাকে। পশুর মৃতদেহ যে স্থানে প্রোথিত করা হয় বা ফেলিয়া দেওয়া হয় সেই স্থানের জল বায়ুর সংস্পর্শে যে ঐ বীজ অন্যত্র নীত হয়, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এই রোগে পীড়িত পশুদিগের শরীর হইতে নির্গত মলমূত্রাদি কর্ত্তৃক এই পীড়া বিস্তৃত হইয়া থাকে এবং মনুষ্যদ্বারা

কিম্বা বাসন, খাদ্য ও জল প্রভৃতিও কখন কখন রোগির সহিত সংস্পর্শ হেতু এই রোগ বিস্তৃতির কারণ ঘটিয়া থাকে।

রোগের স্থিতিকাল—সচরাচর ১২ ঘন্টা হইতে ২৪ ঘন্টা পর্য্যন্ত। কিন্তু ইহা অপেক্ষা অধিক কালও রোগ ভোগের বিবরণ শ্রুত হওয়া যায়।

রোগের লক্ষণ—লক্ষণ সকল বর্ণনা করিবার সুবিধার জন্য এই রোগ ভিতরের ও বাহিরের এই দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, অর্থাৎ চক্ষে দেখা যায় এমন কোনও চিহ্ন না থাকিলেও না থাকিতে পারে অথবা শরীরের অংশ বিশেষ ফুলিতেও দেখা যায়।

ভিতরে এই পীড়া হইলে বাহিরে কোন লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় না এবং পশুর হঠাৎ মৃত্যু হইতে পারে। যাহা হউক নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি দেখা গিয়া থাকে, যথা :—

পশু অস্থির হয়, একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকে, চক্ষুর পাতার ভিতরকার শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে রক্ত সংস্থান হয়, জ্বর অত্যন্ত প্রবল হয়, নাড়ী দ্রুত হয়, পশুর আকৃতি দেখিলে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন বলিয়া বোধ হয়, এবং মাংসপেশী সমূহ থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিতে থাকে। সচরাচর নাসিকা হইতে ক্লেদ নির্গত হয়, উহাতে রক্তচিহ্ন থাকিতে পারে। অন্ত্র প্রদেশে শূল বেদনা ও পেট ফুলিতে দেখা যায়, এবং ঐ পশু কোঁৎ পাড়িতে থাকে তখন মলদ্বার কিয়ৎ পরিমাণে বাহিরে আসিয়া পড়িতে পারে।

রক্তাক্ত মল নির্গত হইতে থাকে এবং প্রস্রাব সচরাচর অত্যন্ত গাঢ় হইয়া থাকে। ঐ পশু টলিতে টলিতে ভূমিতে পড়িয়া যায় এবং ছটফট করিতে থাকে, ইহাতে ১০ ঘন্টা হইতে ২৪ ঘন্টার মধ্যে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। কখন কখন অতিশয় উত্তেজনার লক্ষণ সকল প্রকাশ পায় এবং ঐ পশু পাগলের মত হইয়া যায়। এই অবস্থার পর অবসাদ আইসে।

কোন কোন স্থানে রোগের লক্ষণগুলি তত প্রবল হয় না, সে অবস্থায় প্রায়ই আরোগ্য লাভ হয়। চর্ম্মে বা বাহিরে এই রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে একটী কঠিন সীমাবদ্ধ স্ফীতি পরিলক্ষিত হয়,

উহাতে অতিশয় বেদনা হয় এবং উহা বর্তুলাকার ধারণ করে। শরীরের যে কোন অংশে ঐরূপ স্ফীতি হইতে পারে কিন্তু সচরাচর কণ্ঠে, গলায় স্কন্ধে বা পেটের উপরি ভাগে উহা দেখিতে পাওয়া যায়। স্ফীত স্থান শীতল হইয়া থাকে, উহাতে বেদনা থাকে না, এবং উহা পচিতে আরম্ভ হয়। এতদ্ব্যতীত ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত শীতল বেদনাশূন্য স্ফীতি চর্ম্মের স্থানে স্থানে দেখা গিয়া থাকে। গলাতে সচরাচর ঐরূপ বিশেষ স্ফীতি চিহ্ন লক্ষিত হয় এবং রোগী জ্বরে ভুগিতে থাকে, গিলিতেও নিশ্বাস প্রশ্বাস ফেলিতে ক্লেশানুভব করে। শরীরাভ্যন্তর অপেক্ষা চর্ম্মে বা বহিঃপ্রদেশে এই রোগ হইলে তত মারাত্মক হয় না এবং যদি গলায় এই রোগ না হয় তাহা হইলে তিন দিবস হইতে সাত দিবস পর্য্যন্ত এই রোগের স্থিতি হয়। এই পীড়া হইলে শতকরা ৮০টা হইতে ১০০টা পর্য্যন্ত পশু মরিয়া যায় এবং রোগ আবির্ভাব হইবার প্রারম্ভেই সচরাচর মৃত্যু সংখ্যা অধিক ঘটিয়া থাকে।

এই রোগের আক্রমণ হইতে আরোগ্য লাভ করিবার পর কেবল কিছু দিনের জন্য ঐ পশুটী ইহার পুনরাক্রমণ হইতে অব্যাহতি পায়।

মৃতদেহের লক্ষণ—যে যে স্থলে হঠাৎ মৃত্যু সংঘটিত হয় তথায় কোন বাহ্যিক লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হয় না। যাহা হউক সচরাচর ঐ পশুর মৃত দেহ শীঘ্র পচিতে আরম্ভ করে। ইহা ফুলিয়া উঠে ও বায়ু পূর্ণ হয়। মৃত্যুর পর শরীরের কাঠিন্য যদি আদৌ হইয়া থাকে তাহা হইলে অতি অল্পমাত্র হয়। মাংসপেশী সকল কোমল হয় এবং রক্ত এক প্রকার বিশেষ ভাব ধারণ করে; উহা দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ ও আলকাতরার ন্যায় ঘন বোধ হয়। যে সকল যন্ত্র রোগাক্রান্ত হয় তন্মধ্যে প্লীহাই সর্ব্ব প্রধান। ইহা সর্ব্বদাই অস্বাভাবিক লক্ষণ ধারণ করে ও আকারে বৃহৎ হয় ও কৃষ্ণবর্ণ আলকাতরার মত ঘন রক্তে পূর্ণ হইয়া যায়। ইহা কোমল ভাব ধারণ করে এবং প্রায়ই ফাটিয়া গিয়া থাকে।

ফুসফুসে সচরাচর রক্তাধিক্য হইয়া থাকে এবং উহারা ফুলিয়া উঠে। অন্ত্র মধ্যে সচরাচর রক্তাভ পদার্থ দৃষ্ট হয় এবং চতুর্থ পাকস্থলী ও ক্ষুদ্র অন্ত্রের অভ্যন্তরস্থ শৈষ্মিক ঝিল্লী ঘোর রক্তবর্ণ দৃষ্ট হয়। যে স্থানে পীড়া অত্যন্ত প্রবল ভাব ধারণ করে সেই স্থানে ক্ষত জন্মে। কোন কোন স্থলে অন্ত্র স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে কিন্তু ইহা স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম মাত্র।

রোগ নির্ণয়—রক্ত পরীক্ষা করিয়া গো চিকিৎসকগণ অনায়াসে এই রোগ যথাযথ ভাবে নির্ণয় করিতে পারেন। কোন কোন স্থলে মৃত্যুর কারণ নির্দ্দেশ করিবার উহাই একমাত্র উপায়। শরীরাভ্যন্তরস্থ এই জ্বরে মৃত্যু হইলে উহার সহিত মৃগারোগে বজ্রাঘাতে বা স্থল বিশেষে বসন্ত রোগে মৃত্যুর ভ্রম হইয়া থাকে। জীবিতাবস্থায় গোবসন্তে যে বিশেষ ভাবে পেটের অসুখ হইয়া থাকে উহা রোগ নির্ণয় পক্ষে সহায়তা করে; এবং যদি মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ করিয়া পরীক্ষা করা হয়, তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে এই জ্বরে রক্ত ও প্লীহার অবস্থায় বিশেষত্ব আছে। শরীরের বাহিরে এই রোগ হইলে "গলা ফুলা" ও "বাদলা" রোগের সহিত এই রোগের ভ্রম হইতে পারে।

প্রথমোক্তরূপ রোগ উৎপন্ন হইলে মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ পরীক্ষা ব্যতীত এইরূপ সদৃশ লক্ষণ যুক্ত রোগ হইতে ইহার পার্থক্য নির্ণয় করা সুকঠিন। যে অধ্যায়ে "বাদলা" নামক রোগের বিবরণ লিখিত হইয়াছে তাহা পাঠ করিলে অবগত হওয়া যাইবে যে ঐ রোগের স্ফীতি একটী উপসর্গ মাত্র।

চিকিৎসা—ঔষধদ্বারা চিকিৎসা প্রায়ই ফলদায়ক হয় না কিন্তু বিষ দোষনাশক ও উত্তেজক ঔষধ সেবন করাইবার ব্যবস্থা দেওয়া হইয়া থাকে। গরুদিগের এক পাঁইট মসিনার তৈল ও এক আউন্স টারপিন কিম্বা দুই কোয়ার্ট জলে এক আউন্স ফেনাইল মিশাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। ভেড়া ছাগলের জন্য এই মাত্রার ছয় ভাগের এক ভাগ দেওয়া উচিত। শরীরের বাহিরে এই রোগ হইলে স্ফীত স্থান গুলি উত্তপ্ত লৌহ সংযোগে পোড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারে।

রোগ নিবারণের উপায়—অনায়াসে এই রোগ নিবারক টিকা দেওয়া যাইতে পারে। রোগের আবির্ভাব হইবামাত্র ইহার জন্য গবর্ণমেণ্ট সমীপে আবেদন করা উচিত। এই রোগে মৃত পশুদিগের দেহ অতি সাবধানে বিনষ্ট করিতে হইবে কারণ তাহারা এই রোগ বিস্তৃতির প্রধান হেতু। যদি তাহাদের মৃত দেহ পোড়ান না হয় তাহা হইলে ছয় ফুট মৃত্তিকার নিম্নে গুঁড়া চূণের দ্বারা মৃত দেহ আবৃত করিয়া প্রোথিত করা উচিত। জলাশয়ের নিকটে তাহাদিগের দেহ প্রোথিত করা উচিত নহে;—পতিত জমিতেই তাহাদের কবর দেওয়া বিধেয়।

শবদেহ স্থানান্তরিত করিবার কালে উহাদের সমুদয় স্বাভাবিক ছিদ্র কর্দ্দমদ্বারা বিশেষরূপে বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত এবং কিছুতেই ঐ মৃতদেহ কর্ত্তন করা বা ইহার কোন অংশ স্থানান্তরিত করা উচিত নহে।

পাড়িত পশুদিগকে যে স্থানে রাখা হয়, অতি সাবধানে তথাকার বিষদোষ নাশ করা কর্ত্তব্য এবং তদ্বিষয়ে প্রথম অধ্যায়ের নিয়মাবলী সম্যক্রূপে প্রতিপালন করা উচিত।

স্মরণ রাখিতে হইবে যে এই পীড়া মানুষেরও হইতে পারে এবং অধিকাংশ স্থলে ইহা মারাত্মক হইয়া থাকে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—একান্ত আবশ্যক না হইলে এই রোগে মৃত পশুর দেহ ব্যবচ্ছেদ করিয়া পরীক্ষা করা কোনও প্রকারে বিধেয় নহে। এরূপ করিতে হইলে পশু চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে ইহা সম্পন্ন করা উচিত। বিশেষ সাবধান না হইলে ছেদনকারী এই রোগে আক্রান্ত হইতে পারে। আর কর্ত্তিত অংশের বিষদোষ নাশ করাও সেই সকল অংশের বিনাশ সাধন কার্য্যে বিশেষ সাবধান হইতে হইবে।

বাদিলা।

নাম—বাদলা, বাদলাম, ঝাং (বাঙ্গালা); গাখিয়া (উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ); গোলি (পঞ্জাব ও বেলুচিস্থান) ইত্যাদি।

রোগের প্রকৃতি—সীমাবদ্ধ বায়ুপূর্ণ স্ফীতি হওয়া ইহা সংক্রামক রোগ বিশেষ।

লক্ষণ—গলায়, কাঁধে, পিঠে, কুঁচকিতে বা জঙ্ঘায় ফুলিতে পারে; তিন মাস হইতে চারি বর্ষ বয়স্ক পশুরা সচরাচর এই রোগে পীড়িত হইয়া থাকে কিন্তু অধিক বয়স্ক পশুও অব্যাহতি পায় না। মন্দ অবস্থা অপেক্ষা যে সকল পশু ভাল অবস্থায় থাকে তাহাদেরই এই রোগ অধিক হয় বলিয়া প্রবাদ আছে। ইহা গরু, ভেড়া ও ছাগলের রোগ কিন্তু সচরাচর গরুদেরই হইয়া থাকে। কখন কখন ঘোড়ার এই রোগ হয়, অন্যান্য গৃহপালিত পশু ও মানবমাত্রেই ইহা হইতে স্বভাবতঃ অব্যাহতি পাইয়া থাকে। কোন কোন চরিবার মাঠ হইতে এই রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে এবং সেই স্থলে ঠিক এক সময়ে নিয়মিতভাবে এই রোগের আবির্ভাব হয়। প্রধানতঃ ইহা জলা ভূমিতেই জন্মায়। একবার এই রোগ হইলে, আর কখনও ইহার পুনরাক্রমণ হয় না; কারণ এই রোগকর কীটানু চর্ম্মমধ্য দিয়া শরীরে প্রবেশ করিলেই এই রোগ উৎপন্ন হয়। মুখে বা পায়ে কোন ক্ষুদ্র ক্ষত স্থান দিয়া প্রায় এই কীটানু শরীর মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়া থাকে। এই কীটানু শরীরমধ্যে জীবিত থাকিয়া সংখ্যায় বৰ্দ্ধিত হয় ও মাংসপেশী আক্রমণ করিয়া থাকে "বাদলার" কীটানুর ন্যায় ইহারা বড় রক্তস্রোতে অবস্থিতি করে না।

ভোগকাল—এই কীটানু শরীরে প্রবিষ্ট হইলে পর গড়ে দুই দিবসের মধ্যে বাহিরে রোগের লক্ষণ সকল প্রকাশ হইয়া পড়ে।

রোগ লক্ষণ—এই রোগ সত্বর বৃদ্ধি পাইয়া থাকে এবং সচরাচর এক হইতে তিন দিনের মধ্যে মৃত্যু আনয়ন করে। লক্ষণগুলিকে স্থানীয় ও সাধারণ এই দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে প্রথম বা স্থানীয় লক্ষণ এই যে ঐ পশু খোঁড়াইতে আরম্ভ করে এবং তৎপরে একটী বা ততোধিক স্ফীতি প্রকাশ পায়। প্রধানতঃ জঙ্ঘার উপরিভাগে, গলায়, কাঁধে, বুকের নিম্নাংশে, কুঁচকিতে বা পিঠে স্ফীতি হয়। কখন কখন মুখে বা কণ্ঠে ঐরূপ ফুলিয়া থাকে। কখন একটীমাত্র ফোলা দেখা যায়,

কখনও বা অনেকগুলি একত্রে সংযুক্ত থাকে। প্রথমে ফোস্কা অতি অল্প থাকে ও তাহাতে বেদনা হয়; কিন্তু ইহা শীঘ্রই বৃহদাকার হয় ও আট ঘণ্টার মধ্যে অতিশয় বৃহৎ আকার ধারণ করে। তাহাতে অঙ্গুলি-দ্বারা চাপ দিলে কড় কড় করিয়া শব্দ হয়; এবং বোধ হয় যেন ইহা বায়ুপূর্ণ আছে; তখন তাহাতে আর আদৌ বেদনা থাকে না। স্ফীত অংশবিশেষতঃ ইহার মধ্যস্থল শীতল থাকে। ইহার রঙ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ হয় এবং ইহাতে পচিবার লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়। ঐ স্থান কাটিয়া দিলে প্রচুর গ্যাস বাহির হয় এবং এক প্রকার টক্‌গন্ধযুক্ত কৃষ্ণবর্ণ তরল পদার্থ নির্গত হয়। কখন কখন বাহিরে কোন ফোলা দেখিতে পাওয়া যায় না, কারণ ইহা ভিতরদিকেও হইতে পারে। সেরূপ হইলেই এই রোগ নির্ণয় করা কঠিন হয়। এই রোগের প্রধান প্রধান লক্ষণগুলি এই :—

রুগ্ন পশু নিস্তেজ হয়, দলের অন্যান্য পশু হইতে পৃথক্ থাকে, পশু কাঁপিতে থাকে, শরীরের উত্তাপ বৃদ্ধি হয় এবং নিশ্বাস প্রশ্বাস বৃদ্ধি পায়; ফোলা যত বাড়িতে থাকে সাধারণ লক্ষণগুলি তত বৃদ্ধি পায়। রুগ্ন পশুটী গোঁয়াইতে থাকে এবং শূল বেদনাদ্বারা আক্রান্ত হয়, শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট অনুভব করে; ফোলা স্থান ব্যতীত অন্য সর্ব্বত্র গাত্রচর্ম্ম উত্তপ্ত হয়; দুর্ব্বলতা বৃদ্ধি পায় এবং পশুটী মাটিতে পড়িয়া যায়। তৎপরে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কম্পন ও তড়কা হইয়া পশুটী মরিয়া যায়। কোন কোন স্থলে প্রথমে সাধারণ লক্ষণগুলি প্রকাশ পায় এবং কোন কোন স্থলে প্রথমেই ফুলিয়া উঠে।

অল্প পশুই এই রোগ হইতে আরোগ্য হয় এবং সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিতে প্রায় ছয় দিন লাগিয়া থাকে। রুগ্ন পশুদিগের মৃত্যু সংখ্যা শতকরা ৯০টী হইতে ১০০টী।

মৃতদেহের লক্ষণ—ফোলার বিশেষ আকারের বিষয় পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। এই ফোলা কাটিলে দেখা যায় যে ফোলার নিম্নস্থ মাংসপেশী সকল অপরিষ্কার ধূসর বর্ণের কিম্বা কাল বর্ণের হইয়া গিয়াছে। উহাতে

অত্যন্ত পচা ধরিয়াছে। ইহা দেখিতে আর্দ্র এবং চাপিলে ইহা হইতে এক প্রকার তীব্র পচা গন্ধ বাহির হয়। পচা মাখনের গন্ধের সহিত এই গন্ধের অনেকটা সাদৃশ্য আছে। ফোলার নিকটবর্ত্তী বীচিগুলি বড় বড় ও অধিক মাত্রায় রক্তপূর্ণ হয়। ভিতরকার যন্ত্রসমূহের আকৃতিতে বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হয় না, তবে সকল যন্ত্রেই প্রায় রক্তস্রাব হইয়া থাকে এবং কখন কখন অন্ত্রে রক্তাক্ত পদার্থ থাকে কিন্তু প্লীহা ও রক্তের অবস্থা স্বাভাবিক থাকে।

রোগ নির্ণয়—"গলা ফুলা" ও "তড়্কা" এই দুই রোগের সহিত এই রোগের ভুল হইতে পারে; কিন্তু এই রোগের ফোলার বিশেষত্ব এই যে উহা শীতল বেদনাশূন্য ও গ্যাসে পূর্ণ থাকে। মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ করিয়া পরীক্ষা করিলে প্লীহা ও রক্ত স্বাভাবিক অবস্থায় দেখা যায়। অপর পক্ষে পূর্ব্ব অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে যে তড়্কা রোগে রক্ত ও প্লীহা সচরাচর বিশেষ ভাবাপন্ন হয়। কীটাণুতত্ত্ব অবগত হইবার উপায় দ্বারা চিকিৎসকেরা অনায়াসেই এই সকল রোগ নির্ণয় করিতে পারেন।

চিকিৎসা—এই রোগ এত সত্বর বৃদ্ধি পায় যে চিকিৎসা করিবার অবসর থাকে না এবং করিলেও উহা অল্প ফলপ্রদ হইয়া থাকে।

ফোলাগুলি পোড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারে কিম্বা কাটিয়া দিয়া ক্ষতস্থানে বিষ দোষনাশক তীব্র ঔষধ লাগাইয়া রাখিলে আরও ভাল হয়। "তড়্কা" রোগে যে সকল বিষ দোষনাশক ঔষধ সেবন করাইবার ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে এক্ষেত্রে সেগুলি সেবন করান উচিত।

পায়ে ফোলা দেখা যাইলে ঐ ফোলা স্থানের উপরিভাগে শক্ত করিয়া বাঁধিয়া দিবে এবং ফোলা কাটিয়া তন্মধ্যে বিষ দোষনাশক ঔষধ লাগাইবে।

রোগ নিবারণের উপায়—ইউরোপে এই রোগনিবারক টিকা সর্ব্বদা ব্যবহৃত হয় এবং ইহাতে বিশেষ ফলোদয় হয়। ইহাতে দুইটী টিকা দেওয়া আবশ্যক—সচরাচর লেজের প্রান্তদেশে এই টিকা দেওয়া হইয়া থাকে।

যে সকল গোচারণ ক্ষেত্রে এই রোগের উৎপত্তি হয় বলিয়া জানা থাকে, সে সকল ক্ষেত্র পরিহার করা উচিত।

প্রথম অধ্যায়োক্ত নিয়মগুলি সম্যক্‌রূপ পালন করা কর্ত্তব্য। এই রোগে মৃত পশুদিগের দেহের সৎকার অতি সাবধানে করা উচিত।

সপ্তম অধ্যায়

ফুস্‌ফুস্‌ ও তাহার আবরণের সংক্রামক প্রদাহ।

নাম—ক্ষেপড়ি (পঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশ); ফাপ্‌সা, ঝালুম জাঙ্ক (বোম্বাই)।

প্রকৃতি—ইহা ফুস্‌ফুস্‌ ও বুকের ভিতরকার আবরণের সংক্রামক পীড়া। ইহা কেবল গরু দিগেরই পীড়া। সকল শ্রেণীর গরুরই যে কোন বয়সে যে কোন দেশে ও যে কোন স্থানে এই পীড়া হইয়া থাকে। কখন কখন ইহা মড়ক রূপে প্রকাশ পায়। এই রোগ অতি অলক্ষিত ভাবে আক্রমণ করে, কখন কখন অতি শীঘ্র এবং কখন কখন ইহা অতি ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায়; এক মাস হইতে চারি মাস বা ততোধিক কাল পর্য্যন্ত থাকে। সাধারণতঃ পালের প্রত্যেক পশুরই যে এই রোগ হইবে এমন নহে। বস্তুতঃ ইহা বিস্তারের কোন নির্দ্ধারিত নিয়ম নাই।

রোগের কারণ—প্রমাণ হইয়াছে যে সংক্রামক বীজই এই রোগের প্রধান কারণ। এই রোগাক্রান্ত গরু সুস্থ দলের সংস্পর্শে আসিলে প্রায় সর্ব্বদা এই রোগ বিস্তৃত হইয়া পড়ে।

এই প্রচ্ছন্ন রোগের বীজ শরীরে প্রবেশ লাভ করিবার পর ইহার বাহ্য লক্ষণ সকল প্রকাশ হইতে দশ দিন হইতে তিন মাস বা ততোধিক কাল বিলম্ব হয়।

রোগের লক্ষণ—সুযোগ্য গোচিকিৎসকগণ বুকের গহ্বর সম্যক্ রূপ পরীক্ষা করিয়া এবং অন্যান্য লক্ষণ দেখিয়া এই রোগ নির্ণয় করিয়া থাকেন।

গৃহস্থগণ যে সকল লক্ষণ চিনিতে পারিবেন এখানে তৎসমুদয়েরই উল্লেখ করা যাইতেছে ঃ—

সচরাচর দেখিতে পাইবে যে ঐ পশুটী কাঁপিতেছে, তাহার নাড়ীর গতি দ্রুত হইয়াছে, মুখ গরম হইয়াছে, মুখের অগ্রভাগ শুষ্ক হইয়াছে, এক প্রকার খক্ খক্ করিয়া কাশি হইতেছে, ক্ষুধা মন্দ হইয়াছে। পীড়িত পশু দুগ্ধবতী গাভী হইলে পূর্ব্বাপেক্ষা পরিমাণে অনেক কম দুগ্ধ দিতেছে।

ইহাতে দুই এক দিনের মধ্যে শ্বাস লক্ষণ প্রকাশ পায়, গায়ের লোম খাড়া হয়; শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে অধিক রক্ত জন্মে, মুখে ও নিশ্বাসে অত্যন্ত দুর্গন্ধ বোধ হয়; কাশী পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়া কষ্টকর হয়; নিশ্বাস প্রশ্বাস ফেলিতে কষ্ট বৃদ্ধি হয় এবং উহা ঘন ঘন পড়িতে থাকে। নাড়ী অত্যন্ত দ্রুতগামী ও মোটা বোধ হয়, প্রতি মিনিটে ৮০ হইতে ১০০ বার বহিতে থাকে; কিন্তু কিছুক্ষণ পরে নাড়ী ক্ষুদ্র ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। নিশ্বাস প্রশ্বাস যত সম্ভব সহজ করিবার জন্য উহার নাকের মধ্যে খোঁচা দিয়া নাসিকা বিস্তার করা হয় কিন্তু প্রতিবার নিশ্বাস ফেলিবার সময় এক প্রকার গোঁ গোঁ শব্দ করিতে থাকে। নাসারন্ধ্র অতিশয় বিস্তারিত হয় এবং নিশ্বাস প্রশ্বাস অত্যন্ত ঘন ঘন বহিতে থাকে। গরু দাঁড়াইয়া থাকিলে শ্বাস লইতে বুক বিস্তৃত করিবার জন্য হাঁটু বাহির দিক করিয়া রাখে এবং যখন শুইয়া থাকে তখন বুকের মধ্যকার হাড়ের উপর ভর দিয়া থাকে কিম্বা বুকের এক দিকে পাড়া হইলে ঐ পশু সেই পাশে ভর দিয়া শুইয়া থাকে এইরূপে অপর পাশের সুস্থ ফুস্‌ফুস্ দিয়া নিশ্বাস প্রশ্বাসের সুবিধা করিয়া লয়। প্রায় চোক ও নাক দিয়া ক্লেদ নির্গত হয়; পা, শিং ও গা, শীতল হয় এবং নিশ্বাসে অত্যন্ত দুর্গন্ধ হয়। তৎপরে কাশী অত্যন্ত ঘন ঘন হইয়া থাকে, কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায়

জোরে জোরে হয় না। এই প্রকার কাশীকে চোরা কাশী বলিলে ইহার সুন্দর বর্ণনা করা হয় অর্থাৎ রোগাক্রান্ত পশুটা জোর করিয়া কাশিতে পারে না এবং যাহাতে বেশী শব্দ না হয় যেন এই উদ্দেশ্যে কাশী থামাইয়া রাখে।

গাত্র অতিশয় শুষ্ক হয় ও তাহাতে যেন চর্ম্ম দৃঢ়রূপে লাগিয়া থাকে। ঐ পীড়িত পশুটীর অবস্থা ক্রমে ক্রমে মন্দ হইয়া আসে এবং পশুটী শীর্ণ হইয়া পড়ে।

পাঁজরার মধ্যে আঙ্গুল দিয়া টিপিলে গরু বেদনা বোধ করে এবং গোঁ গোঁ করিতে থাকে। রোগের শেষ অবস্থায় দাস্ত হইতে আরম্ভ হয়। সকল অবস্থায়ই অল্প বা অধিক পরিমাণে জ্বর থাকে। এই জ্বর বিচ্ছেদ হইবার পর ক্ষুধা বৃদ্ধি হয় এবং যতদিন রোগ থাকে ততদিন উত্তমরূপে খাইতে দেখা যায়, কিন্তু রোগ যত অধিক দিন থাকে ফুস্‌ফুস্ তত সঙ্কুচিত ও ভারী হয়; নিশ্বাস প্রশ্বাস ফেলিতে অধিক কষ্ট হয় এবং রক্ত উপযুক্তরূপে বিশুদ্ধ হইতে পারে না সুতরাং গরু ক্রমশঃ শীর্ণ হইয়া আইসে এবং অবশেষে নিশ্বাস বন্ধ হইয়া মরিয়া যায়।

যে সকল স্থলে রোগের অবস্থা তাদৃশ মন্দ হয় না তথায় ফুস্‌ফুসের কিয়দংশে বা একটীমাত্র ফুস্‌ফুসে এই পীড়া হয়। এরূপ স্থলে পশুরা আরোগ্য লাভ করে বটে কিন্তু উহারা অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়।

অধিকাংশ স্থলে রোগ এরূপ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় যে দুই পাশের ফুস্‌ফুস্‌ই আক্রান্ত হইয়া তাহাতে নিশ্বাস বন্ধ হইয়া যায় ও মৃত্যু আনয়ন করে।

রোগের স্থিতি কাল—ইহার স্থিতিকাল ইহার অবস্থার উপর নির্ভর করে; যদি ইহা প্রবল হয় ও শীঘ্র শীঘ্র বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে এক সপ্তাহ হইতে দশ দিনের মধ্যে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। আর যদি ইহা তত প্রবল না হইয়া অল্পে অল্পে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে দুই তিন মাস এমন কি ছয় মাস পর্য্যন্তও মৃত্যু না ঘটিতে পারে।

চিকিৎসা—ফুস্‌ফুস্ ও তাহার আবরণের প্রদাহ জন্মিলে চিকিৎসায় প্রায় তাহাদের কিছুই ফল হয় না। এজন্য ইউরোপ ও অন্যান্য দেশে (যেখানে গোমাংস খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়) এ রোগ জন্মিবামাত্র তাহাদিগকে তৎক্ষণাৎ বধ করিয়া ফেলা হয় যে হেতু চিকিৎসা করিলে পশুগণের শীর্ণ হইবার ও মরিয়া যাইবার অধিক সম্ভাবনা থাকায় উহাদের মাংস বিক্রয় করিয়া মূল্যস্বরূপ যতদূর সম্ভব টাকা তুলিয়া লওয়া হয়।

ভারতবর্ষে, গোবধ করা হিন্দুদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ, এবং যে সকল প্রদেশে এই রোগ দেখা যায়, দুর্ভাগ্যবশতঃ তথাকার অধিবাসীরা ইহাকে সংক্রামক রোগ বলিয়া জানে না, সেই হেতু এই পীড়া গ্রস্ত পশুকে অন্যান্য পশু হইতে পৃথক্ করিয়া রাখে না; সুতরাং ইহা অন্যান্য পশুদিগের মধ্যেও বিস্তৃত হইয়া পড়ে।

এই পীড়া অনিয়মিত ভাবে কখন কখন বিস্তৃত হইতে দেখা যায়; অর্থাৎ পীড়িত পশুর নিকটস্থ পশুতে না হইয়া তদপেক্ষা অনেক দূরবর্ত্তী স্থানের পশুতে হইয়া থাকে। অন্যান্য সংক্রামক রোগ অপেক্ষা ইহার বাহ্যিক লক্ষণ সকল প্রকাশের সময় অনেক দীর্ঘ হওয়ায় ইহা ধীরে ধীরে প্রচ্ছন্ন ভাবে অন্য পশুকে আক্রমণ করে; এজন্য গ্রেটব্রিটেনের পশুব্যবসায়ীদের এই রোগ সংক্রামক কি না তদ্বিষয়ে অনেক দিন পর্য্যন্ত সন্দেহ ছিল। কিন্তু ইহা যে খুব সংক্রামক রোগ তাহা ইউরোপ এবং অষ্ট্রেলিয়ার সর্ব্বত্র সকলেই এখন স্বীকার করেন।

ভারতবর্ষে এই রোগ যদিও অত্যন্ত ধীরে ধীরে বর্দ্ধিত হইয়া দীর্ঘ কাল স্থায়ী হয় তথাপি ইহাতে প্রায় মৃত্যু ঘটিয়া থাকে, কারণ যে পর্য্যন্ত না ইহা শরীরে বদ্ধমূল হইয়া বসে তদবধি প্রায় কেহই এই রোগ ঠিক করিতে পারে না।

কোন গরু এই রোগগ্রস্ত হইলে তাহাকে যত্ন পূর্ব্বক গোয়ালে রাখিবে, গোয়াল ঘর অত্যন্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবে এবং যাহাতে যথেষ্ট পরিমাণে বিশুদ্ধ বাতাস প্রবেশ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিবে।

সবুজ তাজা ঘাস, ও অন্যান্য নরম রেচক খাদ্য ও ভাতের কাঁজি এবং পরিষ্কার জল প্রচুর পরিমাণে খাইতে দিবে, মোটা কিম্বা শুষ্ক ঘাস খাইতে দিবে না।

কোষ্ঠ বদ্ধ হইতে পারে বলিয়া বোধ হইলে দুই বা তিন আউন্স মাৎগুড়, দুই আউন্স লবণ ও মসিনার সহিত দিবসে একবার কি দুইবার খাইতে দিবে। জ্বরকালে নাড়ীর গতি অত্যন্ত দ্রুত হইলে ৫নং ব্যবস্থা-মত ঔষধ খাওয়াইবে।

জ্বরের লক্ষণ সকল দুর হইলে ৯ বা ১০ নং ব্যবস্থামত বলকারক ঔষধ ভাতের মাড়ের সহিত দিবসে একবার কি দুইবার খাওয়াইবে।

এই অবস্থায় যাহাতে গরুটীর বলক্ষয় না হয় তজ্জন্য উত্তম খাদ্য ও যথেষ্ট পরিমাণে খৈল খাইতে দিবে।

নিশ্বাস গ্রহণে অত্যন্ত কষ্ট বোধ করিলে বুকের দুই পার্শ্বে শরিষা চূর্ণের প্রলেপ দিবে।

এই রোগ হইয়াছে জানিতে পারিবামাত্র ঐ গরুটীকে অন্যান্য গরু হইতে তৎক্ষণাৎ দূরে ও সম্পূর্ণ পৃথক্ ভাবে রাখিবে। যে সকল গরু ঐ রোগাক্রান্ত গরুর সংস্পর্শে আসে তাহাদিগকেও স্বতন্ত্রস্থানে আবদ্ধ করিয়া রাখিবে (প্রথম অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

ইউরোপে এই রোগ নিবারক টিকা দেওয়াতে বিশেষ ফল দেখা গিয়াছে। বহুদর্শী বিচক্ষণ চিকিৎসক কর্তৃক নিয়মিত ভাবে টিকা দেওয়া হইলে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

মৃতদেহের চিহ্ন—সুস্থকায় গরুর ফুস্‌ফুস্ হাল্কা থাকে এবং আড়াই বা তিন সের অপেক্ষা ওজনে বেশী হয় না; কিন্তু এই রোগে মৃত গরুর ফুস্‌ফুস্ অনেক ভারী হইয়া থাকে, এবং কাটিলে ভিতরাংশ যকৃতের মত দেখায়, ফুস্‌ফুস্ দেখিতে এক প্রকার মার্ব্বেলের মত রেখা বিশিষ্ট বোধ হয়, ওজনে ১৫ সের হইতে সাড়ে সাঁইত্রিশ সের পর্য্যন্ত হইতে পারে এবং উহাদিগকে বুকের প্রাচীরে অল্পাধিক সংলগ্ন দেখা যায়। কোন কোন স্থলে কেবলমাত্র একটী ফুসফুসে এই পীড়া হইয়া থাকে।

অষ্টম অধ্যায়।

ভেড়ার বসন্ত।

নাম।—মাতা চিচক (বাঙ্গালা); দেবী (উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ) মাতা (পঞ্জাব) ইত্যাদি।

রোগের প্রকৃতি—মানুষের মত ভেড়ারও বসন্ত রোগ হইয়া থাকে; কখন কখন ছাগলেরও এই রোগ হইতে দৃষ্ট হয়।

রোগ উৎপত্তির কাল—সংক্রামক বীজের সংস্পর্শে আসিবার পর ৬ দিন হইতে ২০ দিনের মধ্যে এই রোগ প্রকাশ পায়।

রোগ লক্ষণ—ভেড়াটীকে নিস্তেজ বলিয়া বোধ হয় ও ইহা দলের অন্যান্য ভেড়া হইতে পৃথক্ থাকে; ক্ষুধা সামান্য থাকে বা একেবারে থাকে না এবং রোগী জাবর কাটে না। চলিবার সময় পা শক্ত হইয়া থাকে, এবং প্রবল জ্বর হওয়াতে কম্প হয়; নিশ্বাস প্রশ্বাস দ্রুত বহিতে থাকে; বগলে অর্থাৎ পাঁজরার দুই পার্শ্বে উরুতে এবং পেটের নীচে (যে স্থানে চামড়া পাতলা ও অধিক ঘন লোমে আবৃত নহে তথায়) হাত দিলে বেদনা অনুভব করে।

প্রথম লক্ষণ সকল প্রকাশ হইবার চারি দিন পরে গায়ে বিশেষতঃ পাঁজরার দুই পার্শ্বে উরুতে এবং পেটের উপর ছোট ছোট লাল দাগ দেখা যায়। এইরূপ অবস্থায় শারীরিক অন্যান্য লক্ষণ সকল সচরাচর কিয়ৎ পরিমাণে লাঘব হয় এবং ক্ষুধার পুনরুদ্রেক হয়। চক্ষু, নাসারন্ধ্র ও মুখগহ্বরের অভ্যন্তরস্থ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতেও সেইরূপ গুটী দেখিতে পাওয়া যায়; আর চক্ষু ও নাসিকা হইতে পুঁজযুক্ত ক্লেদ নির্গত হয় ও অধিক লালা পড়িতে থাকে। এ সকল লাল দাগ ক্রমে বড় হয়, উহার তলা শক্ত এবং উপরিভাগ দেখিতে চেপ্টা রকম হয়। উহাতে বাহিরকার চামড়ার নিম্নে এক প্রকার তরল পদার্থ সঞ্চিত হইয়া ফুস্কুড়ির মত হয় পরে এই ফুস্কুড়ি গুটিতে পরিণত হইয়া ফাটিয়া যায়, কিছুক্ষণ ধরিয়া ইহা হইতে পুঁজ বাহির হইয়া শুষ্ক হয় ও ছাল উঠিয়া যায়। কখন

কখন অনেকগুলি গুটি একত্রে মিশিয়া যায় সেরূপ স্থলে রোগ ভয়ানক হইয়া উঠে।

শ্বাসনালী, পাকাশয় বা অন্ত্রে গুটি হইলে উহাকে বিশৃঙ্খল গুটি বলা যাইতে পারে; ইহাতে সচরাচর মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

রোগের স্থিতি কাল—এই রোগ তিন চারি সপ্তাহ কাল থাকে।

মৃত্যু সংখ্যা—রোগের আক্রমণের মৃদুত্ব বা গুরুত্বের উপর মৃত্যু সংখ্যা নির্ভর করে।

মৃদু হইলে শতকরা ১০টীর অধিক মরে না; কিন্তু প্রবল হইলে শতকরা ৯০টী পর্য্যন্ত মরিতে পারে।

চিকিৎসা—যাহাতে অত্যন্ত রৌদ্র বা বৃষ্টি না লাগে এরূপ ভাবে ভেড়াদিগকে শুষ্ক ও শীতল স্থানে রাখিবে। প্রত্যহ এক ডাম পর্য্যন্ত ওজনে সোরা খাওয়াইবে, এবং কোষ্ঠ বদ্ধ হইলে ৩ নং ব্যবস্থানুযায়ী ঔষধ দিবে, ও যাহাতে তাহারা অনায়াসে চাটিতে পারে এরূপ স্থানে সৈন্ধব লবণ রাখিবে।

অতিশয় কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে মলদ্বারে পিচকারী দিবে। বসন্তের গুটিতে ২৭ নং ব্যবস্থামত ঘায়ের ঔষধ দিবে, তাহা হইলে উহাতে মাছি বসিতে পারিবে না।

পথ্য—ভেড়াকে প্রচুর পরিমাণে বিশুদ্ধ জল পান করিতে দিবে। জ্বরের লক্ষণ সকল দূর হইলে অর্দ্ধশিক্ত দানা খাইতে দিবে; সবুজ তাজা ঘাস এবং খণ্ড খণ্ড গাজর প্রধান পথ্য রূপে ব্যবহার করিবে, উহার সহিত মসিনার মাড় মিশ্রিত করিয়া দিতে পারিলে আরও ভাল হয়।

রোগ নিবারণের উপায়—কোন দল মধ্যে এই পীড়া প্রথম দেখা যাইলে রোগগ্রস্ত পশুদিগকে তৎক্ষণাৎ বিভিন্ন স্থানে রাখিবে, এবং অবশিষ্টগুলির মধ্যে কোন একটীর অল্পমাত্র অসুখ হইলেই উহাকে পৃথক্ করিয়া পীড়িত ভেড়াদিগের স্থানে রাখিবে। রোগের আক্রমণ গুরুতর হইবে বলিয়া সম্ভাবনা ঘটিলে রোগবিস্তৃতিনিবারণের জন্য রোগগ্রস্ত ভেড়াদিগকে মারিয়া পুতিয়া ফেলাই সৎপরামর্শ। বস্তুতঃ বড় বড় দলে কোন ভেড়ার সামান্য মাত্র এই পীড়ার লক্ষণ প্রকাশ

পাইলেই তাহাকে মারিয়া পুঁতিয়া ফেলা উচিত ; ইহাতে রোগ নির্মূল করা যাইতে পারে। তাহা হইলে সংক্রমণদ্বারা রোগ বিস্তৃতি বন্ধ হইবে।

ঐ দল যে মাঠে চরিত বা যে জমিতে থাকিত তথা হইতে সুস্থ ভেড়াগুলিকে স্থানান্তরিত করিবে। নিকটস্থ মেষাধিকারীদিগকেও সাবধান করিয়া দিবে, যেন তাহারা রোগগ্রস্ত দলের নিকটে বা উহা কর্ত্তৃক ব্যবহৃত মাঠে বা অন্য কোন জমিতে তাহাদের পশু না রাখে।

যখন গুটি শুকাইয়া উপরকার ছাল উঠিয়া যায় তখনই বসন্ত রোগ অত্যন্ত সংক্রামক হইয়া উঠে। এই রোগে পীড়িত হইয়া আরোগ্য লাভ করিবার পরও ছয় সপ্তাহ কাল পর্য্যন্ত এই রোগাক্রান্ত পশু হইতে রোগ বিস্তৃত হইতে পারে।

বসন্তের টিকা—প্রকৃত পক্ষে রোগের আরম্ভ হইয়াছে বুঝিতে পারিলেই টিকা দেওয়ায় বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

টিকা হইলে বসন্ত রোগ সামান্য পরিমাণে হইতে পারে এবং ইহাতে চিরকালের জন্য এই রোগের হস্ত হইতে পশুটী অব্যাহতি লাভ করিতে পারে। কিন্তু এই প্রণালীতে যে কোন বিপদ ঘটে না বা ঘটিতে পারে না তাহা নহে ; সুতরাং ইহা সুযোগ্য চিকিৎসক কর্ত্তৃক সম্পন্ন হওয়া উচিত।

নবম অধ্যায়

শ্বাসরোধ রোগ।

নাম—রোক্ গলা (হিন্দি।)

রোগের প্রকৃতি—ইহাতে গরু কোনও বস্তু গিলিতে পারে না বা কষ্ট বোধ করে।

কারণ—আক, খড় প্রভৃতি কঠিন ও বৃহৎ খাদ্য দ্রব্য গলার পশ্চাৎ-ভাগে কিম্বা কণ্ঠ নালীর কোন স্থানে বদ্ধ হইয়া এইরূপ অবস্থার উৎপত্তি হয়।

কখন কখন চামড়া, লৌহ পেরেক, ধারাল কাঁটা বা ছোট ছোট কঠিন কাষ্ঠ খণ্ড ইত্যাদি, খাদ্যের সহিত খাইয়া ফেলে; উহা কণ্ঠ নালীতে আবদ্ধ হইয়া যায় এবং অত্যন্ত কঠিন ছুঁচাল বা ধারাল হইলে কণ্ঠনালীর মধ্যভাগ ক্ষতবিক্ষত করিতেও পারে।

রোগ লক্ষণ—মুখের বা গলার পশ্চাৎভাগে বদ্ধ হইলে গরুটী কাশিতে থাকে ও উহার মুখ দিয়া লাল পড়িতে থাকে, তখন জলপান করিতে গেলে নাক দিয়া জল বাহির হইয়া যায়।

যদি অন্ননালীর কোন স্থানে বদ্ধ হয় তাহা হইলে দুই বা তিনবার ঢোক গিলিবার পর এবং যে স্থান বদ্ধ হইয়াছে সেই স্থান পর্য্যন্ত জল পূর্ণ হইলে পর মুখ ও নাক দিয়া জল বাহির হইয়া যায়।

গরুটী অত্যন্ত অসুস্থ হয় তাহার আকৃতি দেখিলে কষ্টের চিহ্ন স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, গলায় মাংসপেশী সকল থাকিয়া থাকিয়া সঙ্কুচিত হইতে বা টানিয়া যাইতে দেখা যায়; যে পদার্থ বদ্ধ হইয়া থাকে তাহাকে পাকস্থলীতে নামাইয়া দিবার জন্য কিম্বা মুখ দিয়া তুলিয়া ফেলিবার জন্য গরুটী ঐরূপ করিতে থাকে। অল্প সময়ের মধ্যে শিমলা রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়, আর রুগ্ন পশুর শীঘ্রই কোন প্রতীকার না করা হইলে উহার পেটের বামদিক অত্যন্ত ফুলিয়া উঠে।

গলার কোন স্থানে বদ্ধ হইলে মুখের ভিতর পশ্চাৎ অংশে হাত দিলে উহা অনুভব করা যায়।

মুখের পশ্চাৎভাগ ও বুকের মধ্যস্থ অন্ননালীর কোন অংশ ঐরূপ আবদ্ধ হইলে মুখের পশ্চাৎভাগে বা গলার কোন স্থানে ইহার লক্ষণ পাওয়া যাইবে না, ঐরূপ স্থলে লক্ষণাদি দৃষ্ট না হইলে বুঝিতে হইবে যে বুকের মধ্যে অন্ননালীর কোন অংশ রুদ্ধ হইয়াছে এবং পশুটী জলপান করিলে ঐ জল গলার নিম্নভাগ দিয়া কোনরূপ প্রতিবন্ধক না পাইয়া অন্ননালীর ভিতর প্রবেশ করে, কিন্তু দুই তিনবার জল গিলিবার পর গলার নিম্নস্থ অন্ননালী ক্রমে জল পূর্ণ হয়, অবশেষে জল গলার উপরিভাগ পর্য্যন্ত পূর্ণ হইলে জল বমন করিয়া ফেলে।

চিকিৎসা—আধ পাঁইট গরম তৈল দুই আউন্স আরকের (মদের) সহিত উত্তমরূপে মিশাইয়া খুব সাবধানে ধীরে ধীরে খাওয়াইবে। এই রূপ করিলে অন্ননালী বা উহাতে যে খাদ্য দ্রব্য বা অপর পদার্থ আছে তাহা তৈল সিক্ত হইয়া সরল হয় এবং উহা অন্ননালীকে সঙ্কুচিত করিয়া ঐ আবদ্ধ বস্তু সরাইয়া দেয়।

দুই একবার বমি করিয়া ঔষধ ফেলিয়া দিতে পারে কিন্তু তথাপি যত্নপূর্ব্বক বার বার অল্প অল্প করিয়া ঔষধ খাওয়াইবে।

তৈল সেবন করাইবার সময় বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত, কারণ শ্বাসনালীতে কিছু তৈল প্রবেশ করিলে গরু মরিয়া যাইতে পারে।

গলার পশ্চাৎ ভাগে কোন বস্তু আটকাইয়া গেলে হাত দিয়া তাহা বাহির করিয়া দিবে। গলার ভিতরকার অন্ননালী বদ্ধ হইলে পূর্ব্বোক্ত মসিনার তৈল ও মদ খাওয়াইবার পর অঙ্গুলি দিয়া গলার বাহিরের ফুলা আস্তে আস্তে টিপিবে, এইরূপ করিলে ঐ আবদ্ধ বস্তু একটু সরিয়া যাইবে। তৎপরে আরও কিছু মসিনার তৈল ও মদ খাওয়াইয়া ফুলা স্থানে আরও কিছু অধিক জোরে টিপিবে। কিছুক্ষণ এইরূপ করিতে করিতে আবদ্ধ বস্তু প্রায় নামিয়া যায় ও গরুটা আরাম হয়।

বুকের মধ্যে অন্ননালীর কোন অংশে খাদ্য আটকাইয়া গিয়াছে ইহা যদি লক্ষণদ্বারা অনুমান হয় এবং ক্রমাগত মসিনার তৈল ও মদ খাওয়ানতেও যদি ঐ আবদ্ধ বস্তু সরিয়া না যায় তাহা হইলে একটী দীর্ঘ ফাঁপা রবারের নল মুখের ভিতর দিয়া অন্ন নালীর যেখানে খাদ্য আটকাইয়া গিয়াছে সেই স্থান পর্য্যন্ত চালাইয়া দিয়া পরে সামান্য চাড় দিলে ঐ আবদ্ধ বস্তু প্রায়ই পাকস্থলীতে নামিয়া যায়। আর ঐরূপ রবারের নল পাওয়া না যাইলে একটি লম্বা, অঙ্গুলের মত মোটা বেতের অগ্রভাগে তুলা কিম্বা শোনের এঁসো ও নেকড়া জড়াইয়া গোল করিয়া একটি ছোট পুঁটলি করিবে, পরে উহা তৈলাক্ত করিয়া মুখের ভিতর দিয়া আবদ্ধ স্থান পর্য্যন্ত চালাইয়া দিবে। এবং আস্তে আস্তে আবদ্ধ বস্তুর

উপর ঠেলিয়া দিবে, এইরূপ করিবার সময়ে আর এক ব্যক্তি গরুর মুখ ফাঁক করিয়া ধরিবে।

কখন কখন এরূপ ঘটিয়া থাকে যে আবদ্ধ বস্তু লাগিয়া বা বেশী জোরে নল চালাইবার জন্য অথবা বেতের অগ্রভাগের পুঁটলী ভাল করিয়া না বাঁধায় অন্ন নালী কাটিয়া যাইতে পারে বা ক্ষত বিক্ষত হয়। সেরূপ হইলে অন্ননালী চিরকালের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হওয়াই সম্ভব, এবং এরূপ স্থলে অন্ননালীতে পুনর্ব্বার খাদ্য দ্রব্য আবদ্ধ হইবার সম্ভাবনা থাকে।

এইরূপে গলা রুদ্ধ হইলে কিছু কালের জন্য গলার সেই স্থান দুর্ব্বল থাকে অতএব তিন চারি দিন ধরিয়া কেবল ভাতের মাড় ও ভাত প্রভৃতি নরম খাদ্য খাওয়াইবে পরে ক্রমে ক্রমে নরম তাজা ঘাস ইত্যাদি খাইতে দিবে।

গলার মধ্যকার অন্ননালী বদ্ধ হইয়া যদি ঐ আবদ্ধ বস্তু কিছুতে দূর না হয়, তাহা হইলে সুযোগ্য পশু চিকিৎসকেরা গলার অন্ননালী অস্ত্রদ্বারা ছিদ্র করিয়া ঐ আবদ্ধ বস্তু দূর করিয়া দেওয়া উচিত।

দশম অধ্যায়।

পেটফুলা রোগ।

সচরাচর প্রচলিত ইহার দেশীয় নামগুলি এই :—

পথলগ্ন, ওফারা, বাজিও, সিমলা ও কখন কখন পশ্চিমা।

রোগের প্রকৃতি—এই রোগে গরুর প্রথম পাকস্থলী বা রুমেন গ্যাস বা বায়ু কর্ত্তৃক ফুলিয়া উঠে।

কারণ—গরুর প্রায়ই এই রোগ হইয়া থাকে এবং ইহা অনিয়মিত খাবার দোষেই উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ যে খাদ্য খাওয়া গরুর পূর্ব্বে অভ্যাস ছিল না সেই খাদ্য খাইলেই এই রোগ হইতে পারে। গ্রীষ্মের পর

বর্ষার প্রথম বৃষ্টি পড়িলে যখন রসাল ছোট ছোট গাছ গাছড়া অধিক পরিমাণে খায়, তখনই এই রোগে আক্রান্ত হয়। দলের মধ্যে অনেক গরু এইরূপে রোগগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা। এই পাড়া দেশান্তর হইতে আনীত অথবা মড়করূপে দৃষ্ট হইতে পারে।

শিমলা রোগ কখন কখন অন্ননালী বদ্ধ হইবার লক্ষণ স্বরূপ দেখা গিয়া থাকে (দশম অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

রোগের লক্ষণ—এই রোগের লক্ষণ সকল শীঘ্র শীঘ্র বর্দ্ধিত হয়; পেটের বাঁদিকের পশ্চাৎ ভাগ ফুলিয়া উঠে, আর ঐ ফুলার উপর অঙ্গুলি দিয়া আঘাত করিলে বুঝিতে পারা যায় যে প্রথম পাকস্থলীতে বায়ু জন্মিয়াছে। শ্বাস প্রশ্বাসে গরুর কষ্ট হয়; মুখটি সামনের দিকে বাড়াইয়া রাখে; গরু গোঁ গোঁ শব্দ করিতে থাকে; স্থিরভাবে শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে এবং দেখিলে বোধ হয় যেন নড়িতে চড়িতে অশক্ত।

পেটের ফোলা শীঘ্র শীঘ্র বর্দ্ধিত হয় ও অন্যান্য লক্ষণগুলি গুরুতর হইয়া উঠে। গরুটি শুইয়া থাকিলে নিশ্বাস প্রশ্বাসে অতি কষ্ট হয় এবং উহা শীঘ্রই উঠিয়া দাঁড়ায়। পাকস্থলীর বায়ু যদি বাহির করিয়া না দেওয়া হয়, তাহা হইলে প্রতি মুহূর্ত্তে নিশ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট বৃদ্ধি হয়; অবশেষে পেট অত্যন্ত ফুলিয়া উঠাতে গরু দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না, তখন পড়িয়া যায় ও দম আটকাইয়া মরিয়া যায়।

রোগের স্থিতিকাল—এই রোগটিকে অনেক সময় অন্য রোগ বলিয়া ভুল করা হয় এবং ইহা শীঘ্র বাড়িয়া উঠে বলিয়া ইহা কোন বিষ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এমনও কখন কখন বিবেচনা করা হয়। এই রোগ শীঘ্র শীঘ্র বর্দ্ধিত হইলে এক হইতে তিন ঘণ্টা পর্য্যন্ত থাকে; এবং ধীরে ধীরে বর্দ্ধিত হইলে গরুটি আট ঘণ্টা হইতে বার ঘণ্টা পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকিতে পারে।

চিকিৎসা—যত শীঘ্র সম্ভব ৭ নং ব্যবস্থামত ঔষধ খাওয়াইবে। ঐ ঔষধের উত্তমরূপ ফল দর্শিলে গরু শীঘ্র উদ্গার করিতে থাকে; এবং যত

উদ্গার করিতে থাকে তত পেটের ফুলা কমিয়া যায় ও নিশ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট দূর হইয়া যায়।

মলদ্বারে পিচকারী দিলে সুবিধা হয় এবং পাওয়া যাইলে রবারের নল ব্যবহার করা যাইতে পারে।

যে স্থলে ঔষধদ্বারা উত্তমরূপ ফল না হয় সে স্থলে পাকস্থলী হইতে গ্যাস বাহির করিবার জন্য উপযুক্ত যন্ত্রের দ্বারা গোচিকিৎসক পাকস্থলীতে ছিদ্র করিয়া থাকেন।

যে সকল স্থলে বিলম্ব করিলে ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা, সে স্থলে গোচিকিৎসকগণ নিম্নলিখিত প্রণালীদ্বারা এই কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারেন। সকলের শেষ পাঁজর ও উরুতের হাড়ের অগ্রভাগ এই দুইটীর মধ্যে বাঁদিকের উপরাংশে এবং সর্ব্বশেষে পাঁজর, উরুতের হাড় ও কোমরের হাড়ের ঠিক মধ্যস্থলে কলমকাটা ছুরির ন্যায় একটী সাধারণ ছুরিদ্বারা চামড়া ভেদ করিয়া স্ফীত পাকস্থলীর মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিবে। ছয় ইঞ্চি লম্বা ও কনিষ্ঠ অঙ্গুলির ন্যায় মোটা এক খণ্ড ফাঁপা কঞ্চি প্রবেশ করিতে পারে ছিদ্র এইরূপ বড় হওয়া আবশ্যক।

ছুরিদ্বারা যে ছিদ্র করা হইয়াছে তাহার মধ্য দিয়া ফাঁপা কঞ্চি পাকস্থলীতে প্রবেশ করাইলে পর ঐ কঞ্চির ভিতর দিয়া বায়ু শীঘ্র নির্গত হয় এবং গরুটিও শীঘ্র আরোগ্য হইয়া থাকে। ঐ কঞ্চিটী এক ঘণ্টা কাল রাখিবে কিম্বা যে পর্য্যন্ত না ফুলার সমস্ত লক্ষণ দূর হয় সে পর্য্যন্ত প্রবেশ করাইয়া রাখিবে।

পাছে ঐ কঞ্চিটী পেটের ভিতর একেবারে ঢুকিয়া যায় এই জন্য তিন ইঞ্চি লম্বা এক টুকরা কাষ্ঠ ঐ কঞ্চির যে অংশ পেটের বাহিরে থাকে তাহার অগ্রভাগ হইতে প্রায় এক ইঞ্চি দূরে আড়াআড়ি ভাবে বাঁধিয়া দিবে। তাহার পর একটী বিরেচক ঔষধ খাওয়াইবে (১ বা ২ নং ব্যবস্থা দ্রষ্টব্য)।

সবুজ তাজা ঘাস অল্প অল্প করিয়া খাইতে দিবে, কিন্তু কোন প্রকারে কোন খাদ্য অধিক পরিমাণে খাইতে দিবে না।

রোগনিবারণের উপায়—কোন দলের একটী গরুর এই পীড়া হইলে, অবশিষ্টগুলি অধিক খাইয়া যাহাতে পীড়িত না হয় এইরূপ ব্যবস্থা করিবে।

একাদশ অধ্যায়।

গরুর প্রথম পাকস্থলী বা (রুমেন) খাদ্য দ্রব্যদ্বারা ফুলিয়া উঠা এবং খাদ্য দ্রব্য পাকস্থলীতে আবদ্ধ হইয়া থাকা।

গরু ও ভেড়া উভয়েরই এই পীড়া হইয়া থাকে।

রোগের প্রকৃতি—অত্যন্ত পাকা উলু ঘাস বা খাকড়ার ন্যায় মোটা শক্ত এবং সহজে হজম হয় না এমন খাদ্য আহার করিলে তাহাদ্বারা প্রথমে বৃহৎ পাকস্থলী ফুলিয়া উঠে অথবা কখন কখন অনেকদিন ধরিয়া অনাহারের পর পশুকে অধিক পরিমাণে সুন্দর খাদ্য খাইতে দেওয়া হইলে ঐ পশু ঐরূপ খাদ্য অধিক পরিমাণে খাইয়া পাকস্থলী পূর্ণ করে, কিম্বা এক কালে অধিক পরিমাণে শস্য খাইয়া পশুটির কখন কখন এই পীড়া হয়।

কখন কখন পশুদিগকে প্রচুর পরিমাণে জলপান করিতে না দেওয়াতেও এই পীড়া হয়।

রোগের কারণ—পাকস্থলী খাদ্য দ্রব্যদ্বারা অতিমাত্র পূর্ণ হইলে প্রথমতঃ উহার কার্য্য ধীরে ধীরে হইতে থাকে, এবং ক্রমাগত ইহার মাংসপেশীকে চাপ দেওয়াতে ও সেই পেশী অধিক পরিমাণে বিস্তৃত হওয়ায় উহা নিস্তেজ হইয়া পড়ে ও কার্য্য করিতে অসমর্থ হয় এমনকি উহা পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়া অক্ষম হইয়া পড়ে।

রোগের লক্ষণ—ইহার লক্ষণ সকল "শিমলা" রোগের লক্ষণের সহিত ভুল হইতে পারে, যেহেতু "শিমলা" রোগেও পাকস্থলী বায়ু বা গ্যাস কর্ত্তৃক ফুলিয়া উঠে ; কিন্তু এই রোগের লক্ষণ সকল ক্রমশঃ প্রকাশ পায়। প্রথমতঃ গরুটী নিস্তেজ হয় এবং ভুক্তদ্রব্য পুনর্ব্বার চর্ব্বণ করে না, পেটের বামদিক ক্রমে ক্রমে ফুলিয়া থাকে এবং অঙ্গুলি দিয়া আঘাত করিলে বা চাপিয়া ধরিলে "শিমলা" রোগে যেরূপ শব্দ হয় ইহাতে সেইরূপ ফাঁপা অর্থাৎ ঢাকের মত শব্দ হয় না। কিন্তু খাদ্য পূর্ণ থাকায় কঠিন বোধ হয় এবং নরম মাটীতে অঙ্গুল টিপিলে যেরূপ অঙ্গুলের দাগ বসে ইহাকে টিপিলে সেইরূপ দাগ হয়।

ইহাতে কোষ্টবদ্ধও থাকিতে পারে। দুই এক ঘণ্টার মধ্যে রোগের লক্ষণ সকল বর্দ্ধিত হয় গরুটী সহজে নিশ্বাস প্রশ্বাস লইবার জন্য নাসিকা বাড়াইয়া রাখে, নিশ্বাস প্রশ্বাস ঘন ঘন বহিতে থাকে, ও সেই সময়ে প্রায় গোঁ গোঁ শব্দ হইতে থাকে। গরুটী শয়ন করিয়া থাকিলে প্রায় ডান পাশে ভর দিয়া থাকে ; শুইয়া থাকিলে নিশ্বাস প্রশ্বাসে অধিক কষ্ট হয় বলিয়া গরুটী শীঘ্রই উঠিয়া পড়ে, এবং সেই জন্যই প্রায় দাঁড়াইয়া থাকে ; নিশ্বাস প্রশ্বাসে অত্যন্ত কষ্ট হইতে থাকে, প্রতি নিশ্বাস প্রশ্বাসের সময় গোঁ গোঁ শব্দ হয় এবং দাঁতে দাঁতে ঘর্ষণ করে। এই অবস্থায় পাকস্থলীর মধ্যস্থিত খাদ্য দ্রব্য গাঁজিয়া উঠায় উহা আরও ফুলিয়া উঠে ; নাড়ী অত্যন্ত সরু ও দুর্ব্বল হয়, কষ্টের সহিত শ্বাস প্রশ্বাস লইয়া থাকে, এবং গরুটী শীঘ্র পড়িয়া একেবারে দম বন্ধ হইয়া মরিয়া যায়।

রোগের স্থিতিকাল—এক দিন হইতে তিন দিন পর্য্যন্ত এই রোগ থাকে।

চিকিৎসা—যাহাতে পাকস্থলীর মধ্যস্থিত খাদ্য দ্রব্য জীর্ণ হইতে পারে সেই উদ্দেশ্য পূর্ণ হইতে পারে এমন চিকিৎসা করা আবশ্যক। তৎক্ষণাৎ একটী কড়া জোলাপ দিবে। গরম জলে সাবান গুলিয়া তাহার সহিত উত্তম রূপে তৈল মিশ্রিত করিয়া পনর মিনিট অন্তর মলদ্বারে পিচকারী দিবে।

সমস্ত পেট, বিশেষতঃ বামদিকটী হাত দিয়া উত্তমরূপে ডলিয়া দিবে। এবং সমস্ত পেট বিশেষতঃ ফোলা পাকস্থলীর উপর গরম সেক দিবে। এক বা দুই আউন্স মসিনার তৈলের সহিত ৮নং ব্যবস্থামত উত্তেজক ঔষধ তিন চারি ঘণ্টা অন্তর খাওয়াইবে। পনর বা কুড়ি ঘণ্টার মধ্যে মল নির্গত না হইলে এক বা দুই নম্বর ব্যবস্থামত আর একবার জোলাপ খাওয়াইবে ও পূর্ব্বমত পিচকারী দিতে থাকিবে। গরুটী ক্রমে অধিক নিস্তেজ হইয়া চৈতন্য নাশের লক্ষণ প্রকাশ করিলে ৮ নং ব্যবস্থা-মত উত্তেজক ঔষধ পুনঃ পুনঃ খাওয়াইবে। গরম জল ও পাতলা মসিনার মাড় গরুটী যত খাইতে পারে তত খাইতে দিবে।

দাস্ত হইতে আরম্ভ হইলে রোগের লক্ষণ সকল কম থাকে, কিন্তু আরাম হইবার পর কিছুদিন পর্য্যন্ত গরুটীকে প্রত্যহ এক দুই আউন্স লবণের সহিত কেবল মসিনার মাড় ও ভুষি খাইতে দিবে; এবং রোগের সমস্ত লক্ষণ ও পাকস্থলী ফোলা দূর হইলে, নরম তাজা কচি ঘাস প্রতি-বার অল্প অল্প খাইতে দিবে, কারণ পাকস্থলী অত্যন্ত বিস্তৃত হওয়াতে গরুটী কিছু দিনের জন্য দুর্ব্বল থাকে এবং অধিক পরিমাণে খাইতে দিলে উহার পাকস্থলীর কার্য্য স্থগিত হইয়া যায় এবং উহা অতিরিক্ত পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা।

পাকস্থলী ও অন্ত্রের উপর কোন ঔষধের ক্রিয়া ভালরূপে না হইলে রোগের লক্ষণ সকল গুরুতর রূপে বর্দ্ধিত হয়, ও পাকস্থলীর প্রদাহ উপ-স্থিত হয়। ফুলা পাকস্থলীর উপর টিপিলে যদি ঐ গরুটী অত্যন্ত কষ্ট বোধ করে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে পাকস্থলীর প্রদাহ উপস্থিত হইয়াছে। এবং তাহা হইলে নিশ্বাস প্রশ্বাস পূর্ব্বের অপেক্ষা অধিক ঘন ঘন হইতে থাকে, এবং গরুটী আরও জোরে গোঁ গোঁ শব্দ করিতে থাকে। আর পাকস্থলী ফুলার কোন উপশম না হইলে গরুটী শীঘ্র মরিয়া যায়। এরূপ স্থলে গরুটী রক্ষা করিবার একমাত্র উপায় এই যে তীক্ষ্ণ ছুরি দিয়া সর্ব্বশেষের পাঁজর ও উরুতের হাড়ের অগ্রভাগের মধ্যে পার্শ্বদিকে অস্ত্র করিয়া দেওয়া; পাছার এড়ো ভাবে স্থিত হাড় হইতে দুই ইঞ্চি পরিমাণে

উপর হইতে কাটিতে আরম্ভ করিয়া ছয় হইতে আট ইঞ্চি পরিমাণে লম্বা করিয়া পেটের সমুদয় মাংস ভেদ করিয়া কাটিবে এবং তৎপরে পাকস্থলী ভেদ করিয়া হাত দিয়া প্রায় সমস্ত খাদ্য দ্রব্য বাহির করিয়া ফেলিবে এবং পাকস্থলীতে দুই বা এক সের মসিনার মাড় ঢালিয়া দিবে। তাহার পর পাকস্থলীর ছিদ্র ও পেটের পার্শ্বের ছিদ্র সেলাই করিয়া দিবে এবং বাহিরের ঘায়ে ২৮ নং ব্যবস্থা মত ঔষধ লেপিয়া দিবে। যাহারা অস্ত্র চিকিৎসায় বিশেষ পারদর্শী তাহাদের দ্বারাই এই কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়া থাকে। এই কার্য্য অতিশয় গুরুতর বোধ হইলেও পাকস্থলীর প্রদাহ হইবার অনতিবিলম্বে অস্ত্র চিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসা করাইবে। এইরূপ করিলে গরুটী সচরাচর আরগ্য লাভ করিয়া থাকে।

রোগ নিবারণের উপায়—রোগের পূর্ব্বোক্ত কারণ সমূহ নিবারণ করিলেই রোগ নিবারিত হইবে।

দ্বাদশ অধ্যায়।

গরুর তৃতীয় পাকস্থলীতে ভুক্তদ্রব্য আবদ্ধ হইয়া থাকা।

রোগের প্রকৃতি—তৃতীয় পাকস্থলীতে কঠিন শুষ্ক দুষ্পাচ্য খাদ্য দ্রব্য জমিয়া এই রোগ উৎপন্ন হয়। এই সকল খাদ্য ক্রমে ক্রমে সঞ্চিত হইয়া এরূপ কঠিন শুষ্ক ও জমাট বাঁধিয়া যায় যে তদ্দ্বারা পাকস্থলীর কার্য্য অল্পাধিক পরিমাণে স্থগিত হয় এবং গুরুতর স্থলে পাকস্থলীর কার্য্য একেবারে বন্ধ হইয়া যায়।

কারণ—গ্রীষ্মকালে এই রোগ অধিক হইয়া থাকে এবং যে সময়ে মাঠে ঘাস ও জলের অত্যন্ত অনাটন হইয়া থাকে সেই সময়ে এই রোগ সচরাচর ঘটে। সেই সময় গরু ও ভেড়া ক্ষুধার জ্বালায় কঠিন

ও আঁশযুক্ত ঘাস খাকড়া ও গাছ গাছড়ার ডাল খাইতে বাধ্য হয়; তাহাতে তৃতীয় পাকস্থলী ঐ প্রকার কঠিন অস্বাস্থ্যকর খাদ্য দ্রব্য চূর্ণ ও জীর্ণ করিতে অপারগ হয় সুতরাং ঐ সকল দ্রব্য পাকস্থলীর মধ্যে ক্রমে ক্রমে সঞ্চিত হইয়া কঠিন হয় ও জমাট বাঁধিয়া যায়।

লক্ষণ—গরুটী জাবর কাটে না, ক্ষুধা থাকে না, নিশ্বাস প্রশ্বাস ঘন ঘন বহিতে থাকে, এবং উহার সহিত গোঁ গোঁ শব্দ হয়। শ্বাসযন্ত্র ও তাহার আবরণের প্রদাহ রোগে যেরূপ শব্দ শুনা যায় এই রোগে নিশ্বাস প্রশ্বাসের সহিত প্রায় সেইরূপ শব্দ হইয়া থাকে। কোষ্ঠবদ্ধ থাকে, কখনও বা রোগের প্রথম অবস্থায় অল্প পেটের অসুখ হয় কিন্তু কোষ্ঠ বদ্ধ থাকাই সাধারণ নিয়ম। কখন কখন পাতলা মল অল্প পরিমাণে নির্গত হয়, এবং উহার সহিত তৃতীয় পাকস্থলী হইতে স্খলিত কঠিন কাল রঙের জমাট বাঁধা ভুক্ত দ্রব্যের অংশ সকল নির্গত হয়।

প্রস্রাব ঘোর বর্ণযুক্ত হয় এবং অনেক সময় "পেটফুলা" বা "সিমলা" রোগের লক্ষণ সকল ইহাতে দৃষ্ট হয়।

এই রোগের প্রতীকার না করিলে পাকস্থলীর প্রদাহ জন্মে। এরূপ স্থলে শ্বাস প্রশ্বাস অধিক ঘন ঘন বহিতে থাকে এবং গোঁ গোঁ শব্দ স্পষ্ট শুনা যায়; পীড়িত পশুটী দাঁতে দাঁতে ঘর্ষণ করে এবং উহার মুখের আকৃতি দেখিলে বোধ হয় যে উহা অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছে। মুখ, কাণ এবং শিং শীতল হয়; নাড়া অত্যন্ত দুর্ব্বল ও সূতার ন্যায় সরু হয় এবং প্রতি মিনিটে ৮৫ হইতে ১০০ বার নাড়ীর গতি অনুভূত হয়, মল ত্যাগ হইলে তাহার কতকাংশ পাতলা ও কতকাংশ ছোট ছোট গুটলে মিশ্রিত দেখা যায় ও উহাতে অত্যন্ত দুর্গন্ধ অনুভূত হয়। এখন গোঁ গোঁ শব্দ গিয়া মৃদু কাতর ধ্বনি হইতে থাকে, কখন কখন রোগের শেষ অবস্থায় গরুটী অচৈতন্য হইয়া পড়ে; কোন কোন স্থলে অত্যন্ত উত্তেজনার লক্ষণ সকল উপস্থিত হয়, সম্ভবতঃ "এবোমেশম" নামক চতুর্থ পাকস্থলীর প্রদাহের জন্য এই সকল লক্ষণ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

রোগের স্থিতিকাল—এই রোগ পাঁচ হইতে পনর দিন পর্য্যন্ত থাকিতে পারে।

চিকিৎসা—যে সকল কঠিন শুষ্ক ও জমাট বাঁধা ভুক্ত দ্রব্য দ্বারা পাকস্থলী অতিরিক্ত ভাবে পূর্ণ ও আবদ্ধ রহিয়াছে ঐ সকল পদার্থ দূর করাই চিকিৎসার প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া আবশ্যক।

১ বা ২ নং ঔষধ শীঘ্র খাওয়াইয়া দিবে।

আধসের পরিমাণ গরম মসিনার মাড়ের সহিত দুই বা তিন আউন্স মদ মিশাইয়া ৫। ৬ ঘণ্টা অন্তর প্রতিবার খাওয়াইবে।

পথ্য—কেবল মসিনা কিম্বা ভাতের পাতলা মাড় প্রচুর পরিমাণে খাওয়াইবে; ইহা দ্বারা দাস্তও পরিষ্কার হইতে পারে এবং তৃতীয় পাকস্থলীতে যে সকল কঠিন দ্রব্য জমাট বাঁধিয়াছে তাহাও ইহা দ্বারা নরম হইয়া বহির্গত হইবার সুবিধা হইতে পারে। ২৭ ঘণ্টার মধ্যে দাস্ত হইবার কোন লক্ষণ প্রকাশ না পাইলে যে জোলাপ খাওয়ান হইয়াছে তাহার অর্দ্ধেক পরিমাণ সেই জোলাপ পুনরায় খাওয়াইবে এবং যে পর্য্যন্ত না বাহ্যে হয় সে পর্য্যন্ত ঐ মসিনার মাড় ও মদ ৫। ৬ ঘণ্টা অন্তর খাওয়াইতে থাকিবে। পেটের উপর উত্তম রূপে গরম জলের সেক দেওয়া যাইতে পারে ও ৮ নং ব্যবস্থামত ঔষধ দিবসে দুইবার খাওয়াইবে।

গরুকে প্রচুর পরিমাণে পাতলা মাড় খাওয়ান আবশ্যক। ইহা দ্বারা তৃতীয় পাকস্থলীর উপর ঔষধের কার্য্য হইবার সুবিধা হইতে পারে ও পাকস্থলীর কার্য্যও হইতে পারে এবং পাকস্থলীতে শুষ্ক কঠিন জমাট বাঁধা যে সকল দ্রব্য থাকে, তাহাও বহির্গত হইতে পারে।

প্রচুর পরিমাণে পাতলা মাড় খাইতে দিলে ঐ সকল কঠিন ভুক্তদ্রব্য খুব নরম হইবে, এবং তৃতীয় পাকস্থলীর ভাঁজ হইতে বাহির হইয়া চতুর্থ পাকস্থলী ও অন্ত্রের মধ্যে যাইবার বিশেষ সুবিধা হইবে।

এই সকল কঠিন জমাট বাঁধা গুটলে বাহির হইতে প্রায় অনেক দিন লাগিয়া থাকে, সুতরাং মলের সহিত যে পর্য্যন্ত ঐ রূপ কঠিন জমাট বাঁধা গুটলে দেখা যাইবে, সে পর্য্যন্ত পাতলা মাড় খাইতে দেওয়া আবশ্যক।

গরুটীর আরোগ্য লক্ষণ দেখিলে উহাকে অল্প অল্প করিয়া তাজা নরম ঘাস খাইতে দিবে এবং কয়েক দিবস কেবল কোমল ও রেচক খাদ্য দ্রব্য খাইতে দিবে। গরুটিকে কঠিন শুষ্ক ঘাস কিম্বা খড় খাইতে দিলে পুনরায় উহার ঐ রূপ পীড়া হইবার অধিক সম্ভাবনা।

মৃতদেহের লক্ষণ—কোন গরু এই রোগে মৃত হইলে ইহা দৃষ্ট হয় যে উহার তৃতীয় পাকস্থলী অতিশয় কঠিন, শুষ্ক, জমাট বাঁধা আঁশযুক্ত খাদ্য দ্রব্য কর্ত্তৃক দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ হইয়াছে। উহা এত কঠিন ও শুষ্ক হইয়া থাকে যে মসিনার খোলের ন্যায় দেখায়।

রোগ নিবারণের উপায়—পালের মধ্যে একটী গরুর এই পীড়া হইলে অবশিষ্ট গরুগুলিকে, সহজে জীর্ণ হয় এমন ঘাস, ও প্রচুর পরিমাণে জল খাইতে দেওয়া উচিত।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

রক্ত প্রস্রাব বা ম্যালেরিয়া।

নাম—লাল পিসাব (হিন্দি) রক্তমূত্র (বাঙ্গালা)।

রোগের প্রকৃতি—ম্যালেরিয়া ঘটিত ইহা একটী বিশেষ সংক্রামক রোগ। ইহাতে রক্তের লাল কণিকাগুলি নষ্ট হইয়া থাকে।

আমেরিকার যুক্তরাজ্যে ও অষ্ট্রেলিয়ায় এই রোগ সচরাচর দৃষ্ট হয়।

সম্ভবতঃ ইহা কেবল গরুদিগেরই রোগ। অশ্ব ও মেষ ইহা হইতে অব্যাহতি পাইয়া থাকে।

ভারতবর্ষে ইহাকে রক্ত প্রস্রাব বলা হয়, কিন্তু এই নাম তেমন যুক্তি সঙ্গত নহে, যেহেতু রক্তবর্ণ প্রস্রাব ইহার সাধারণ লক্ষণ হইলেও সকল

ক্ষেত্রে সর্ব্বদা বিদ্যমান থাকে না। রক্ত প্রস্রাব বা রক্তের ছিটযুক্ত প্রস্রাব অন্যান্য নানা কারণে উৎপন্ন হইতে পারে; যেমন মূত্রাশয়ের মূত্রোৎপাদক যন্ত্রের বা জননেন্দ্রিয়ের কোন ক্ষতি হইলেও ঐরূপ হইতে পারে। অজীর্ণ বা দুর্ব্বলতারও ইহা একটী লক্ষণ হইতে পারে। কিন্তু এই পরিচ্ছেদে কেবলমাত্র এই বিশেষ রোগের বিষয় কথিত হইবে।

রোগের কারণ—এই রোগ এক প্রকার এঁটুলি নামক ক্ষুদ্র কীট কর্ত্তৃক বিস্তৃত হইয়া থাকে। ইহারা গরুর চর্ম্মে সংলগ্ন হইয়া তাহাতে রোগের বীজ সংযুক্ত করে। তৎপরে ঐ কীটগুলি সংক্রামিত পশুর গাত্র হইতে পড়িয়া যায়, এবং ডিম্ব প্রসব করে ও মরিয়া যায়। কালক্রমে ঐ ডিম্বগুলি ফুটিয়া উঠে, তখন নব প্রসূত কীটাণুগুলি হইতে আবার রোগ বিস্তার হইতে থাকে।

রোগ প্রকাশের পূর্ব্বকাল—এই রোগ প্রকাশের পূর্ব্বকাল এক প্রকার অনিশ্চিত। সম্ভবতঃ চারি দিন হইতে অনেক সপ্তাহ পর্য্যন্ত।

রোগের লক্ষণ—প্রবল ও কোমল ভেদে এই রোগ দুই প্রকার। প্রবল লক্ষণযুক্ত রোগ সচরাচর গ্রীষ্মকালে এবং কোমল লক্ষণযুক্ত রোগ শীতকালে দেখা যায়।

উত্তাপ বৃদ্ধি ইহার প্রথম বিশেষ লক্ষণ, এবং ঐ পশুটী নিস্তেজ উদ্বেগ বিহীন আকার ধারণ করে। মাথা ও কাণ নত হইয়া পড়ে এই রোগের প্রারম্ভে উদরে যাতনা অনুভূত হয় ও রক্তমলযুক্ত পেটের পীড়া হয় কিন্তু কোষ্ঠবদ্ধতাই উদরের পীড়ার প্রধান লক্ষণ। কোষ্ঠবদ্ধতা ও প্রস্রাবের বর্ণ পরিবর্ত্তন এক কালেই ঘটিয়া থাকে। এই রোগাক্রান্ত জন্তু উদাসভাব ধারণ করে; কিন্তু প্রবল লক্ষণযুক্ত রোগের গতি এত দ্রুত হয় যে শরীর সাধারণতঃ অল্প মাত্রই ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয়। যাহারা রোগ হইতে আরোগ্য হয় তাহারা পরিশেষে অত্যন্ত ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয়। মাংসপেশীর দুর্ব্বলতা প্রথমেই বিশেষভাবে লক্ষিত হয় এবং ঐ রোগাক্রান্ত পশুটী দাঁড়াইয়া থাকিলে বিশেষতঃ দৌড়িতে থাকিলে তাহার

পশ্চাৎভাগ দুলিতে থাকে। প্রবল লক্ষণযুক্ত রোগ হইলে প্রস্রাব গাঢ়তর ও রক্তবর্ণ হইতে তাম্রবর্ণে পরিবর্ত্তিত হয়; কখন বা ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণে পরিবর্ত্তিত হয় এবং কোন কোন পশু পীড়ার প্রথম লক্ষণ প্রকাশের পর ৩৬ হইতে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে মরিয়া যায়। যাহা হউক প্রবল লক্ষণ-যুক্ত রোগের স্থিতিকাল সচরাচর চারি পাঁচ দিন। এই রোগ মৃদু ও দীর্ঘ-কাল স্থায়ী হইলে ঐ গরুটী অল্পে অল্পে ক্ষীণ ও অবসন্ন হইয়া মরিয়া যায় এবং প্রায় ১৪ দিনে রক্ত হীনতার লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়, অথবা উহারা আরো অধিক দিন বাঁচিয়া থাকিতে পারে। সর্ব্বদাই রোগের পুনরাক্রমণ দৃষ্ট হয় এবং কোন কোন স্থলে এই রোগ অনেক মাস ধরিয়া থাকিতে পারে আক্রান্ত পশুর মৃত্যু সংখ্যা শতকরা ৪০টী হইতে ৯০টী পর্য্যন্ত। এই রোগাক্রান্ত দলে প্রায় সর্ব্বদা এ প্রকার কীট দৃষ্ট হয়, কিন্তু সর্ব্বস্থলেই যে ঐরূপ হইবে তাহা নহে, যেহেতু কীট উৎপন্ন হইয়া প্রথম প্রথম এই রোগ উৎপাদন করিয়া থাকে।

মৃতদেহের লক্ষণ—মাংস রক্তহীন ও কোমল হয়, গরু অত্যন্ত শীর্ণকায় হয়, অন্ত্র ও চতুর্থ পাকস্থলীর মধ্যকার ঝিল্লীতে রক্তাধিক্যবশতঃ লাল অংশ সকল দৃষ্ট হয়, এবং হৃদযন্ত্রের আভ্যন্তরিক ঝিল্লীতে লাল দাগ থাকে। প্লীহা ও যকৃৎ প্রধানতঃ এই রোগে আক্রান্ত হয়, প্রথমটী অত্যন্ত বৃহৎ হয় ও উহাতে রক্তাধিক্য প্রকাশ পায়। শেষোক্তটীও আকৃতিতে বৃহৎ হয় এবং স্বাভাবিক অবস্থা অপেক্ষা উহার রঙ অপেক্ষা-কৃত ফিকা দেখায় এবং উহা অত্যন্ত ভঙ্গপ্রবণ হয়।

রোগ নির্ণয়—রোগাক্রান্ত পশুর রক্ত চিকিৎসক কর্ত্তৃক পরীক্ষিত হইলে এই রোগোৎপাদক কীটের উৎপত্তি নির্ণীত হয়। যে স্থলে এই রোগ প্রবলভাব ধারণ করে, তথায় এই রোগের সহিত ঘুঁটি রোগের ভুল হইতে পারে; কিন্তু রোগের প্রাদুর্ভাব হইলে ইহার প্রবল এবং মৃদু ভাব অধিকাংশ স্থলে দৃষ্ট হয় বলিয়া শীঘ্র ইহার প্রকৃতি সম্যক্‌ভাবে নির্ণয় করা আবশ্যক। মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ করিলে দৃষ্ট হইবে যে শরীরাভ্যন্ত-রিক অংশ সকলে রক্তের অভাবই এই রোগের একটী বিশেষ লক্ষণ।

চিকিৎসা—প্রথম লক্ষণ সকল দৃষ্ট হইলে ৩ বা ৪ নং ব্যবস্থানুসারে রেচক ঔষধ খাওয়াইবে। এই ঔষধের কার্য্য সম্পন্ন হইলে প্রত্যহ ১ ডাম পরিমাণে কুইনাইন ব্যবস্থা করা উচিত। রেচক ঔষধ সেবন করাইয়া সর্ব্বদা কোষ্ঠবদ্ধতা দূর করা আবশ্যক এবং প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় ৮ নং ব্যবস্থানুযায়ী উত্তেজক ঔষধ সেবন করান বিধেয়। উত্তম মণ্ড বা মাড় খাওয়াইয়া রোগাক্রান্ত পশুর বল রক্ষা করা উচিত, এবং আরোগ্য হইবার পর ১০ নং ব্যবস্থানুযায়ী বলকারক ঔষধ খাওয়াইবে।

রোগ নিবারণের উপায়—অষ্ট্রেলিয়া প্রদেশে এই রোগের টিকা দিবার ব্যবস্থা সাধারণভাবে প্রচলিত আছে এবং এই কার্য্য সম্পাদনের জন্য কঠোর নিয়ম অবলম্বন করা হয়।

যে সকল জেলায় এই রোগের প্রাদুর্ভাব হয় তথা হইতে গরুগুলিকে স্থানান্তরিত করিয়া উহাদের গাত্রস্থিত কীট মারিয়া ফেলিবার জন্য ঐ গরুগুলিকে জলে ডোবান হইয়া থাকে। আরও কথিত আছে যে প্রচুর পরিমাণে গন্ধক খাওয়াইলে গরুদিগের গাত্রে এইরূপ কীট ধরিতে পারে না সুতরাং উহারা আর এই রোগে পীড়িত হয় না।

কোন গোচারণ ক্ষেত্রে চরিবার পর ঐ প্রকার রক্ত প্রস্রাব দৃষ্ট হইলে সেই ক্ষেত্রের জল নিকাশের উত্তম ব্যবস্থা করা আবশ্যক, এবং বিশেষরূপে স্মরণ রাখিতে হইবে যে কীট বা উকুন বর্ত্তমান থাকিলে এই রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে; সুতরাং উহাদের বিনাশ সাধন করাই প্রধান লক্ষ্য হওয়া আবশ্যক।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

পেটের পীড়া।

নাম—পেটের অসুখ, পেট্ নাবান ভুকমী (পঞ্জাব) দাস্ত (হিন্দি). পেট নাবান (বাঙ্গালা)।

রোগের প্রকৃতি—এই রোগে বারংবার দাস্ত হয়, জ্বর কিম্বা শারীরিক অন্য কোন প্রকার গোলমাল প্রায়ই থাকে না। কিন্তু সময়ে সময়ে তল-পেটের উত্তেজনার লক্ষণ সকল বিদ্যমান থাকে। পাকস্থলী অন্ত্রের বিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে বলিয়া সর্ব্বদা অধিক পরিমাণে জলবৎ তরল মল নির্গত হইতে থাকে। কখন কখন, বিশেষতঃ গোবৎসদিগের মধ্যে এই পীড়া সংক্রামক হইয়া থাকে।

রোগের কারণ—গরু কোনও অস্বাস্থ্যকর খাদ্য কটু, তিক্ত বা তীব্র গাছ গাছড়া কিম্বা অপরিষ্কার জল খাইলে সচরাচর এই রোগাক্রান্ত হইয়া থাকে। কোন কোন জমিও এই রোগোৎপত্তির কারণ হইয়া থাকে; ঐ সকল জমিতে উৎপন্ন গাছ গাছড়া খাইয়া গরুর এই রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই প্রকার জমি প্রায়ই জলাভূমি, সুতরাং তাহাদের জল নিকাশের উত্তমরূপ ব্যবস্থা থাকে না: পঞ্জাব প্রদেশে এই রোগ "ভূকনী" নামে অভিহিত হয়। তথায় যখন তৃণাদি খাদ্য দ্রব্যযুক্ত মাঠের ও জলের অতিশয় অনাটন হয়, ও তজ্জন্য গরুদিগকে অস্বাস্থ্যকর কটু, তিক্ত বা তীব্র গাছ গাছড়া খাইতে এবং অত্যন্ত অপরিষ্কার জল পান করিতে বাধ্য হইতে হয়, সেই সময়ে ঐ প্রদেশে সম্প্রতি কয়েক বৎসর ধরিয়া গরুর এই পীড়া হইতেছে।

অত্যধিক পরিমাণে জোলাপের ঔষধ খাওয়াইলেও পেটের পীড়া হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত যে স্থলে খাদ্য দ্রব্য দ্বারা পাকস্থলী ও অন্ত্র অধিক মাত্রায় পূর্ণ হয় সে স্থলেও এই পীড়া ঘটিবার সম্ভাবনা।

শ্বাস প্রশ্বাস যন্ত্র বা ফুস্‌ফুস ও তাহার আবরক ঝিল্লীর প্রদাহ রোগের ও অন্যান্য বলক্ষয়কারক রোগের শেষ অবস্থায় পেটের পীড়া উপস্থিত হইয়া থাকে। হিম লাগিয়া বা হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিয়া, বিশেষতঃ সেই সময় অন্ত্র সকল অসুস্থ অবস্থায় থাকিলে, এই পীড়া হইতে দেখা গিয়াছে।

কখন কখন অধিক উত্তাপ লাগানও এই পীড়ার অন্যতম কারণ।

বর্ষাকালে প্রথম বৃষ্টির পর জমিতে যে সকল সবুজ তাজা ঘাস উৎপন্ন হয় সেই সকল ঘাস অত্যধিক পরিমাণে খাইয়াও পশুগণের সচরাচর পেটের পীড়া হইয়া থাকে।

অন্ত্রমধ্যে কৃমি বর্ত্তমান থাকিলে অনেক সময় এই রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন গোবৎসগণের যে সংক্রামক পেটের পীড়া হইয়া থাকে, তাহার কারণ এই যে জন্ম হইবার কিছু পরে নাভিকুণ্ডের ক্ষতস্থল সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবার পূর্ব্বে ঐ নাভিকুণ্ড দিয়া এক প্রকার পেটের পীড়া উৎপাদক জীবাণু রক্তে প্রবেশ লাভ করে।

রোগের লক্ষণ—বায়ু নিঃসরণের সহিত বারংবার জলবৎ তরল মল নির্গত হইতে থাকে; প্রথমতঃ মলত্যাগের সময় বেগ দিতে বা কোন বেদনা অনুভব করিতে দেখা যায় না; ক্ষুধা উত্তমরূপ থাকিতে পারে: ভুক্ত দ্রব্যের জাবরকাটার সামান্যরূপ ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে, এবং পূর্ব্বাপেক্ষা দুগ্ধ নিঃসরণ কিছু অল্প পরিমাণে হইতে পারে; কিন্তু মোটের উপর গরুটীর স্বাস্থ্যের বিশেষ পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় না। অনেক দিন বারংবার মলত্যাগ হইতে থাকিলে মলত্যাগ কালে বেগ দিতে হয় এবং পিঠের শিরদাঁড়া বক্র হইয়া যায়। ঐ গরুর পার্শ্বদেশ শীর্ণ ও শিথিল হইয়া পড়ে ও উহার চর্ম্মের লোম খাড়া হইয়া থাকে। অল্পাধিক পরিমাণে বেদনা অনুভব করে এবং কখন কখন মলের সহিত রক্ত নির্গত হয়।

অন্ত্রমধ্যস্থ কৃমি বা তাহাদিগের ডিম্ব বহির্গত হইয়াছে কি না তদ্বিষয়ে উত্তমরূপ লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

গো-বৎসদিগের এই পীড়া হইলে তাহাদের গ্রন্থিস্থানে উত্তাপ ও বেদনাযুক্ত স্ফীতি দৃষ্ট হইতে পারে। এই সকল পশুদিগের উপরোক্ত লক্ষণসমূহ সর্ব্বদা অতিশয় সুস্পষ্ট ও বর্দ্ধিতভাবে আবির্ভূত হইয়া থাকে এবং সাধারণতঃ উহাদের মূল শুভ্র বর্ণ হয়।

চিকিৎসা—এই রোগোৎপত্তির কারণের উপর ইহার চিকিৎসা নির্ভর করে। সাধারণ স্থলে—প্রথমতঃ গরুটী যে জমিতে চরিত এবং

যে খাদ্য ও জল খাইত, তাহার পরিবর্ত্তন করিয়া দিবে, এবং যাহাতে উত্তম ও পরিষ্কার জল খাইতে পায় সে বিষয়ে বিশেষ যত্ন করিবে। প্রথম অবস্থায় ৪ নং ব্যবস্থাগত মৃত্ত বিরেচক ঔষধ প্রথমেই প্রয়োগ করা যুক্তিসঙ্গত এবং ঐ ঔষধের কার্য্য সম্পন্ন হইবার পর ১৩ নং ব্যবস্থাগত ঔষধ খাওয়াইবে, এবং আবশ্যক বোধ হইলে ঐ ঔষধ প্রত্যহ প্রয়োগ করিবে। রোগ গুরুতর হইলে পুষ্টি সাধনোদ্দেশে কেবল ভাতের মণ্ড বা ভুষি খাইতে দিবে। তলপেটে অধিক বেদনা থাকিলে উহার উপর গরম সেক দিবে। পীড়িত গরুকে উত্তম সুমিষ্ট ও পুষ্টিকর খাদ্য খাওয়ান অতি আবশ্যক এবং মল নির্গম বন্ধ হইবার পর কিছুদিন ধরিয়া জলের পরিবর্ত্তে ভাতের, মসিনার, ও ময়দার মাড় উত্তমরূপে একত্র মিশ্রিত করিয়া খাইতে দিবে।

গরুটী দুর্ব্বল বা অতিশয় শীর্ণ হইলে দিবসে দুই এক বার করিয়া ৯ ও ১০ নং ব্যবস্থামত বলকারক ঔষধ খাওয়াইবে।

রোগ পুরাতন হইয়া পড়িলে ১৪ নং ব্যবস্থামত ঔষধ খাওয়াইবে, এবং উহার সহিত উপরোক্ত একটি বলকারক ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

অন্ত্রমধ্যে কৃমি বিদ্যমান থাকিলে যে পেটের পীড়া হয় তাহাতে ঐ গরুকে ২০, ২১ বা ২২ নং ব্যবস্থামত কৃমিনাশক ঔষধ খাইতে দিবে।

গো-বৎসগণ সংক্রামক পেটের পীড়া কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে অধিকাংশ স্থলে মরিয়া যায়; তাহাদিগকে পূর্ব্বোক্ত, প্রাপ্ত বয়স্ক পশুগণের জন্য নির্দ্ধারিত, প্রণালী অনুসারে চিকিৎসা করিতে হইবে, তবে ঐ সকল ঔষধের সিকিমাত্র প্রযোজ্য। অধিকন্তু নাভিকুণ্ড পরিষ্কৃত করিয়া ২৮ নং ব্যবস্থামত ক্ষত আরোগ্যের ঔষধ লাগাইয়া উহা বাঁধিয়া দিতে হইবে।

রোগ নিবারণের উপায়—যাহাতে এই রোগ বিস্তৃত হইতে না পারে এরূপ উপায় অবলম্বন করা উচিত এবং সদ্যঃপ্রসূত গো-বৎসদিগকে রোগগ্রস্ত গরুর সন্নিকটে আসিতে দেওয়া উচিত নহে। আরও বিশেষ

সাবধান হইতে হইবে যেন নাভি প্রদেশ কোন মতে অপরিষ্কৃত না হয় এবং তথায় সর্ব্বদা ক্ষত আরোগ্যের ঔষধ লাগাইয়া বাঁধিয়া রাখিতে হইবে।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

রক্ত আমাশয়।

নাম—আমাশা (বাঙ্গালা) পেচিস্ (হিন্দি)।

রোগের প্রকৃতি—ইহা বৃহৎ অন্ত্রের আভ্যন্তরিক আবরক পর্দ্দার এক প্রকার বিশেষ লক্ষণ বিশিষ্ট প্রদাহ, কখন কখন উহাতে ক্ষত বিদ্যমান থাকে, আর অল্পাধিক পরিমাণে জলবৎ মল নিঃসরণ হয় ও উহাতে রক্ত পুঁজ ও আম সংযুক্ত থাকে।

রোগের কারণ—অনেক দিন ধরিয়া পেটের পীড়া থাকিলে অবশেষে এই রোগ হইতে পারে; কিম্বা গরু অস্বাস্থ্যকর গাছ গাছড়া খাইলে বা অপরিষ্কার জল পান করিলে; অথবা যে সময়ে দিবাভাগে অত্যন্ত গরম থাকে সেই কালের রাত্রে অত্যধিক হিম লাগিলে বা আর্দ্র স্থানে থাকিলে; বিশেষতঃ জলা ভূমিতে থাকিলে গো জাতির এই রোগ হইতে পারে।

এই আমাশয়, "গো-বসন্ত" "তড়কা" অথবা "গলাফুলা" রোগের লক্ষণ স্বরূপ দৃষ্ট হইতে পারে।

পেটের পীড়া হইতে এই রোগ উৎপন্ন হইলে পেটের পীড়া বিষয়ক অধ্যায়ে বর্ণিত লক্ষণ সকল দেখা যাইবে। প্রথমে পেটের পীড়া না থাকিলেও যদি এই রোগ উৎপন্ন হয় ইহা প্রায় হঠাৎ আক্রমণ করিয়া থাকে। এরূপ হইলে কম্প দিয়া জ্বর আসিতে পারে; তৎপরে বারংবার মল ত্যাগ হইতে থাকে, উহার কিয়দংশ কঠিন গুটলে ও

অবশিষ্ট অংশ জলবৎ হইয়া থাকে: উহা রক্ত ও আম মিশ্রিত থাকে এই আম ডিম্ব মধ্যস্থ ঘন শ্বেতাংশের ন্যায় দেখায়।

তলপেটে শূল বেদনার লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়, গরুটী পুনঃ পুনঃ মল ত্যাগের প্রয়াস পায় এবং জোরে বেগদিলে মলদ্বার বাহির হইয়া পড়ে।

এই রোগে যকৃতের কার্য্যে ব্যতিক্রম ঘটে বলিয়া অনেক স্থলে গরুর মুখের আভ্যন্তরিক আবরক চর্ম্ম চক্ষু-পল্লব ও গায়ের চর্ম্ম ঈষৎ হরিদ্রা বর্ণ দেখায়।

চিকিৎসা—প্রথম অবস্থায় ৪ নং ব্যবস্থামত তৈল সংযুক্ত মৃদু বিরেচক ঔষধ প্রয়োগ করা বিধেয়।

পেটের উপর উত্তমরূপে গরম জলের সেঁক দিবে এবং মধ্যে মধ্যে মলদ্বারে গরম রেচক ঔষধের পিচকারী করিবে।

গরুটীকে কেবল মাড় খাইতে দিবে। তিন ঘণ্টা অন্তর অর্দ্ধেক মসিনা ও অর্দ্ধেক চাউলের মাড় দিবে এবং প্রত্যেক বার উহার সহিত দুই আউন্স পরিমিত লবণ মিশ্রিত করিয়া দিবে। অধিক দিন ধরিয়া আমাশয় থাকিলে দিবসে দুই একবার করিয়া ১৩ বা ১৪ নং ব্যবস্থামত ধারক ঔষধ খাওয়াইবে।

আমাশয় আরোগ্য হইলে পর কিছুদিন ধরিয়া গরুটিকে কেবল সুমিষ্ট ও সহজে জীর্ণ হয় এরূপ খাদ্য খাওয়াইবে নতুবা পুনরায় আমাশয় হইবার সম্ভাবনা।

গরুকে পরিষ্কার শুষ্ক ও উচ্চ মেজেযুক্ত এবং উত্তমরূপ বায়ু সঞ্চালনের ব্যবস্থা আছে এরূপ গোয়াল ঘরে রাখিবে, শীত কালের রাত্রিতে রুগ্ন পশুকে কম্বল দিয়া ঢাকিয়া রাখিবে।

ষোড়শ অধ্যায়।

মেষের যকৃৎ-ক্ষয় রোগ।

নাম—জন্‌কাই (পঞ্জাব)।

রোগের প্রকৃতি ও কারণ—যকৃতে "ফ্লুক্" নামক এক প্রকার কৃমি হইলে এই রোগ উৎপন্ন হয়। নিম্ন ও জলা ভূমিতে ভেড়া ও গরুদিগের এই রোগ হইতে দেখা যায়।

ঐ সকল স্থানে উপরোক্ত কৃমির ডিম্ব দেখিতে পাওয়া যায় এবং উহারা খাদ্যের সহিত শরীরে প্রবেশ লাভ করিয়া থাকে।

ঐরূপে যকৃৎ ফুস্‌ফুস্ ও অন্যান্য যন্ত্রে কৃমি কোষ উৎপন্ন হইয়া অল্প বিস্তর ক্ষতি করিয়া থাকে। ভেড়ার মধ্যে উপরোক্ত কৃমি হইলে গুরুতর লক্ষণ সকল উৎপন্ন হইয়া থাকে, কিন্তু গরুদিগকে কেবল সময় সময় উহাদ্বারা আক্রান্ত হইতে দেখা যায়।

রোগের লক্ষণ—এই রোগ অতি ধীরে ধীরে প্রচ্ছন্ন ভাবে আক্রমণ করিয়া থাকে; ভেড়াটী ক্রমে ক্রমে শীর্ণ হইতে থাকে এবং উহার জঙ্ঘার উপর ও পশ্চাৎ ভাগে হাত দিয়া চাপিয়া ধরিলে চর্ম্মের নিম্নে এক প্রকার কড় কড় করিয়া শব্দ হইতেছে বলিয়া অনুভব হয়। প্রথমতঃ চর্ম্ম অতিশয় অস্বাভাবিক এবং অত্যন্ত ফ্যাকাসে বর্ণযুক্ত হয়, ভেড়ার গাত্রের লোম আল্‌গা হয় এবং টানিলে অতি সহজে উঠিয়া আসে। কিছু দিন পরেই চর্ম্ম বিবর্ণ হইতে থাকে এবং মধ্যে মধ্যে হরিদ্রা ও কৃষ্ণবর্ণ যুক্ত চাকা চাকা চিহ্ন দৃষ্ট হয়। চোয়ালের নিম্নভাগ ফুলিয়া উঠে এবং সমস্ত শরীরেই শোথের বা ফোলার লক্ষণ সকল দেখিতে পাওয়া যায়। চক্ষের উজ্জ্বল জ্যোতি নষ্ট হইয়া যায়, এবং চক্ষের শুভ্র অংশ হরিদ্রাভ হয়; পৃষ্ঠদেশ কিয়ৎ পরিমাণে বসিয়া গিয়া থাকে, এবং উদর বৃহদাকার ধারণ করে। ভেড়াটীর অতিশয় পিপাসা বৃদ্ধি

হয়, কিন্তু সচরাচর উত্তমরূপ আহার করে, বস্তুতঃ অতিশয় ক্ষুধার্ত্তের ন্যায় ব্যগ্রভাবে আহার করিয়া থাকে। সর্ব্বদা কাশী হওয়া ইহার আর একটী লক্ষণ।

শীঘ্র বা কিছু বিলম্বে দাস্ত হইতে থাকে, ও উহা অনেক দিন ধরিয়া থাকে, ও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়, এবং ভেড়াটী ক্রমশঃ অধিকতর দুর্ব্বল ও শীর্ণ হইয়া অবশেষে মরিয়া যায়।

চিকিৎসা—কোন ভেড়ার দলে এই রোগ উপস্থিত হইলে, যে জমীর উত্তমরূপ জল নিকাশের বন্দোবস্ত আছে ও যে জমীর উপর মোটা ও জলা জমীর ঘাস জন্মায় না এরূপ উচ্চ জমীতে ভেড়াগুলিকে সর্ব্বাগ্রে স্থানান্তরিত করা কর্ত্তব্য। যে ভেড়ার এই রোগ হইয়াছে তাহাকে শুষ্ক ও আবৃত স্থানে রাখিবে এবং দিবসে দুই এক বার করিয়া ৯ নং ব্যবস্থাগত ঔষধ খাওয়াইবে।

শুষ্ক সুস্বাদু ও পুষ্টিকর খাদ্য খাইতে দিবে যথা—উচ্চ জমীর শুষ্ক ঘাস, শস্য, খইল এবং লবণ মিশ্রিত ভাতের মাড়।

রোগ নিবারণের উপায়—যে সকল জমীতে চরিলে ভেড়াদিগের এই রোগ হয় বলিয়া জানা আছে সেই সকল জমীর জল নিকাশের উত্তমরূপ ব্যবস্থা করিবে এবং চূণ, ছাই ও লবণ দিয়া ঐ সকল জমীতে সার দিবে।

মৃতদেহের চিহ্ন—মাংসপেশী সকল ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, চর্ম্ম হরিদ্রা বর্ণযুক্ত হয়, যকৃৎ পীড়াগ্রস্ত হয়, পিত্তনালী এবং কখন কখন চতুর্থ পাকস্থলী এবং প্রথম অন্ত্রে ফ্লুক নামক কৃমি দৃষ্ট হয়; রক্তের বর্ণ ফ্যাকাসে এবং জলবৎ তরল হয়।

সপ্তদশ অধ্যায়

কাশ রোগ।

গো-বৎস ও গাভীদিগের এই রোগকে ইংরাজীতে নাম—"হুস্" বা "হাস্ক" বলে, কাশ (বাঙ্গালা) খাঁশী (হিন্দি)।

রোগের প্রকৃতি—শ্বাসনালী ও উহাতে যে সকল শাখা প্রশাখা ফুস্ফুসে প্রবেশ করিয়াছে উহাদের প্রদাহ হয়। গলার বেদনার উত্তম-রূপ চিকিৎসা না করিলে পরে কাশ রোগ হইতে পারে।

রোগের কারণ—যখন এই রোগ ভেড়া ও বাছুরদিগের মধ্যে মহামারী আকারে আবির্ভূত হয়, তখন তাহাদের কণ্ঠনালী ও শ্বাসনালীর শাখা প্রশাখাতে ছোট ছোট সূতার ন্যায় সূক্ষ্ম কৃমি হওয়ায় প্রায় এই রোগ উৎপন্ন হয়। এই সকল কৃমির ডিম্ব খাদ্যের সহিত বা অন্য কোন প্রকারে শরীর মধ্যে প্রবেশ করে, পরে ঐ সকল ডিম্ব হইতে কৃমি জন্মায়।

জলে ভিজিলে হিম বা ঠাণ্ডা লাগিলে অথবা যে সকল কারণে সর্দ্দি ও গলায় বেদনা হয় সেই সকল কারণে অধিক বয়স্ক গরুদিগেরও কাশ রোগ উৎপন্ন হয়। কখন কখন গলার বেদনার সহিতও এই রোগ উপস্থিত হইয়া থাকে।

রোগের লক্ষণ—বড় বড় গরুর এই রোগ হইলে গলায় বেদনা বা "গলাফুলা" রোগের যে সকল লক্ষণ দৃষ্ট হয়, ইহার লক্ষণগুলিও প্রায় সেই প্রকার ঘটে। প্রথমতঃ কাশী অত্যন্ত শুষ্ক ও কঠিন থাকে ও কাশিবার সময় এক প্রকার কর্কশ শব্দ হয়। শ্বাস প্রশ্বাস ঘন ঘন বহিতে থাকে এবং এক প্রকার শন্ শন্ শব্দ শুনা যায়। বিশেষতঃ গলার নিম্নভাগে কাণ দিয়া রাখিলে ঐরূপ শব্দ আরও স্পষ্টরূপে শুনিতে পাওয়া যায়। কিয়ৎকাল পরে শ্বাসনালী ও ইহার শাখা প্রশাখার মধ্যস্থিত আবরণ হইতে শ্লেষ্মা নির্গত হওয়াতে কাশী প্রায় সরল হয় এবং তখন কাশিবার সময় ঘড় ঘড় শব্দ হয়। গরুটী

কাশীবার পর তাহার নাক ও মুখ দিয়া অল্পাধিক পরিমাণে শ্লেষ্মা ও কফ নির্গত হইতে থাকে। বাছুর ও ভেড়া ছোট ছোট সূতার ন্যায় কৃমি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে উহারা বার বার কাশীতে থাকে এবং কাশীবার সময় ঘঙ ঘঙ করিয়া এক প্রকার শুষ্ক শব্দ হয়। পশুটীর ঘন ঘন কাশীর বেগ হয় এবং ঐ কাশীর শব্দ অর্দ্ধেক সাঁই সাঁই ও অর্দ্ধেক সাধারণ কাশীর মত হইয়া থাকে। কাশীবার সুবিধার জন্য ঐ পশুগুলি সম্মুখের পা বাড়াইয়া দিয়া পায়ের হাঁটু বাহির দিকে রাখে; গলা ও মাথা ঈষৎ নত করিয়া বাড়াইয়া রাখে; এবং যে সকল কৃমি শ্বাসনালীর শাখা প্রশাখাস্থিত ঘন শ্লেষ্মার মধ্যে আবদ্ধ থাকে সেই সকল যন্ত্রণাদায়ক কৃমিগুলিকে এই প্রকারে কাশীয়া তুলিয়া ফেলিতে চেষ্টা করে। ক্রমে ক্রমে ঐ পশুগুলির মাংস ক্ষয় হইয়া আইসে ও উহারা শীর্ণকায় হইতে থাকে, দুই তিন সপ্তাহের মধ্যে সচরাচর তাহারা মরিয়া যায়।

পালের একটী পশু পীড়িত হইলে ক্রমে ঐ পালের অন্যান্য অনেক পশু পীড়িত হয়।

চিকিৎসা---বড় গরুদের মধ্যে কাশ রোগের লক্ষণ দেখা যাইলে তৎক্ষণাৎ তাহাদের চিকিৎসা আরম্ভ করিবে।

গলার নিম্নভাগে ও ঘাড়ের দুই পার্শ্বে সরিষা চূর্ণের প্রলেপ লাগাইয়া ১৬ নং ব্যবস্থামত ঔষধ অতি সাবধানে প্রয়োগ করিবে।

গরুটীকে গোয়ালের মধ্যে উত্তম স্থানে রাখিবে; যাহাতে নির্ম্মল বায়ু সেবন করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিবে। তাহাকে দূষিত বায়ুপূর্ণ ময়লাযুক্ত গোয়ালে রাখা কোনমতে উচিত নহে। কেবল মাত্র ভাতের, মসিনার বা ভূষির মাড় ৮ নং ব্যবস্থামত গুঁড়া ঔষধের সহিত মিশাইয়া দিবসে দুই একবার খাইতে দিবে; শীত কালের রাত্রে গরুটীকে কম্বল দ্বারা আবৃত করিয়া গরমে রাখিবে, এবং ভাল শুষ্ক জমীতে শুইতে দিবে।

বাছুর ও ভেড়াদিগের শ্বাসনালীর শাখা প্রশাখায় ছোট ছোট সূতার ন্যায় সূক্ষ্ম কৃমি হইয়া কাশ রোগ উৎপন্ন হইলে উহাদিগকে

১৬ নং ব্যবস্থামত ঔষধ খাওয়াইবে। বাছুরদিগের পক্ষে চারি ভাগের এক ভাগ এবং ভেড়াদিগের পক্ষে ছয় ভাগের এক ভাগই উপযুক্ত মাত্রা। তাহাদের খাদ্যের সহিত যথেষ্ট পরিমাণে লবণ খাইতে দিবে।

এক সময় অনেকগুলি গরুর এই রোগ হইলে উহাদিগকে প্রত্যহ একটী গোয়ালে রাখিয়া জানালা ও দরজা সমস্ত বন্ধ করিয়া দিয়া তন্মধ্যে গন্ধক পোড়াইবে। ঐ গরুগুলি গন্ধকের ধোঁয়ার শ্বাস লইতে থাকিবে, তাহাতে কাশী আরম্ভ হইবে। গরুগুলি অত্যন্ত কাশীতে কাশীতে কষ্টের চিহ্ন সকল প্রকাশ করিলে পর জানালা দরজা খুলিয়া দিয়া গন্ধকের ধোঁয়া দেওয়া বন্ধ করিবে; ধোঁয়া দিবার সময় উহার কি প্রকার ফল হয় তাহা দেখিবার জন্য গোসেবককেও এ গোয়ালের ভিতর থাকিতে হইবে। এক দিবস অন্তর পুনর্ব্বার এরূপ ধূম প্রয়োগ করিবে। চিকিৎসকগণ সর্ব্বদা এই রোগের জন্য শ্বাসনালীতে ঔষধাদি পিচকারী দিয়া প্রবেশ করাইয়া থাকেন; ইহাতে বিশেষ ফল হইতে দেখা গিয়াছে।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

গো সকল তাহাদের খাদ্যের সহিত [illegible] খাইয়া ফেলে ও মরিয়া যায়; কিম্বা দুষ্ট লোকে [illegible] তাহাদিগকে বিষ খাওয়াইয়া মারিয়া ফেলে। [illegible] উত্তম খাদ্য দ্রব্য ও গাছ গাছড়া অত্যধিক পরিমাণে [illegible] সকল প্রকাশ পাইয়া থাকে।

বিশেষ প্রকৃতি—গাছগাছড়া ও বাছুরদের [illegible]

ভারতবর্ষের কোন কোন স্থানে চামারেরা গরুর চামড়া পাইবার আশায় তাহাদিগকে বিষ খাওয়াইয়া মারিয়া ফেলে। গরু মরিলেই তাহাদিগকে ভাগাড়ে ফেলিয়া দিবার এবং [illegible] সর্ব্বত্রই প্রচলিত আছে। উহাদিগের চামড়া সেই স্থানেরই চামারদিগের প্রাপ্য বলিয়া বিবেচিত

হয়। কোন কোন জেলায় চামারেরা চামড়া পাইবার জন্য জমিদার-কেও খাজানা দিয়া থাকে।

চামারেরা চামড়া ব্যবসায়ীদিগের নিকট এই সকল চামড়ার অধিকাংশ বিক্রয় করিয়া থাকে এবং অনেক জেলায় এই সকল চর্ম্ম ব্যবসায়ী ও চামারদিগের মধ্যে এইরূপ বন্দোবস্ত ও লেখাপড়া থাকে যে, নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে চামারেরা কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক চামড়া দিতে পারিলে ঐ সকল চর্ম্মব্যবসায়ী তাহাদিগকে সেইরূপ কোন নির্দ্ধারিত সংখ্যক টাকা দিবে ; এবং চর্ম্ম ব্যবসায়ীদের ঐ সকল চামারদিগকে অগ্রিম কিছু টাকা দিবারও প্রথা আছে।

বন্দোবস্তানুযায়ী সময়ের মধ্যে নির্দ্ধারিত সংখ্যক চর্ম্ম পাইবার জন্য চামারেরা প্রায়ই গরুদিগকে বিষ খাওয়াইয়া থাকে। তাহারা তাহাদের নিজ হস্তে অথবা তাহাদের স্ত্রী ও সন্তানাদির দ্বারা বিষ খাওয়াইতে অনেক স্থলে ধরা পড়িয়াও যায়।

বিষ প্রয়োগ প্রণালী—সচরাচর নিম্নলিখিত প্রণালীতে বিষ প্রয়োগ করা হয়। যে পরিমাণে বিষ খাওয়াইবে সেই পরিমাণ বিষ লইয়া তাহা অল্প ঘৃত বা ময়দার সহিত মিশাইয়া কলাপাতা বা অন্য কোন পাতায় বাঁধিয়া গরুর মুখে পুরিয়া দেয় ; কিম্বা যখন ঐ গরু চরিতে থাকে তখন তাহার মুখের সামনে ফেলিয়া দেয় ও পশুটা তাহা খাইয়া ফেলে।

কেহ কেহ সুমিষ্ট ঘাস যুক্ত গোচারণ মাঠে ঘাসের উপর ঐ বিষ ছড়াইয়া দেয়। তৃতীয়তঃ কেহ কেহ তীক্ষ্ণ অস্ত্র দ্বারা চর্ম্ম মধ্য দিয়া শরীরের কোন অংশে অথবা মলদ্বারে বা যোনিতে ঐ বিষ প্রবেশ করাইয়া দেয়।

সচরাচর শাদা কিম্বা হলদে সেঁকো বিষ ব্যবহার করে, অধিকাংশ স্থলে সাদাই ব্যবহৃত হয় ; কখন কখন ধুতুরা, কাঠ বিষ, মাদার এবং কুঁচলে প্রভৃতি গাছ গাছড়া ঘটিত বিষও ব্যবহার করিয়া থাকে।

কোন স্থানে গরুদিগের মধ্যে গোবসন্ত প্রভৃতি মড়ক উপস্থিত হইলে চামারেরা সেই উপলক্ষে অধিক চামড়া পাইবার প্রত্যাশায় উৎসবক্ষেত্রে অনেক গরুকে বিষ খাওয়াইয়া মারিয়া ফেলে। এতদ্ব্যতীত

বসন্তরোগ যে অতি সংক্রামক ইহা চামারেরা উত্তমরূপে জানে। এরূপ একটী দৃষ্টান্তের বিষয় লিখিত আছে যে তাহারা বসন্ত রোগে মৃত গরুর পাকস্থলী ও অন্ত্র মধ্যস্থ পদার্থ সকল লইয়া যে স্থানে মড়ক হয় নাই এরূপ দূরস্থ কোন পল্লী গ্রামস্থ গোচারণ মাঠে ঐ সকল পদার্থ ছড়াইয়া দেয়। এইরূপে সেই পল্লীস্থ গরুদিগেরও ঐ পীড়া হয়। ইহাতে চামারদিগের চামড়া পাইবার আর একটী নূতন উপায় হয়।

কখন কখন ভেরাণ্ডাগাছ ও তাহার বীচি খাইয়া এবং অনাবৃষ্টির সময় খাইবার ঘাস ইত্যাদির অনাটন হইলে, তীব্র গাছ গাছড়া ও তৃণাদি খাইয়া গরুরা বিষাক্ত হইয়া থাকে।

লক্ষণ—ষাঁড় কিম্বা গাভী অধিক পরিমাণে বিষ খাইলে বা কোন রূপে ঐ বিষ তাহাদিগকে খাওয়াইলে নিম্নলিখিত লক্ষণ সকল প্রকাশ পায় যথা—গরুটী হঠাৎ পীড়িত হয়, তৎপরে কাঁপিতে থাকে এবং তলপেটে অত্যন্ত বেদনা হয়; গরুটী পশ্চাতের পা কিম্বা শিং দিয়া পেটে আঘাত করিতে থাকে এবং বারবার দুই পাশের দিকে দেখিতে থাকে; মুখ দিয়া ফেনা বাহির হয়। গরুর অত্যন্ত পিপাসা হয়, অনেক সময় ধনুষ্টঙ্কারের ন্যায় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ খেঁচিতে থাকে; শিয়লা রোগের লক্ষণ উপস্থিত হয়: পুনঃ পুনঃ মল ত্যাগ করে, পেটের অসুখ উপস্থিত হয় ও বাহ্যের সহিত অল্পাধিক পরিমাণে রক্ত নির্গত হয় এবং সচরাচর দুই ঘণ্টা হইতে চারি ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যু হয়. বিষের পরিমাণ ও প্রকার ভেদের উপর প্রধানতঃ মৃত্যুকাল নির্ভর করিয়া থাকে।

চিকিৎসা—অধিকাংশস্থলে এত অধিক পরিমাণে বিষ খাওয়ান হইয়া থাকে যে চিকিৎসায় প্রায় কোন ফল হয় না এবং গো-পালকগণের নিকটও বিষ নাশক ঔষধ সর্ব্বদা সংগ্রহ থাকে না।

যে যে স্থলে অল্প পরিমাণ বিষ খাওয়ান হইয়াছে এবং লক্ষণ সকল বিশেষ গুরুতর হয় নাই, সেই সেই স্থলে ১ বা ২ নং ব্যবস্থামত ঔষধ শীঘ্র খাওয়াইবে। মসিনার মাড় প্রচুর পরিমাণে খাইতে দিবে, এবং যে পর্য্যন্ত না পেটের বেদনা ও পেট নাবান থামে তদবধি জল খাইতে দিবে না

কিছু সিদ্ধ কলাইয়ের সহিত ভুষি খাইতে দিবে, এবং দুই এক দিনের মধ্যে তাজা ঘাস খাইতে দিবে, কিন্তু মোটা রকম ঘাস খাইতে দিবে না।

বিষ পরীক্ষা।—গরুকে বিষ খাওয়াইয়াছে, পশু-পালকেরা যদি এরূপ অনুমান করেন, তাহা হইলে ঐ মৃত গরুর চতুর্থ পাকস্থলীর ও ক্ষুদ্র অন্ত্রের প্রথম অংশের পদার্থ সকল, এবং পাকস্থলী ও অন্ত্রের কিয়দংশ অর্থাৎ যে স্থলে পাকস্থলী ও অন্ত্র একত্রিত হইয়াছে তাহার কিয়দংশ একটী বড় বোতলে অতি সাবধানে পুরিয়া পরে উহাতে তেজস্কর মদ্য ঢালিয়া দিয়া উত্তমরূপে ছিপিবন্ধ করতঃ রাসায়নিক পরীক্ষার জন্য পাঠাইয়া দিবেন।

জেলার সাহেব ডাক্তার বা ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব কি প্রকারে ঐ বোতল রাসায়নিক পরীক্ষকের নিকট পাঠাইতে হইবে, তদ্বিষয়ে সাহায্য করিয়া থাকেন।

ব্যবস্থা পত্র।

ভারতবর্ষীয় এবং ইংরাজী ওজন ও পরিমাণের তালিকা ধারাবাহিক রূপে সন্নিবেশিত হইল।

ঔষধাদিতে ব্যবহৃত ওজন ও পরিমাণ, নিম্নলিখিত তালিকা অনুসারেই সন্নিবেশিত হইয়াছে।

ওজন।

১ স্ক্রুপল	... একটি দুয়ানীর সম ওজন।
১ ড্রাম	... দুইটি দুয়ানীর কিম্বা একটি সিকির সম ওজন।
৩ ড্রাম	... ১ তোলা অথবা একটি টাকার সমান ওজন।
১ ঔন্স	... অর্দ্ধ ছটাক কিম্বা ২½ তোলা।
১ পাঁইট	... ৮ ছটাক কিম্বা অর্দ্ধ সের।

পরিমাণ।

১ মিনিম ...	...	... ১ ফোঁটা।
১ ড্রাম (তরল দ্রব্যের ওজন অনুযায়ী)		৬০ ফোঁটা।
৪ ড্রাম	ঐ	... $\frac{১}{৪}$ ছটাক।
১ ঔন্স	ঐ	... $\frac{১}{২}$ ছটাক।
১ পাঁইট	...	... ১০ ছটাক।
১ কোয়ার্ট	...	... ২০ ছটাক অথবা ১$\frac{১}{৪}$সের।
১ গ্যালন	...	... ৫ সের।

ঔষধের মাত্রা জন্তুদিগের বয়সের তারতম্য অনুসারে নিয়মিত হইয়া থাকে। গো মেষাদি জন্তুরা দুই বৎসর বয়সের সময় পূর্ণ মাত্রায় ঔষধ সেবন করিতে পারে।

নিম্নলিখিত ব্যবস্থাপত্রে বর্ণিত ঔষধাদির মাত্রা শুদ্ধ পূর্ণ আয়তন প্রাপ্ত পশুদিগের ব্যবহারার্থ লিখিত হইয়াছে। ছাগ মেষাদির নিমিত্ত ইহাদের এক ষষ্ঠাংশ পরিমাণ আন্দাজ করিয়া ব্যবহার করিতে হইবে।

এতদ্ব্যতীত বহিস্থ অঙ্গ প্রত্যঙ্গের উপর ব্যবহারের নিমিত্ত যে ব্যবস্থার বিষয় নিম্নেলিখিত হইয়াছে; তাহা কি গরু, কি ছাগল, সকলের নিমিত্তই ব্যবহৃত হইতে পারে।

বিরেচক।

(১)

লবণ	...	... ৬ ছটাক।
মুসব্বর	...	... $\frac{১}{৪}$ ছটাক।
শুঁঠ ...		... $\frac{১}{৪}$ ঐ
চিটাগুড়		. ৪ ঐ

১$\frac{১}{৪}$ সের পরিমিত খুব উত্তপ্ত গরম জলে, উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া গরম গরম অবস্থায় পান করাইতে হইবে।

পূর্ণ আয়তন প্রাপ্ত বলদ ও মহিষদিগের নিমিত্ত ঐ মাত্রায় গৃহীত হইবে। তদর্দ্ধ আয়তনের গো মহিষদিগকে ইহার অর্দ্ধ পরিমাণে; এবং পূর্ণ আয়তনের মেষকে একের ষষ্ঠাংশ পরিমাণে দিতে হইবে।

(২)

তিসির তেল	...	... ৫ ছটাক।
মিঠা তেল	...	... ৫ ঐ
চিটাগুড়	...	... ৩০ ফোঁটা।

একত্র মিশ্রত করিয়া পূর্ণ আয়তনের পশুদিগের জোলাপের নিমিত্ত ব্যবহৃত হয়। ইহার এক ষষ্ঠাংশ মেষদিগের জন্য ব্যবহার্য্য।

মৃদু রেচক।

(৩)

লবণ ...	...	... ২ ছটাক।
গন্ধক চূর্ণ	...	... $১\frac{১}{২}$ ছটাক।
শুঁঠ চূর্ণ	...	... $১\frac{১}{৪}$ তোলা।
চিটাগুড়	...	... $১\frac{১}{২}$ ছটাক।

$১\frac{১}{৪}$ সের পরিমিত গরম জলের সহিত উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া রম গরম অবস্থায় খাইতে দাও।

(৪)

রেড়ির তেল	...	... ৫ ছটাক।
তিসির তেল	...	... ৩ ছটাক।

মিশ্রিত করিয়া খাইতে দাও।

তাপ নিবারক।

(৫)

কর্পূর	...	... ৬টা দুয়ানী ভর ওজন।
সোরা	...	... ১ তোলা।
দেশী মদ	...	... ১ ছটাক।

কর্পূর দেশীমদে দ্রবকর, এবং তৎপরে সোরা, $১\frac{১}{৪}$ সের পরিমিত শীতল জলে দ্রব করিয়া এক সঙ্গে মিশ্রিত কর।

(৬)

লবণ	...	... $২\frac{১}{২}$ তোলা।
সোরা	...	... $১\frac{১}{৪}$ তোলা।
চিরাতার গুঁড়া	...	... $২\frac{১}{২}$ তোলা।
চিটে গুড়	...	... ২ ছটাক।

$১\frac{১}{৪}$ সের পরিমিত জলের সহিত দিতে হইবে।

উত্তেজক।

(৭)

দেশী মদ	...	... ২ ছটাক।
শুঁঠ ...	...	... $\frac{১}{২}$ ঐ
মরিচ গুঁড়া	...	... $\frac{১}{৪}$ ঐ

একত্র মিশ্রিত করিয়া $১\frac{১}{৪}$ সের পরিমিত জলের সহিত পান করাও।

(৮)

নিসাদল	...	... $\frac{১}{৪}$ ছটাক।
শুঁঠ চূর্ণ কিম্বা জোয়ান		... ১ তোলা।

$১\frac{১}{৪}$ সের পরিমিত জলের সহিত মিশাইয়া পান করাইতে হইবে।

বলকারক

(৯)

হীরেকস	...	...	১ তোলা।
লবণ ...	...	..	$\frac{১}{২}$ ছটাক।

গুঁড়া করিয়া প্রতিদিন এক একটা করিয়া পুরিয়া খাইতে দাও। উপরের এক ষষ্ঠাংশ ভাগ মেষের নিমিত্ত প্রযোজ্য।

(১০)

মৌরি ...	...	...	১ তোলা।
চিরাতা	...	...	$\frac{১}{২}$ ছটাক।
এলাচি...	...	...	১ তোলা।
জোয়ান	...	...	১ ঐ

একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রতিদিন খাদ্যের সহিত খাইতে দাও।

প্রবর্ত্তক।

(১১)

সোরা...	...	...	১ তোলা।
গন্ধক ...	...	...	$\frac{১}{২}$ ছটাক।
শুঁঠ ...	...	...	$\frac{১}{২}$ ঐ

ভালরূপে মিশ্রিত করিয়া দিনে একবার কিম্বা দুইবার পাতলা মাড়ের (কাঁজি) সহিত কিম্বা খাদ্যের সহিত মিশাইয়া দাও।

(১২)

মুসব্বর	... ...	১ তোলা।
লবণ ...	... ...	$\frac{১}{২}$ ছটাক।
শুঁঠ ...	... ...	$\frac{১}{২}$ ঐ
গন্ধক ..	... ...	$\frac{১}{২}$ ঐ

সকলগুলিই ভাল করিয়া গুঁড়া করিতে হইবে। দুই ছটাক পরিমিত ঝোলাগুড় উহাদের সহিত মিশাইয়া দাও। এবং তৎপরে ১$\frac{১}{৪}$ সের পরিমিত গরম পাতলা ভাতের মাড়ে (ফেন) ঐ ঔষধ ফেলিয়া দিয়া, গরম গরম খাইতে দাও।

প্রথম, দ্বিতীয় কিম্বা তৃতীয় দিনে (এক দিন, দুই দিন অন্তর) উক্ত ঔষধ ব্যবহার করিতে হইবে।

ধারক (আভ্যন্তরিক)।

(১৩)

খড়িমাটী গুঁড়া	... ...	$\frac{১}{২}$ ছটাক।
খয়ের ...	... ...	$\frac{১}{৪}$ ঐ
শুঁঠ ...	... ...	$\frac{১}{৪}$ ঐ
আফিম	... ...	৩টি দুয়ানীর ওজন।
দেশী মদ	... ...	১ ছটাক।

ভালরূপে মিশ্রিত করিয়া ১০ ছটাক পরিমিত তিসির মাড়ের সহিত খাইতে দাও। যতদিন পর্য্যন্ত পেটের অসুখ না থামে, তত দিন পর্য্যন্ত সন্ধ্যায় ও প্রাতে, দিনে দুইবার খাওয়াইতে পারা যায়

উপরোক্ত মাত্রার $\frac{১}{৪}$ অংশ পরিমাণে বাছুরদিগকে এবং $\frac{১}{৬}$ অংশ পরিমাণ মেষদিগকে এবং $\frac{১}{১২}$ অংশ পরিমাণ মেষ শাবকদিগকে দিতে পারা যায়।

(১৪)

তুঁতে ...	...	...	১ তোলা।
জল ...	...	...	১$\frac{১}{২}$ সের।

দ্রব করিয়া পান করিতে দাও।

বেদনা নিবারক।

(১৫)

ভাঙ্গ ...	...	...	১ তোলা।
	কিম্বা		
চরস ...	...	...	৩টী দুয়ানীর ওজন।
হিঙ্গ ...	...	...	১ তোলা।
দেশী মদ	...	...	২ ছটাক।

১$\frac{১}{৪}$ সের পরিমিত জলের সহিত উত্তমরূপে মিশ্রিত কর।

(১৬)

তার্পিণ তেল	...	...	$\frac{১}{২}$ ছটাক।
তিসির তেল	...	...	১০ ঐ

মিশাইয়া খাওয়াও।

(১৭)

আফিম	...	...	১ তোলা।
হিঙ্গ ...	...	...	১ ঐ

শুঁঠ	... ...	১ তোলা।
মরিচ	... ...	১ ঐ
দেশী মদ	... ...	২ ছটাক।

সকলগুলিই ভাল করিয়া গুঁড়া করিয়া স্পিরিটে দ্রব করিতে হইবে তার পর ১ $\frac{১}{৪}$ সের পরিমিত জল মিশাইয়া খাওয়াও।

মুখ শোধন।

(১৮)

ফটকিরি	... ...	১ $\frac{১}{৪}$ তোলা।
জল ...	... ...	১০ ছটাক।

দ্রব করিয়া মুখ শোধনের জন্য কিম্বা ক্ষত স্থান ধুইবার নিমিত্ত ব্যবহৃত হইবে।

(১৯)

সোহাগা	... ...	১ $\frac{১}{৪}$ তোলা।
জল ...	... ...	১০ ছটাক।

পূর্ব্বোক্তরূপে দ্রব করিয়া মুখ শোধনের জন্য কিম্বা ক্ষত স্থান ধুইবার নিমিত্ত ব্যবহার কর।

কৃমিনাশক।

(২০)

তার্পিণ তেল	... ...	১ ছটাক।
তিসির তেল	... ...	১০ ঐ

১২ ঘণ্টা অনাহারে রাখিয়া রোগাক্রান্ত পশুটিকে পান করিবার নিমিত্ত এই ঔষধ দাও।

(২১)

লবণ ... ... ১ ছটাক।

হীরেকস চূর্ণ ... ... ১/৪ ঐ

গন্ধক চূর্ণ ... ... ১/২ ঐ

১ ১/৪ সের পরিমিত জলের সহিত মিশাইয়া, এক সপ্তাহ কাল দিনে দুইবার করিয়া পান করাও। এবং তার পর ১ নং ব্যবস্থানুযায়ী বিরেচক ঔষধ ব্যবহার কর।

(২২)

হিঙ্গ ... ... ১/৪ ছটাক।

গন্ধক চূর্ণ... ... ... ১/২ ঐ

পূর্ব্বোক্ত ২১ নং ঔষধের ব্যবস্থানুযায়ী খাওয়াইতে হইবে।

চর্ম্ম রোগের প্রলেপ।

(২৩)

গন্ধক চূর্ণ... ... ... ২ ছটাক।

কেরোসিন তেল ... ... ২ ঐ

সর্ষের তেল ... ... ১৬ ছটাক।

একত্র মিশ্রিত করিয়া কিছু পরিমাণ হাতে করিয়া লইয়া রোগাক্রান্ত অংশে ঘসিয়া লাগাইয়া দাও।

(২৪)

ফিনাইল ... ... এক ভাগ।

জল ... ... ১০০ ভাগ।

(২৫)

তামাকের পাতা	... ...	১ ভাগ।
জল	... ...	১০ ঐ

আধ ঘন্টা ধরিয়া তামাকের পাতাগুলি জলে সিদ্ধ করিয়া তার পর ছাঁকিয়া লও।

ক্ষত স্থানে লাগাইবার প্রলেপ।

(২৬)

কর্পূর	... ...	১ ভাগ।
মিঠা তেল	... ...	৪ ঐ

(২৭)

গন্ধ বিরাজ	... ...	১ ভাগ।
মিঠা তেল	... ...	৮ ঐ

গন্ধ বিরাজ তেল গলাইয়া লইয়া ছাঁকিয়া লও।

(২৮)

তুঁতে গুঁড়া	... ...	৩টী দুয়ানীর ওজন।
গরম জল	... ...	১০ ছটাক।

দ্রব করিয়া, ঠাণ্ডা হইলে পর লাগান বিধেয়।

(২৯)

খড়িমাটী গুঁড়া	... ...	২ ছটাক।
কয়লা (কাঠের) গুঁড়া	... ...	$\frac{1}{2}$ ঐ
ফটকিরি ...	... ...	$\frac{1}{4}$ ঐ
তুঁতে ...	... ...	$\frac{1}{8}$ ঐ

গুঁড়া করিয়া সকলগুলি একত্র মিশ্রিত কর। ক্ষত শুকাইয়া লইবার জন্য এবং বিশেষতঃ এঁসো রোগের পা ও মুখের ক্ষত স্থানে প্রায়ই ব্যবহার করা যায়।

মালিস।

তার্পিণ তৈল	... ...	প্রত্যেকটীর সমান ভাগ।
সর্ষের তেল	... ...	

একত্র মিশাইয়া ঘসিয়া লাগাইতে হইবে।

মলদ্বারে পিচকারী দিবার নিয়ম

ও

পিচকারী নির্ম্মাণ প্রণালী।

প্রায় এক ফুট লম্বা ও অর্দ্ধ ইঞ্চি পরিমাণ পরিধি বিশিষ্ট এক খণ্ড ফাঁপা বাঁশ লইতে হইবে। বাঁশটীর মুখের দিকে কোন খোঁচ থাকিবে না, বেশ গোলালো হওয়া চাই। ১১ ফিট লম্বা এবং ৪।৫ ইঞ্চি চওড়া ও অন্যূন্য দেড় সের জল ধরিতে পারে এমন একটী চামড়ার থলিয়া তৈয়ারী করাইতে হইবে। থলিয়ার তলার দিকে বাঁশটীর একটা মুখ প্রবেশ করাইবার জন্য একটী ছিদ্র করা চাই। নলটীর ভিতর দিয়া ব্যতীত, যাহাতে বাঁশ ও চামড়ার পাশ দিয়া জল বাহির হইয়া না যাইতে পারে, সে জন্য থলিয়াটি বাঁশের চারিধারে বেশ করিয়া বাঁধিতে হইবে।

পিচকারী দিবার সময় বাঁশের নলটী মলদ্বারে প্রবেশ করাইবার পূর্ব্বে বেশ করিয়া তেল মাখাইয়া লইতে হইবে। এক হাত দিয়া নলটী সেই ভাবে ধরিয়া অন্য হাত দিয়া চামড়ার থলির মুখটা বিস্তৃত করিয়া ধরিতে হইবে ও অন্য এক জন সাহায্যকারীকে চামড়ার থলিটীর মুখে জল ঢালিতে বলিবে। পিচকারীটী পিঠের সহিত সমভাবে থাকা চাই এইরূপ করিলে সমস্ত জল অন্ত্রমধ্যে প্রবেশ লাভ করিবে।

পিচকারী দিবার জন্য সাধারণতঃ ঈষদুষ্ণ গরম জলই ব্যবহার করা যুক্তিসঙ্গত; তাহাতে স্বচ্ছন্দে হাত রাখিতে পারা যায় এরূপ দেখিয়া লওয়া আবশ্যক।

সাবান গুলিয়া এই জলে ফেনা করিয়া লইতে হইবে।

গবাদি জন্তুদিগকে ঔষধ পান করাইবার নিয়ম।

ইহাদিগকে ঔষধ পান করাইতে গেলে দুই জন লোকের প্রয়োজন। সাহায্যকারী ব্যক্তি, রুগ্ন পশুর বামদিকে দাঁড়াইয়া তাহার মস্তক পৃষ্ঠের সহিত সমান্তরাল ভাবে ধরিয়া থাকিবে। অপর ব্যক্তি ঔষধের বোতল দক্ষিণ হস্তে লইয়া তাহার ডাহিনদিকে গিয়া দাঁড়াইবে, এবং তাহার বাম হস্তের সম্মুখের দুইটী অঙ্গুলি পশুটীর ডাহিন দিকের দুই ঠোঁটের কোণের মধ্যে দিয়া তাহার ঠোঁট ও চিবুক অল্পে অল্পে ফাঁক করিবে। উপযুক্তমত ফাঁক হইলে দক্ষিণ হস্তের ঔষধপূর্ণ বোতলের মুখটী সেই পার্শ্বস্থ ফাঁকের মধ্য দিয়া পশুটীর মুখের মধ্যে সাবধানে প্রবেশ করাইয়া দিবে। তৎপরে বোতলস্থিত ঔষধের অল্পমাত্র মুখের মধ্যে ঢালিয়া দিবে, পশুটী তাহা গলাধঃকরণ করিলে পর আবার অল্পমাত্র ঢালিয়া দিবে এইরূপে ক্রমে ক্রমে সমুদয় ঔষধই পশুটীর উদরস্থ হইবে।

সকল ক্ষেত্রেই সতর্কতার সহিত ঔষধ খাওয়ান আবশ্যক। বিশেষতঃ যে সকল পশু সর্দ্দি কাশীতে ভুগিতেছে তাহাদের ঔষধ খাওয়ানর সময় আরও সতর্ক হওয়া উচিত। খুব ধীরে ধীরে ও অল্প পরিমাণে ঔষধ ঢালিতে হইবে, যদি সেই সময় পশুটী কাশীতে আরম্ভ করে, বা কাশীবার চেষ্টা করিতেছে বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে সাহায্যকারী ব্যক্তি অমনি তাহার মস্তক ছাড়িয়া দিবে; ইহাতে জন্তুটী মস্তক নামাইয়া স্বচ্ছন্দে কাশীতে পারিবে ও শ্বাস নালীতে পানীয় ঔষধের কিছুই প্রবিষ্ট হইবার ভয় থাকিবে না। নতুবা ইহার কিয়দংশ শ্বাসনালীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে পশুটীর শ্বাসরোধ হইয়া মৃত্যু ঘটিতে পারে।

কাচের বোতল অপেক্ষা সাধারণ "ইংরাজী মদ্যের বোতলের আকারের কোন ধাতু নির্ম্মিত বোতল এইরূপ ঔষধ পান করাইবার পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক; ফাঁপা বংশ খণ্ডেও এই উদ্দেশ্য উত্তমরূপে সংসাধিত হইতে পারে। সাধারণ কাচ নির্ম্মিত মদ্যের বোতলেও চলিতে পারে। কিন্তু সাবধান যেন দাঁতের উপর পড়িয়া তাহার পেষণে বোতলটী ভাঙ্গিয়া না যায়।

সম্পূর্ণ